উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194 MLD

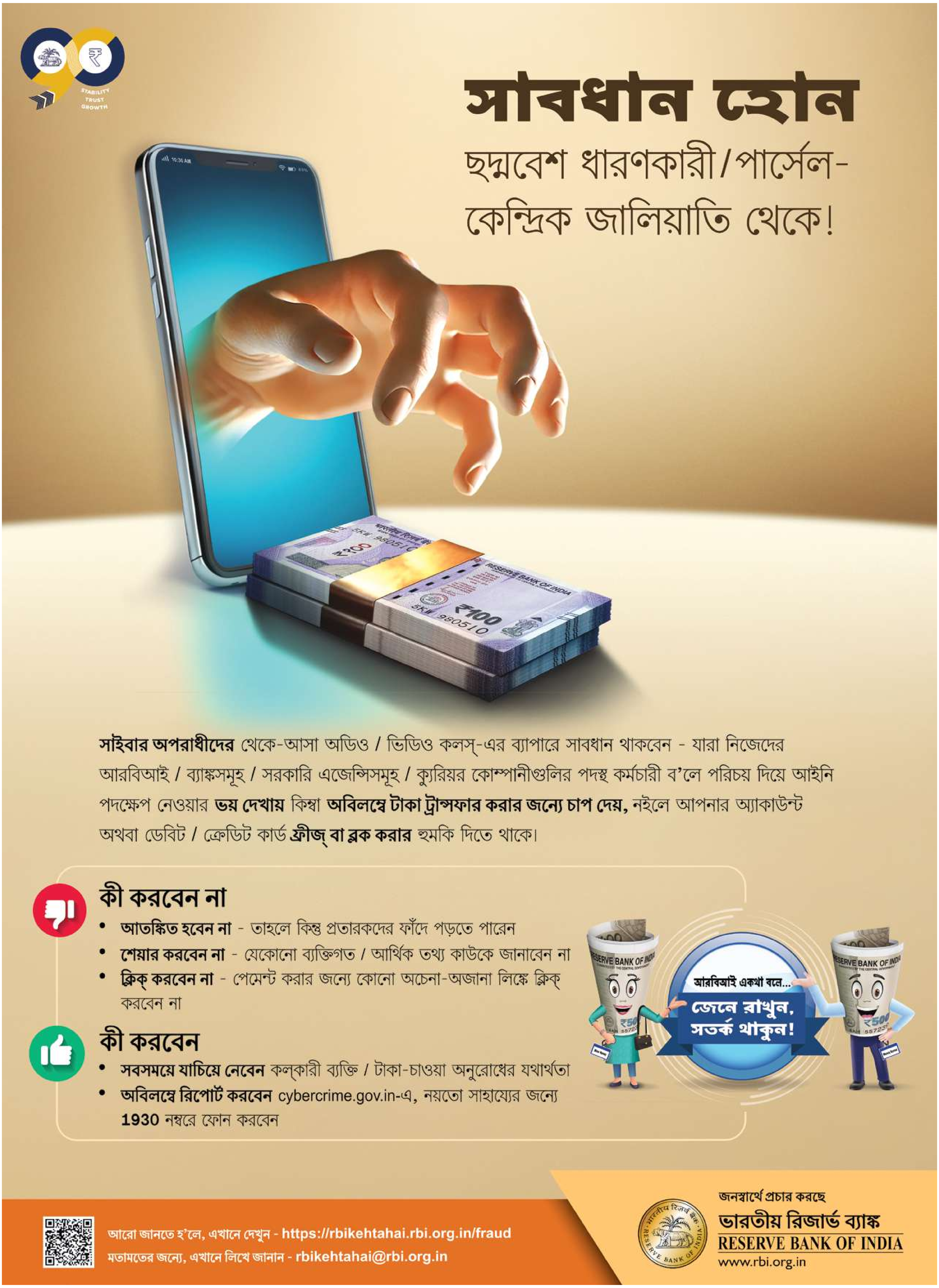

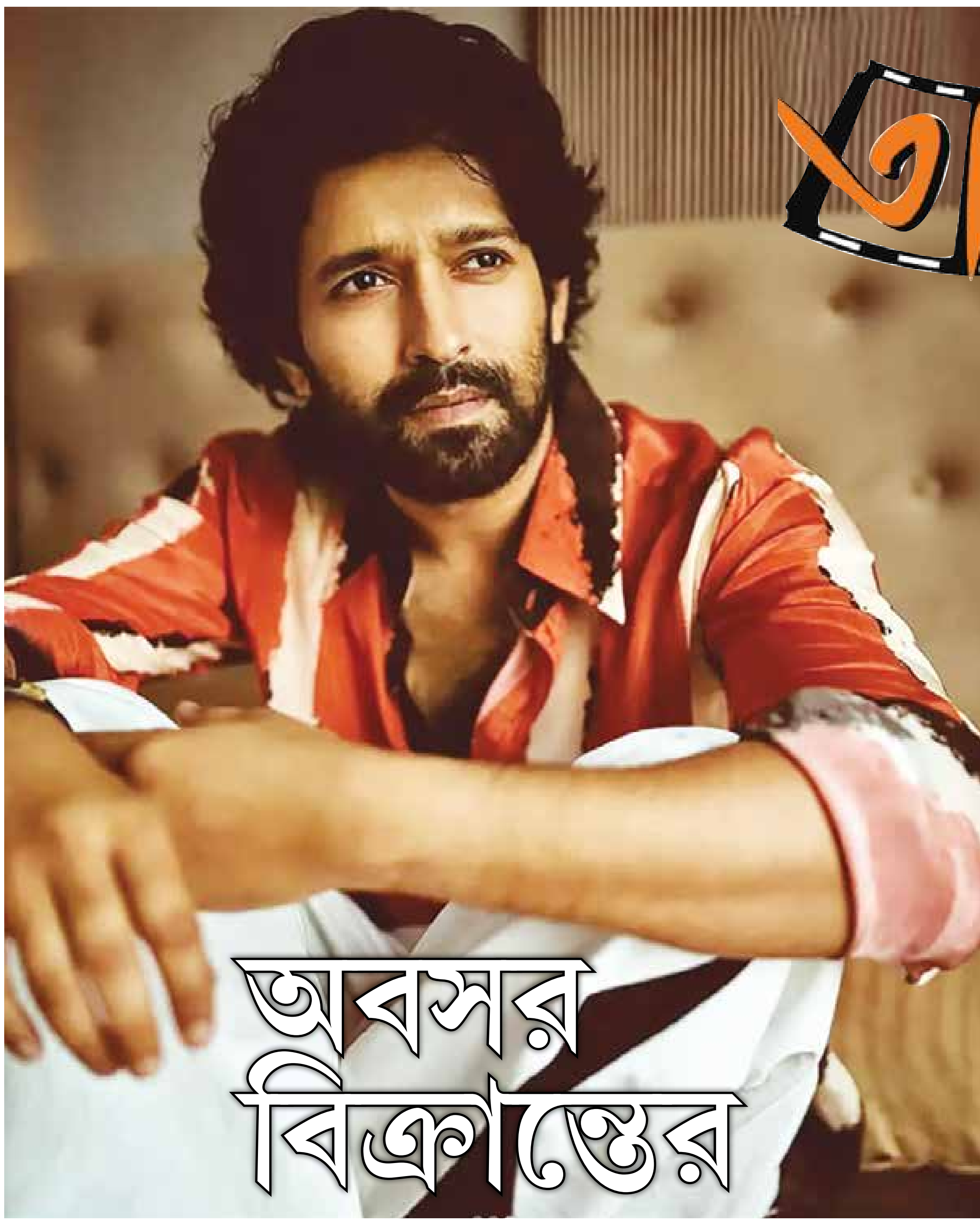

অবসর বিক্রান্তের

অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে অবসর নিলেন অভিনয় থেকে। এখন তাঁর বয়স ৩৭। সোমবার সকালে ইন্সটাগ্রামে জানিয়েছেন, 'গত কয়েক বছর আমার কেরিয়ারের সময়টা অবিস্মরণীয় ছিল। আমি তঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন। এই সময়ে যখন সামনের দিকে তাকাচ্ছি, উপলব্ধি করছি নিজেকে ভিতর থেকে দেখা দরকার এবং বাড়ি ফেরা দরকার—একজন স্বামী, বাবা, ছেলে এবং একজন অভিনেতা হিসেবে। আগামী বছর আমাদের শেষবারের মতো দেখা হবে—যতক্ষণ না সময় আবার অন্য কিছু পরিকল্পনা করে। শেষ ২টি ছবি এবং অন্য অনেক ছবির স্মৃতি মনে রয়ে গেল।'

বিক্রান্তের সিদ্ধান্তে নেটমহল দ্বিধাবিভক্ত। এই সময়ের তিনি একজন শক্তিশালী অভিনেতা। তাঁর ১২ ফেল ও দ্য সবরমতী রিপোর্ট বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে, দর্শক এবং বিভিন্ন মহলে প্রশংসা পেয়েছে। এই সময়ে, এত কম বয়সে এই সিদ্ধান্ত অনেকে মানতে পারছেন না। কেউ বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যে উনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন এবং সেটা খুব ভুলই হবে। এক বছরের মধ্যেই লোক ওকে ভুলে যাবে। কেউ বলেছেন, এটাই ভালো হল। এবার বাড়ির লোকের সঙ্গেই থাকুন। অনেকেই ভাবছেন এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট, জল মেপে নিচ্ছেন, দর্শকদের মনের ভাব এবং তার জন্য তৈরি হওয়া বাজারের হালহকিকত, যাতে পরের ছবিগুলোর সময় তাঁর অঙ্ক কষতে সুবিধা হয়। দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবির প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, এ দেশে মুসলমানরা ভালো আছেন। এরপর তাঁকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোক বলে তকমা দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রাণহানির হুমকি দেওয়া হয়। তাতেই কি ছবির জগৎ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিলেন কি?

চুপ বচ্চন

অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা চলছেই। স্বামী-স্ত্রী এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি, নীরবতা বজায় রেখেছেন। এর মধ্যে অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'চুপ।' তারপর রাগি মুখের ইমোজি দিয়েছেন। আর কোনও কথা লেখেননি। এই নিয়ে নেটমহলে আলোচনা শুরু। কেউ লিখেছেন, এর মানে কী? কেউ লিখেছেন, এই একটি কথা দিয়ে দিয়ে সব কথা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এর আগে অমিতাভ একটি লম্বা পোস্ট করে লিখেছিলেন, নিজের সততা আর বিশ্বাসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাহস লাগে, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও কথা বলি না কারণ এটা আমার নিজের জগৎ, তার গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অনুমান অনুমানই, যে কেউ তা করতে পারে।

আজও অমিতাভে মগ্ন রেখা

তার মানে এখনও? এখনও তিনি মিস্টার বচ্চনকে চোখে হারান? নাকি হারিয়েই ফেলেছেন পুরোপুরি? কৌন বনেগা ক্রোড়পতি-র প্রতিটা সংলাপ তাঁর মুখস্থ। এ কি নিছকই এক গেম শো-র টানে? নাকি নেপথ্যে অন্য কিছু আছে?

সম্প্রতি দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে হাজির হয়ে নিজের জীবন ও কেরিয়ার নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নেন রেখা। একটি বিভাগে কপিল কেবিসিতে অতিথি হিসেবে যখন গিয়েছিলেন সেই সময়ের কথা ভাগ করে নেন। কপিল বলেন, 'আমরা যখন বচ্চন সাহেবের সঙ্গে কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলছিলাম, তখন আমার মা সামনের সারিতে বসেছিলেন।' কপিল এরপর অমিতাভকে নকল করেন। কপিল বলেন, 'তিনি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দেবীজি, কেয়া খা কে প্যায়দা কিয়া (ওঁকে জন্ম দেওয়ার আগে আপনি কী খেয়েছিলেন)? কপিল কিছু বলার আগেই রেখা থামিয়ে দিয়ে কপিলের মায়ের বলা কথাটি বলেন, 'ডাল-রুটি।' কপিল সেটাই বলতে যাচ্ছিলেন। রেখা হেসে কপিলকে বললেন, 'মুঝসে পুছিয়ে না, এক এক ডায়লগ ইয়াদ হ্যায়।' না, এরপর অমিতাভের উত্তরটা আর শোনা হয়নি অবশ্য

রবিবার নিউ ইয়র্কে ষষ্ঠ বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করলেন প্রিয়াংকা চোপড়া জোনাস ও নিক জোনাস। দুজনেই ছিলেন কালো পোশাকে। পিগি পরেছিলেন কালো লেদার জ্যাকেট, কালো বুটস। নিক চিরাচরিত ক্যাজুয়াল প্যান্ট, কালো জ্যাকেট পরেছিলেন। দুজনকেই ফোটোগ্রাফাররা লেন্সবন্দি করেছেন দারুণ আনন্দে।

সারার অর্জুনে লক্ষ্যভেদ

সারা তাহলে আর সিঙ্গল নন? রাজস্থানে তাঁর মনের মানুষের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন? বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, অর্জুন প্রতাপ বাজওয়ার সঙ্গে নাকি চুপিচুপি মন দেওয়া নেওয়া সেরে ফেলেছেন সইফ কন্যা সারা। এবার সেই জল্পনার আগুনে ঘি পড়ল! দুজনে একই সময় রাজস্থান থেকে শেয়ার করলেন ছুটি কাটানোর ছবি। আর সেটা দেখেই দুইয়ে দুইয়ে চার করছে নেটপাড়া।

সারা আলি খান সম্প্রতি রাজস্থানের যেখানে আছেন সেখানকার একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন। কখনও সেই জায়গার সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন ছবিতে, কখনও আবার হোটেলের স্টাফদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। কখনও স্নানের পর স্নান পোশাকে গরম পানীয়তে চুমুক দিচ্ছেন। বাদ দেননি ডেজার্ট সাফারির ছবি পোস্ট করতে।

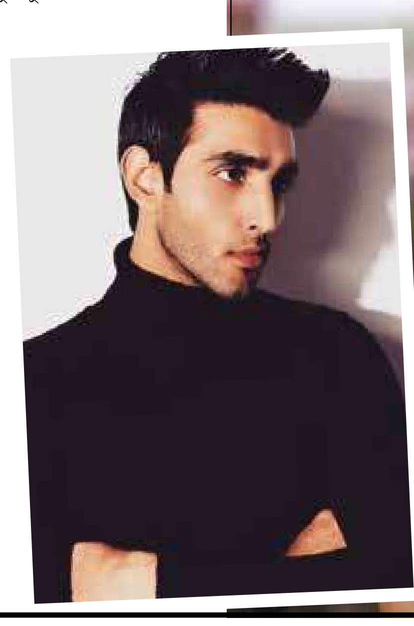

সিনেমালয়ে জীবন্ত ভানু

বাঙালি বেশ ভুলে যেতে পারে। ঘটনা, মানুষ, কীর্তি... আবার বড় সহজে নস্ট্যালজিকও হয়। তারপর কত কবিতা, সিনেমা... তবে নস্ট্যালজিয়ায় ভেসে চা-কফি ধ্বংস করা ছাড়াও পুরনোর গৌরবকে মনে করিয়ে তার প্রতি আজকের প্রজন্মকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার গুরুদায়িত্বও অনেকে নেন। পরিচালক ডা. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক সুমন কুমার দাস– এই অনেকের মধ্যে দুজন। বাংলা সিনেমার অত্যাশ্চর্য অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিককে কেন্দ্র করে 'যমালয়ে জীবন্ত ভানু' ছবির নির্মাণ।

কিন্তু ভানু কেন? তাঁর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ছবিটা নিয়েই বা এই এক্সপেরিমেন্ট কেন? এ ছবি প্রাসঙ্গিক? উত্তরে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'নায়ক, পরিচালক সবাইকে নিয়েই ছবি হয়েছে, কিন্তু কমেডিয়ানকে নিয়ে হয়নি। অতীতে বাংলা ছবিতে ভানুবাবু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তীরা স্তম্ভ ছিলেন। ওঁদের মধ্যে ভানুবাবু অসম্ভব জনপ্রিয়। নায়ক হতে পারতেন, হননি। তাঁকে শুধু কমেডিয়ান বলে আমি মনে করি না। এজন্যই তাঁকে নিয়ে ছবি।'

এই ছবি ভানু-র বায়োপিক নয়, প্রি-ক্যুয়েল বা সিক্যুয়েল নয়। অনেক জায়গায় এই ছবিকে ভানুবাবুর বায়োপিক বলা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এখানে যমালয়ে ভানু এখনও জীবিত। সেখান থেকেই বর্তমান বাংলা, সেখানকার বিনোদন এবং মানুষদের দেখবেন। ভানুবাবুর মিস প্রিয়ংবদা, আশিতে আসিও না, সাড়ে চুয়াত্তর ছবির প্রসঙ্গও এই ছবিতে আছে, তবে নাম একটু বদলে গিয়েছে, যেমন মিস প্রিয়ংবদা হয়েছে মিস প্রিয়াংকা।

শুধু দর্শক নয়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রকন্যারাও স্বীকার করেছেন, 'বাবা-ই যেন পর্দায় হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন'। রসিক ভানুর রসে মজে বাঙালি দর্শক। সৌজন্যে পরিচালক কৃষ্ণেন্দু, প্রযোজক সুমন। পর্দায় শাশ্বতর রঙ্গ-তামাশা উসকে দেয় ছলকে যাওয়া স্মৃতিকে। রসেবশে শবরী চক্রবর্তী

সাধারণত কমেডিয়ানদের রিলিফ হিসেবে দেখা হয়। তাতে আপত্তি এই পরিচালকের। তাঁর মতে, 'ছবিতে ভানুবাবু সব কমেডিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কমেডি খুব শক্ত, কিন্তু তার কোনও মর্যাদা নেই। কমেডির ভিতর ভানুবাবুদের যে শক্তিশালী অভিনয়টা থাকত, তাকেই তুলে ধরেছি। এই ছবির আর একটি কারণ, যারা ভানুবাবুর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা নস্ট্যালজিক হবেন, যাঁরা দেখেননি, তাঁরা দেখবেন। এর সঙ্গে পুরনো ছবি যাতে আরও বেশি করে আজকের প্রজন্ম দেখে তার জন্যও এই ছবি।'

প্রযোজক সুমন কুমার দাস বাংলা সিনেমার চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে এই ছবিতে টাকা ঢেলেছেন। শুধুমাত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিকে ডুবে। আর একটা কারণ অবশ্য আছে। ফোটোশুটে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে 'ভানু'র সাজে দেখে তিনি অবাক। আরে, এ তো একদম ভানু! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর ছবির গল্প, চিত্রনাট্য, ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবহার এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভানুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কাজ— সব মিলিয়ে 'যমালয়ে জীবন্ত ভানু'। ইতিমধ্যে ছবি মুক্তি পেয়েছে। দর্শক পছন্দ করেছেন এবং ছবি চলছে। এ প্রসঙ্গে সুমন বলেছেন, 'ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাকে আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে তুলে ধরা দরকার। আমরা সেই পুরনো বাংলা ছবি করেছি, যাতে আবেগ, হাসি, কান্না, সব আছে। ইদানিং বাংলা ছবি সেভাবে দর্শক টানতে পারছিল না। তার মধ্যে বহুরূপী, যমালয়ে জীবন্ত ভানু দর্শক নিয়েছে। এরকম ছবির চাহিদা আছে। সবথেকে বড় কথা, মানুষ হাসতে চায়। এই ছবি মানুষকে হাসিয়েছে।'

পর্দায় ভানু সাজার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকে ভানুজেঠুকে দেখে বড় হয়েছেন, ফলে মানুষটা তাঁর চেনা। তবু, পর্দায় ভানু হয়ে ওঠা বড় কঠিন কাজ। তবে তিনি তো চ্যালেঞ্জ নিতে পারদর্শী, নিতেও চান এবং অভিনেতার পথে যত পাথর ছড়ানো থাকে, ততই ভালো। শাশ্বতর 'ভানু' দর্শকের ভালো লেগেছে, যেভাবে 'মেঘে ঢাকা তারা'য় তাঁর ঋত্বিক ঘটককে ও 'অচেনা উত্তম'-এ উত্তম কুমারকে ভালো লেগেছিল। 'মাসিমা মালপো খামু'-র মতো প্রবাদপ্রতিম সংলাপ দিয়ে এই ছবির শুটিং শুরু করেছিলেন শাশ্বত। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার বলেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার গল্প। তাঁর কথায়, 'ভানুজেঠুর ছেলে গৌতমদাকেই প্রথমে চরিত্রটা করতে বলেছিলাম। তিনি তো আমি অভিনয় কী করে করব... বলে লজ্জা পেয়ে একশা। জেঠুর দুই ছেলে, এক মেয়ে সবাই বলেছে আমি যেন ভানুজেঠু সাজি। পর্দায় আমাকে দেখে ওঁরা বলেছেন, কোনও কোনও দৃশ্যে মনে হচ্ছিল বাবা-ই যেন চলে এসেছে। ব্যস, বুঝে গেলাম, আমি পেরেছি।'

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দর্শকরাও তাইই বলছেন। যাঁরা নবীন, তাঁরা নতুন এক অভিনয়ের ধাঁচ দেখছেন, স্বাদ নিচ্ছেন সেই বাংলা ছবির যার কথা তাঁরা হয়তো এতকাল শুনে এসেছেন।

অনেকদিন পর বাঙালি আবার স্মৃতির পথে হাঁটছে, ভানু নস্ট্যালজিয়ায় বিভোর হয়ে— সৌজন্যে যমালয়ে জীবন্ত ভানু।

একনজরে সেরা ৫

সানির শো বাতিল

হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের এক নাইট ক্লাবে শনিবার সন্ধেয় সানি লিওনির শো ছিল। অনুরাগীরা অপেক্ষা করছিলেন। সানিও তাড়াতাড়িই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যান। হঠাৎ পুলিশ জানায়, শো হবে না। আয়োজকরা এই কথা চেপে গিয়ে নাইটক্লাবের বাইরের স্ক্রিনে জানিয়ে দিলেন, সানির 'অসুস্থতার মিথ্যে' খবর। সানি অবশ্য এই নিয়ে কিছু বলেননি।

গান নিয়ে তর্জা

মুম্বাইয়ে ডুয়া লিপা তাঁর শো-এ নিজের গান লেভিটেটিং-এর সঙ্গে শাহরুখ খানের উয়ো লড়কি যো সবসে অলগ হ্যায় গেয়েছেন। এরপর শাহরুখের জয়গান হচ্ছে, কিন্তু গানের গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্যর নাম কোথাও করা হয়নি বলে ক্ষুব্ধ গায়ক বলেছেন, ডুয়া লিপাকে চিনি না। আমাদের দেশেই গায়কের নাম না দিয়ে তাঁকে অপমান করা হয়।

বনবাস-এর ট্রেলার

নানা পাটেকর, উৎকর্ষ শর্মা অভিনীত বনবাস (ভনভাস)-এর ট্রেলার প্রকাশিত হল। ছবিতে নানা বয়স্ক এক মানুষ, বেনারসে গিয়েছেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সেখানে তিনি একা থেকে যান, ছেলেমেয়েরা তাঁকে রেখেই চলে আসে। এই অবস্থায় তিনি কী করলেন, তাই নিয়েই এই ছবি। পরিচালক অনিল শর্মা।

শো স্টার্টার মৌনী

হায়দরাবাদে একটি উচুঁ মানের ব্র্যান্ড লঞ্চের অনুষ্ঠানে মৌনী রায় ছিলেন শো-এর একেবারে প্রথমে, শো স্টার্টার। সোনালি পোশাকে তাঁর উপস্থিতি ও প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ফ্যাশন ও লাক্সারির এক দারুণ ফিউসন তৈরি করেছিল। শো শেষ করেন দক্ষিণী অভিনেতা অল্লু অর্জুন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবা আজাদ, শিবানী ডান্ডেকর প্রমুখ।

থ্রিলারে আলিয়া

দীনেশ ভিজানের একটি সুপার ন্যাচারাল ও সাইকোলজিকাল থ্রিলারে দেখা যাবে আলিয়া ভাটকে। এখন তিনি লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবি করছেন। সব ঠিক থাকলে এরপর তিনি দীনেশের ছবি শুরু করবেন। এখন ছবির চিত্রনাট্য লেখা চলছে এবং ২০২৫-এর শুরুতে তা শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির সম্ভাব্য নাম চামুণ্ডা।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194 MLD

ট্যাব কাণ্ডের জের অন্য প্রকল্পে

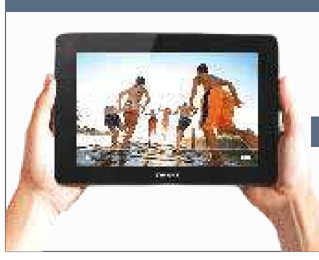

তিনের পাতায়

বাংলাদেশ নিয়ে সোচ্চার ইস্টবেঙ্গল

দশের পাতায়

সাহসী শৈশব। ঘুড়ির জন্য জীবন বাজি। সোমবার বালুরঘাটের সেওয়াই গ্রামে। - অভিজিৎ সরকার

বন সুরক্ষা কমিটিতে স্বজনপোষণ, টাকার খেলা

কুলিকেও কেলেঙ্কারি

বিশ্বজিৎ সরকার

কুলিক বন দপ্তরের অফিসের সামনে বিক্ষোভ রায়গঞ্জে। - বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বন সুরক্ষা কমিটিতে থেকে বন দপ্তরকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে নিজের পছন্দের লোকজনের নাম ওই কমিটিতে তোলার অভিযোগ উঠেছে রায়গঞ্জের কুলিক ফরেস্টে। এই অভিযোগ তুলছেন ফরেস্ট লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের নিশানায় ফরেস্ট রেঞ্জার। তাঁদের আরও অভিযোগ, যাঁদের নতুন করে কমিটিতে ঢোকানো হচ্ছে, তাঁদের কাছ থেকে রেঞ্জার টাকাও নিচ্ছেন। এমন অভিযোগ তুলে রবিবার বিকেলে ফরেস্ট অফিস ক্যাম্পাসে রেঞ্জারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখান এলাকার মানুষজন।

কুলিক ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায় তিনটি বন কমিটি রয়েছে। মণিপাড়া, হাঁড়িপাড়া ও আবদুলঘাটা বন কমিটি। প্রতিটি কমিটিতে ১৫০ থেকে ২০০ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁদের কাজ, সরকারি বরাদ্দের টাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া। কোথায় জলের কল বসাতে হবে, কোথায় গরিব মানুষের শৌচালয় হবে, কোন খাতে কত টাকা খরচ করা যেতে পারে, সেসবই ঠিক করে এই কমিটি। এই ফরেস্টের প্রবেশপথে একেকজনের কাছ থেকে ১২০ টাকা করে নেওয়া হয়। ওই টাকার ৬০ শতাংশ থাকে বন দপ্তরের কাছে, বাকি ৪০ শতাংশ থাকে বন সুরক্ষা কমিটির কাছে। এটাই নিয়ম।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কুলিক ফরেস্টের রেঞ্জার একাই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করছেন। বন সুরক্ষা কমিটিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি স্বজনপোষণও করছেন। শুধু তাই নয়, তিনি দপ্তরের টাকা তছরুপ করার ঘটনাতেও জড়িত।

তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মনু মণ্ডলের অভিযোগ, 'রায়গঞ্জ ফরেস্টের অধীনে তিনটি বন সুরক্ষা কমিটি রয়েছে। তিনটি কমিটিতে প্রায় ৬০০ জন সদস্য রয়েছে। আচমকা তিনটি কমিটি বাতিল করে নিজের পছন্দমতো কমিটি গঠন করেছেন রেঞ্জার।'

এনিয়ে মুখ খুলতে চাননি রেঞ্জার মধুমিতা পাত্র। তবে জেলা বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানিয়েছেন, 'এই অভিযোগ সঠিক নয়। যাঁরা অভিযোগ করছেন কিংবা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তাঁরা ঠিক করেননি। তবে অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

তবে স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠতেই স্থগিত হয়েছে মণিপাড়া ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির সাধারণ সভা। এই সভা শেষে অন্যান্য বন বস্তিগুলোর মতো এই বন বস্তির পরিচালনা সমিতি গঠনেও ভোট দিতেন স্থানীয়রা। কিন্তু এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা স্বজনপোষণ সহ দুর্নীতির অভিযোগ তুলতেই স্থগিত করে দেওয়া হয় সভা। এনিয়ে রায়গঞ্জ বনবিভাগের বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'এটা বন দপ্তরের নিজস্ব বিষয়। আজ সভা ও ভোটদান হয়নি। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

আগরতলায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে হামলা, পতাকায় আগুন

রাষ্ট্রসংঘের শান্তিসেনা চান মমতা

অস্থির বাংলাদেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও এ এইচ ঋদ্ধিমান

কলকাতা ও ঢাকা, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে শান্তিসেনা পাঠানোর দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ ইস্যুতে সরব হন।

সেদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা তুলে ধরে

জাতীয় পতাকার এইভাবে অপমান হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার যেন রাষ্ট্রসংঘের কাছে শান্তিসেনা পাঠানোর জন্য আবেদন করে। প্রধানমন্ত্রীর কোনও কূটনৈতিক সমস্যা থাকলে বিদেশমন্ত্রী এই ব্যাপারে তাঁর বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি জানান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু এই রাজ্যের অবস্থা কী? ওপারে ইউনূস যা, এপারে মমতাও তাই। হিন্দুদের সম্মান নষ্ট করতে যা করার সব কিছুই করছেন।

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন সংসদের অধিবেশন চলছে। প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে বিবৃতি দিন। প্রধানমন্ত্রীর কোনও কূটনৈতিক সমস্যা থাকলে বিদেশমন্ত্রী এই ব্যাপারে তাঁর বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি জানান। আমাদের অনেক লোক ওখানে আক্রান্ত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে কথা বলে সেখানে শান্তিসেনা পাঠানোর ব্যবস্থা করা।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ৭৯ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশে আটকে রয়েছেন। আমরা তাঁদের আইনি সহায়তা দিয়েছি। কিন্তু তাঁদের আত্মীয়রা এদেশে রয়েছেন। তাঁরা দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারছেন না। বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানোর জন্য আমি লিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রস্তাব দেব।'

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে মানতে চাননি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি এই বক্তব্য কেন দিলেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি মনে করি, এই বক্তব্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ভালো নয়। ৫ অগাস্টের পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কে সমস্যা চলছে। আমরা স্বাভাবিক সুসম্পর্ক চাই। এই সম্পর্কে অন্তরের চেয়ে স্বার্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের সম্পর্ক স্বার্থের মধ্যে দিয়েই দেখতে হবে। ভারতের স্বার্থ কী, সেটা তারাই বলতে পারবে।'

এরই মধ্যে এদিন ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন প্রাঙ্গণে বড় ঝামেলা হল। সেখানে ভাঙচুর চালান হিন্দু সংঘর্ষ সমিতির সমর্থকরা। কমিশনের অফিসে ঢুকে বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে তাতে আগুন দেয় তারা। ভাঙচুরও হয়। ঘটনাকে 'দুঃখজনক' বলে বর্ণনা করেছে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর।

কলকাতা বিধানসভা দেখল অন্য নাটক।

ইতিমধ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু এই রাজ্যের অবস্থা কী? ওপারে ইউনূস যা, এপারে মমতাও তাই। হিন্দুদের সম্মান নষ্ট করতে যা করার সব কিছুই করছেন।'

এদিন বিধানসভার প্রথমার্ধেই অধিবেশন কক্ষে যান মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক বিষয় নিয়ে তিনি বিবৃতি দেন। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তি আছে। পরিজন আছে। এপারে হয়তো কেউ থাকেন, কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে ওখানে। তাঁদের পাসপোর্ট আছে। তাঁরাও উদ্বেগে রয়েছেন।' এরপরই সতর্কভাবেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি বেআইনি অনুপ্রবেশের কথা বলছি না। বেআইনি অনুপ্রবেশ রোখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সীমান্তে বিএসএফ নজরদারি চালায়। বৈদেশিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার যা সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা সেটা সমর্থন করি। কিন্তু আমি গত ১০ দিন ধরে দেখছি, কেন্দ্রের সরকার চুপ করে বসে আছে। তাদের দল বলছে, সীমান্ত আটকে দেবে, খাবার পাঠাতে দেবে না। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিলে তবেই আমরা সেটা করতে পারি। কোনও ধর্ম, বর্ণ, জাতি অত্যাচারিত হলে আমরা বলতেই পারি। আমি চাই সকলেই সুস্থ থাকুক। *এরপর পাঁচের পাতায়*

পেট্রাপোল সীমান্তে বিক্ষোভ হিন্দু সংগঠনের। সোমবার। - রাজীব মণ্ডল

তীব্র সংকটে বাংলাদেশি গবেষকরা

অস্থির বাংলাদেশ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : রিসার্চ ভিসা না পাওয়ায় গবেষণার কাজ আটকে গেছে বাংলাদেশের গবেষকদের। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে বাংলাদেশের ৮ জন গবেষক তাদের কাজ করছিলেন। কমপক্ষে ৬ জন কোর্স ওয়ার্ক করছেন। আগামী জানুয়ারি মাসে তাদের পরীক্ষা আছে। কিন্তু ৬ মাস হল তারা রিসার্চ ভিসা পাচ্ছেন না। ফলে এদেশে আসতে পারছেন না। রিসার্চের কাজ তাদের মাঝপথে আটকে পড়েছে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের একাধিক বিষয়ে তারা রিসার্চ করছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু আপাতত বেশ সমস্যায় ওই গবেষকরা।

ইতিমধ্যে অনেক বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন। কোর্স ইন ওয়ার্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বছরখানেক আগে নিজেদের বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট অধ্যাপকের অধীনে গবেষণার কাজও শুরু করেছিলেন কয়েকজন। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন গবেষক পড়ুয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইংরেজি বিভাগে গবেষণা করছেন বাংলাদেশের গবেষক সুভাষ রায়। ভিসা না মেলায় তিনি আসতে পারছেন না, ফলে গবেষণা বন্ধ। অর্থনীতি বিভাগের গবেষক সরিফুল ইসলামের গবেষণার কাজ প্রায় শেষ করেও পিএইচডি ডিগ্রি পাননি।

২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানের ছাত্রছাত্রীরা গবেষণার জন্য রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য প্রতিবেশী দেশ থেকে নতুন করে কেউ আসছেন না। যারা গবেষণার কাজ করছেন, তারাও আসতে পারছেন না। বাংলা, ইতিহাস ছাড়াও বাণিজ্য বিভাগে বাংলাদেশের একাধিক পড়ুয়া গবেষণা করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

'ভিসা না পেলে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে'

অস্থির বাংলাদেশ

সুবীর মহন্ত ও রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক অশান্তির জেরে ভারতে চিকিৎসা বা জরুরি প্রয়োজনে এদেশে আসতে চাওয়া বাংলাদেশিরাও পড়েছেন প্রবল হয়রানিতে। যেমন সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের মাটিতে পা দিয়েই, সে দেশের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরলেন অনেকেই। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিদের দাবি ভিসা না পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তারা ভারতে আসতে পারবে না। সেক্ষেত্রে বহু বাংলাদেশিকে একরকম বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বহু নাগরিক শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্য ভারতে আসেন। কিন্তু গত অগাস্ট মাস থেকে বাংলাদেশে অশান্তির জন্য শুধুমাত্র জরুরি ভিত্তিক চিকিৎসার প্রয়োজনে ভিসা দেওয়া হচ্ছে। আর এতেই প্রবল সমস্যায় পড়েছেন বহু বাংলাদেশি।

ভারতে চিকিৎসা করতে আসা পড়শি দেশের বাসিন্দা প্রভাস দেবনাথ বলেন, 'বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ভারতীয় চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। যার কারণে নতুন করে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। ভিসা সমস্যা না মিটলে অনেকেই চিকিৎসা করাতে ভারতে আসতে পারছেন না। দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে বহু বাংলাদেশি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন। কারণ বাংলাদেশে উন্নত চিকিৎসা নেই।'

ভারত থেকে দেশে ফিরতে চাওয়া বাংলাদেশি নাগরিক মৃদুল কুমার গোস্বামী বলেন, 'ইউনূস সরকার আসার পর থেকেই অশান্তি বেড়েছে। আমার তিন মেয়েই ভারতে পড়াশোনা করে। তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে ভারতে এসেছিলাম। ভিসার মেয়াদ শেষের দিকে। তাই দেশে ফিরছি। ভারতে পনেরো দিন নিশ্চিন্তে ছিলাম। এখন এক রাশ আতঙ্ক নিয়েই বাড়ি ফিরছি। জানিনা কখন কি ঘটবে।'

ভারতে চিকিৎসা করতে আসা আর এক বাংলাদেশি মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান বলেন, 'বাংলাদেশে কিছুদিন আগে গণ অভ্যুত্থান হয়েছে। এরপরই পড়শি দেশ ভারতের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়। দুই দেশের তরফেই উদ্যোগ নিয়ে এই বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা দরকার। তা না হলে ভারতে চিকিৎসা করতে বাংলাদেশিরা আসতে পারবে না। কারণ ভারতে যে সুচিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে আমরাই দেশে গিয়ে এর প্রচার করেছি।' আরেক বাংলাদেশি নাগরিক স্মৃতি দেবনাথ বলেন,

আতঙ্কে বাংলাদেশিরা

'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা স্বাধীন নয়। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই হিন্দুদের বেছে বেছে টার্গেট করা হচ্ছে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। নিজেদের দেশে আমরা সুরক্ষিত নই।'

তথ্য বলছে, হিলি আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর দিয়ে একটা সময় এক হাজারেরও বেশি মানুষ পারাপার করত। যার মধ্যে ৬০০ থেকে ৭০০ জনই বাংলাদেশি ভারতে শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্য আসত। বর্তমান সেই সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০-তে নেমে এসেছে। অপরদিকে বাংলাদেশে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা নেই। ফলে ভরসা ভারতের ওপরে করতে হয়। আবার যারা অশান্তির হাত থেকে বাঁচতে এ দেশে এসে কিছুটা হাঁফ ছাড়েন তারাও পড়েছেন প্রবল অস্বস্তিতে।

শেষকথা তিনিই, দাবি তৃণমূল নেত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই তৃণমূলে ক্ষমতার কেন্দ্র যে একটিই, তা ফের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, দলের চেয়ারপার্সন আমি। আমার কথাই শেষ কথা। একইসঙ্গে দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের সতর্কভাবে কথা বলতে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে কার্যত ধমকের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তোমাকে আর এদিক-ওদিক যেতে হবে না। তুমি নিজের এলাকায় নজর দাও।' প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই হবেন, সেই সওয়াল করেছিলেন তিনি। তারপরই মমতার এদিনের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আরজি কর নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তা যে শুধু কথার কথা নয়, সেটা এদিন বুঝিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ছাত্র ও যুব সংগঠন আমি নতুন করে সাজাব। ওদের কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে না।' এতদিন দলের ছাত্র ও যুব সংগঠন মূলত অভিষেকই দেখাশোনা করতেন। ফলে দলে যে মমতার সমান্তরাল কেউ নেই, তা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন। একইসঙ্গে বিধায়কদের এলাকায় গিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসাও শোনা যায় মমতার গলায়।

দলের বিধায়কদের উপস্থিতির হার নিয়ে মমতা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। মমতা বলেন, 'বিধানসভায় বিধায়করা সঠিক সময়ে আসছেন না। প্রথমার্ধে অনেক বিধায়ক থাকছেন না। এটা চলবে না।' এই প্রসঙ্গেই মমতা বলেন, 'কোনও কোনও দিন দেখা যাচ্ছে, এত কম সংখ্যক বিধায়ক থাকছেন যে, বিজেপি যদি কোনও অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তাহলে তো সরকারই পড়ে যাবে।' বিধায়কদের বিধানসভায় আরও বেশি সংখ্যায় প্রশ্ন করার পরামর্শ দেন মমতা।

স্পষ্ট বার্তা

- সোমবার বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী
- সেখানেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, দলের চেয়ারপার্সন আমি। আমার কথাই শেষ কথা
- তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি
- বিধায়কদের এলাকায় গিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

কথায় কথায়

বিশ্বাসে মিলায় গদি তর্কে বহুদূর

আশিস ঘোষ

দাদা, অঙ্ক কী কঠিন! যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করেও সেসব যুক্তি দিয়ে মেলাতে বিস্তর মাথা চুলকোতে হয়। তাতেও কি ছাই মেলে! ধরুন, বিকেল পাঁচটায় ভোট নেওয়া বন্ধ হওয়ার সময় যা ভোট পড়েছে, রাত সাড়ে এগারোটায় সেই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। পরদিন সকালে আরও বাড়ল।

অঙ্কের এই ধাঁধা জলবৎ তরলং নয়। পুরোনো অঙ্ক নতুন করে সামনে এল মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের পর। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৮.২২ শতাংশ। রাত সাড়ে এগারোটায় সেই হার দাঁড়াল ৬৫.০২। পরের দিন বেড়ে হল ৬৬.০৫। একেবারে ৭.৮৬ পার্সেন্ট বৃদ্ধি। গোদা হিসেবে ৭৬ লক্ষ ভোটের ফারাক।

যুক্তিটা হল, পাঁচটায় যখন বুথের ঝাঁপ পড়ে, তখন ভোটকেন্দ্রে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। তখন ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের হাতে ধরাতে হয় নম্বর লেখা স্লিপ। একদম শেষের লোকটির হাতে যাবে এক নম্বর লেখা স্লিপ। বুথের একদম সামনের লোকটির হাতে দেওয়া হবে শেষ নম্বরের স্লিপ। পাঁচটা পর্যন্ত ভোট কত পড়ল, বিভিন্ন দলের এজেন্টদের হিসেব মিলিয়ে পোলিং অফিসারকে হিসেব লিখে রাখতে হয়। *এরপর পাঁচের পাতায়*

রাজস্থানে মালদার শ্রমিককে 'খুন'

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২ ডিসেম্বর : আবার রাজস্থানে মালদার পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ উঠল। এবার কালিয়াচকের এক শ্রমিককে গাঁইতি দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে সহকর্মী এক শ্রমিকের বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, রাজস্থানে পরিজনরা ছুটে গেলে মৃতদেহ প্রথমে দেখতে দেওয়া হয়নি। এমনকি থানায় অভিযোগ জানাতেও বাধা দেওয়া হয়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।

মৃত শ্রমিকের নাম করিম শেখ (৩০), তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের জালুয়াবাধাল পঞ্চায়েতের উত্তর কদমতলা গ্রামে। ফোন মারফত তাঁর মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকে ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। মৃত শ্রমিকের দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

করিমের স্ত্রী নুরজাহান বিবি জানান, 'আমাকে ফোন করে বলেছিল, গাঁইতি দিয়ে ওর পেটে আঘাত করেছিল বামনগ্রামের একজন। তারপর আমরা আবার ফোন করি। কিন্তু আর কথা হয়নি। আমার স্বামীকে যারা খুন করেছে, পুলিশ তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিক।'

অভিযোগ

- ২৭ নভেম্বর বিকেলে এক শ্রমিকের সঙ্গে কর্মস্থলেই গণ্ডগোল বাধে করিমের
- তার জেরে ওই শ্রমিক গাঁইতি দিয়ে তাঁর পেটে আঘাত করে
- রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে করিম। স্থানীয় এক হাসপাতালে ভর্তি করলেও শেষরক্ষা হয়নি

বাবা মানসুর শেখের অভিযোগ, 'গাঁইতি দিয়ে ছেলের পেটে আঘাত করা হয়েছে, এটা শোনার পর বাড়ি থেকে তিনজনকে রাজস্থানে পাঠিয়েছিলাম। সেখানে পাহাড়পুরের ঠিকাদার আমাদের লোকদেরও আটকে রাখে। ছেলের দেহের কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। এমনকি ঠিকাদার চাপ দেয়, যাতে থানায় কোনও অভিযোগ না করা হয়। আমরা ওই ঠিকাদার তাসিউর রহমান সহ দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

তিন মাস আগে শ্রমিকের কাজ করতে রাজস্থানে গিয়েছিল করিম। এলাকার মসিমপুর বামনগ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়পুর গ্রামের তাসিউর রহমান নামে এক ঠিকাদারের সঙ্গে তিনি কাজে যান। তবে কদমতলা গ্রামের করিম শেখ ছাড়া অন্য কোনও শ্রমিক সেই দলে ছিল না। বেশিরভাগ শ্রমিকই ছিল বামনগ্রাম ও পাহাড়পুর এলাকার। জানা যাচ্ছে, ২৭ নভেম্বর বিকেলে এক শ্রমিকের সঙ্গে কর্মস্থলেই গণ্ডগোল বাঁধে করিমের। তার জেরে ওই শ্রমিক গাঁইতি দিয়ে তাঁর পেটে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে করিম। শেষরক্ষা হয়নি। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

পরিবারের লোকজন জানান, আহত অবস্থায় করিম তাঁর স্ত্রী ও বাবাকে ফোন করেছিলেন। তাঁকে গাঁইতি দিয়ে আঘাত করার কথা জানান। যদিও আহত হওয়ার পর পরিবারের লোকজন ফোন করলে আর তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। খবর জানার পরেই পরিবারের লোকজন রাজস্থান ছুটে যান। ঠিকাদার মৃতদেহের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি বলে অভিযোগ।

কদমতলা গ্রামের বাসিন্দা সাইদুল ইসলাম জানান, 'আমরা গ্রামের মানুষ টাকা দিয়ে লোক পাঠিয়েছি। মৃতদেহ নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও রাজস্থানে মালদার একাধিক শ্রমিককে খুনের অভিযোগ উঠেছে। কয়েক বছর আগে কালিয়াচকেরই আফরাজুল শেখকে সেখানে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রপুরের এক শ্রমিককেও সেখানে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে। কেন রাজস্থানেই বারবার এমন অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ছড়িয়েছে জেলার পরিযায়ী শ্রমিক মহলে।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দেহ ফেলে পলাতক

বিস্তারিত দুইয়ের পাতায়

১৬ দিন পরেও ওঠেনি মেলা

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দেহ ফেলে পলাতক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর : গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দেহ ফেলে পালানোর অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। মৃত বধূর নাম খালেদা খাতুন (২৪)। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার লতাসি গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে শনিবারই মালদায় পাঠায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির মোট আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে খবর, আট বছর আগে রাঙ্গায়পুরের আবদুল লতিফের মেয়ে খালেদার সঙ্গে ওই গ্রামেরই মহম্মদ আলির বিয়ে হয়। তাঁদের দুই ছেলেমেয়ে বর্তমান। মৃত বধূর বাবারবাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, শনিবার তাঁরা মেয়ের শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশীদের মুখ থেকে খবর পান যে, খালেদা গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে মশালদহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাড়ির লোকেরা সেখানে ছুটে গিয়ে দেখতে পান মশালদহ এলাকার একটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তাদের বাড়ির মেয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেখানে উপস্থিত নেই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, মেয়েকে রেখেই তাঁরা উধাও হয়ে যান। এরপরই তড়িঘড়ি মেয়েকে মশালদহ গ্রামীণ

গৃহবধূকে ‘খুনের’ অভিযোগ

হাসপাতালে নিয়ে গেলে উপস্থিত চিকিৎসক খালেদাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খালেদার বাবার বাড়ির সদস্যদের দাবি, মেয়েকে মারধর করে মেরে ফেলে তারপরে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আনা হয়। মেয়ের গায়ে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।

মেয়ের বাবা আবদুল লতিফ বলেন, আট বছর আগে বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের পর থেকেই অশান্তি চলছিল। মেয়ের দুটো ছেলেমেয়ে। মাঝে মাঝেই আমরা গিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে বসে মীমাংসা করে আসতাম। কিন্তু এইভাবে মেয়ের শেষ পরিণতি হবে ভাবতে পারছি না।’

মা মুক্তারা বিবি বলেন, ‘মেয়ে অনেক কষ্টে ছিল, তবুও বিচ্ছেদ চাইনি। ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েও বিচ্ছেদ চাইত না। প্রথমদিকে মারধরের কথা আমাদের ফোনে জানাত। শেষের দিকে আর সেরকমভাবে কিছু জানাত না। ওর স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওকে অত্যাচার করে মেরে ফেলল। আমরা ওদের শাস্তি চাই।’

স্থানীয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ম্যানেজার নুরুল আলম বলেন, ‘মেয়েটির পরিবারের লোকেরা ওকে এখানে নিয়ে আসে। আমরা ওকে পরীক্ষা করে জানতে পারি মেয়েটি অনেকক্ষণ আগে মারা গিয়েছে।’

শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশী মহম্মদ হুমায়ূন বলেন, ‘সকালে শুনতে পাই মহম্মদ আলির বৌ ফাঁসি দিয়েছে। কিন্তু ওই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে, নাকি তাঁকে খুন করা হয়েছে, আমরা সঠিক জানি না।’

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ জমা পড়েছে। কিন্তু অভিযুক্তরা পলাতক। ঘটনার তদন্ত চলছে। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করুক।

এইডস সচেতনতায় বালুরঘাটে র‍্যালি। সোমবার ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

কুমারগঞ্জে হয়রানির শিকার কৃষকরা

সহায়কমূল্যে ধান কেনা কার্যত বন্ধ

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন কৃষকরা। মাথাপিছু সর্বাধিক ৩০ কুইন্টাল ধান নেওয়ার কথা থাকলেও ১০ কুইন্টালের বেশি ধান কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। আবার কারও কাছ থেকে অনেক বেশি দরে ধান কেনা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। কৃষকদের অনেকেই কিষান মান্ডিতে ধান কেনার ক্ষেত্রে দালালদের দৌরাত্ম্য চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রে কৃষকদের নানা অভিযোগ উঠেছে কুমারগঞ্জ ব্লকের বরাহর কিষান মান্ডির বিরুদ্ধে। অবশ্য ধান বিক্রি করতে এসে চাষিদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অভিযোগের বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন কুমারগঞ্জের বিডিও।

সোমবার কুমারগঞ্জের বরাহর কিষান মান্ডিতে অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে স্বামীকে নিয়ে ধান বিক্রি করতে এসেছিলেন সাহাপুকুর গ্রামের চাষি আখতারুন বিবি। কিন্তু কিন্তু তাঁর কাছ থেকে মাত্র ১০ কুইন্টাল ধান নেওয়া হবে বলে কিষান মান্ডি থেকে জানালে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। এদিন অন্যান্য কৃষকের সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, অনলাইনে বুকিংয়ের সময় ৩০ কুইন্টাল ধান নেওয়া হবে বলে জানানো হলেও মাত্র ১০ কুইন্টাল ধান নেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলে তাকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে আরও ১০ কুইন্টাল ধান নেওয়া হয়। কিন্তু এই নিয়ম সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া দরকার বলে আখতারুন বিবি জোরালোভাবে দাবি করেন। এছাড়া কিছু লোকজন একাধিক কার্ড নিয়ে এসে বিপুল পরিমাণে ধান বিক্রি করছেন বলে অনেকেরই অভিযোগ।

সমস্যার কথা

- সরকারি সহায়কমূল্যে মাথাপিছু সর্বাধিক ৩০ কুইন্টাল ধান নেওয়ার কথা থাকলেও ১০ কুইন্টালের বেশি ধান কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে না
- আবার কারও কাছ থেকে অনেক বেশি দরে ধান কেনা হচ্ছে বলেও অভিযোগ
- কৃষকদের অনেকেই কিষান মান্ডিতে ধান কেনার ক্ষেত্রে দালালদের দৌরাত্ম্য চলছে বলে অভিযোগ করেন
- কৃষকদের নানা অভিযোগ উঠেছে কুমারগঞ্জ ব্লকের বরাহর কিষান মান্ডির বিরুদ্ধে

এব্যাপারে মিজানুর মণ্ডল, গফফর মণ্ডলের মতো কৃষকদের একটা অংশ গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। কুমারগঞ্জ ব্লকের বরাহর কিষান মান্ডিতে দালালদের দৌরাত্ম্য চলছে। অনেকেই প্রভাব খাটিয়ে বেশি পরিমাণে ধান বিক্রি করছেন। এটা বন্ধ হওয়া দরকার এবং সরকারি নির্দেশ মতো কৃষকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান কেনা উচিত বলে কৃষকদের বক্তব্য। শুকনো ধান দেওয়ার পরে কুইন্টাল প্রতি পাঁচ কেজি করে ঝাড়াই করা ধানের বাড়তি অংশ বাদ দেওয়ার বা ধলতা নেওয়ারও বিরোধিতা করেন কৃষকরা।

কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষকদের একগুচ্ছ অভিযোগ তথা সমস্যা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের অভিযোগগুলি শোনেন। পরে তিনি বলেন, ‘আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেলা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করছি। মূল কথা, কৃষকরা যাতে কোনওভাবেই ধান বিক্রি করতে এসে সমস্যার মধ্যে না পড়েন তা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।’

কুমারগঞ্জের কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি। সোমবার ছবিটি তুলেছেন সাজাহান আলি।

জয়েন্ট বিডিও’র পিএ পরিচয় দিয়ে ফোন

সাইবার প্রতারনায় টাকা খোয়ালেন কৃষক

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ২ ডিসেম্বর : দিন দিন সাহসী হয়ে উঠছে সাইবার প্রতারকরা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ভুয়ো প্রশাসনিক কর্তাদের নাম ব্যবহার শুরু করেছে তারা। এভাবেই প্রতারণার জাল বিছিয়ে বংশীহারীর এক প্রান্তিক কৃষকের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তারা আত্মসাৎ করেছে। প্রতারিত কৃষকের নাম মোকলেসুর রহমান। বাড়ি ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের মদনপুর গ্রামে। বিডিওর পরামর্শে তিনি বালুরঘাটের সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

রবিবার মোকলেসুরের কাছে একটি ফোন আসে। ফোনের ওপার থেকে কেউ নিজেকে রাকেশ মুখার্জি বলে পরিচয় দেয়। জানায়, সে বংশীহারীর জয়েন্ট বিডিওর পিএ। ওই ব্যক্তি মোকলেসুর সাহেবকে বলে, তাঁর নাম বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় উঠেছে। তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা ৭৩৬৩৯৩৪৮৮৬ মোবাইল নম্বরে পাঠাতে হবে। তার জন্য তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে। মোকলেসুর সাহেব ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তিকে বলেন, তিনি গরিব মানুষ। অত টাকা দিতে পারবেন না। খুব সামান্য টাকাই দিতে পারবেন। তাঁর কথায় রাজি হয়ে যায় ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তি। এরপরেই মোকলেসুর সাহেব নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর পাঠিয়ে দেন। খানিক বাদেই তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ২৯৪৪ টাকা উধাও হয়ে যায়। এরপর তিনি একাধিকবার রাকেশকে ফোন করলেও সে তাঁর ফোন ধরেনি। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, রাকেশের দেওয়া ফোন নম্বরটি জনৈক তুলসী খাটুয়ার।

মোকলেসুর বলেন, ‘বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাব জেনে খুশি হয়েছিলাম। তার উপর জয়েন্ট বিডিওর পিএ ফোন করে টাকা এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর চাওয়ায় আমার আশা আরও বেড়ে যায়। এভাবে যে প্রতারিত হব, কে জানত! এই সামান্য টাকা ছিল আমার শেষ সম্বল। সেটাও নিয়ে নিল। বিডিওর পরামর্শে বালুরঘাটে গিয়ে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানাব।’

বংশীহারীর বিডিও সুব্রত বল বলেন, ‘কী দুঃসাহস! শেষ পর্যন্ত জয়েন্ট বিডিওর পিএ পরিচয় দিয়ে গরিব মানুষের সর্বনাশ করার খেলায় মেতেছে অপরাধীরা। আমাদের মতো সরকারি কর্মীর আবার পিএ! যে ব্যক্তি নিজেকে রাকেশ মুখার্জি পরিচয় দিয়ে ফোন করেছিল, তার মোবাইল নম্বর ৭৬৭৯৫৯৭৬০৭। আমি প্রতারিত ব্যক্তিকে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছি। এই সমস্ত প্রতারকদের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার।’

অভিযোগপত্র হাতে কৃষক। - সংবাদচিত্র

এইডস মুক্তির দাবিতে শোভাযাত্রা

করণদিঘি, ২ ডিসেম্বর : সিনির ও করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ভুল ধারণা, চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও সোমবার বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল।

সিনির ব্লক কোঅর্ডিনেটর বিক্রম সিংহ জানান, ‘বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই সংক্রমণ এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া নয়, সেইসঙ্গে সেই সমস্ত মানুষের প্রতি সংহতি বা সমর্থন জানানো এবং যারা এইডস-এ আক্রান্ত তাঁদের সাহায্য করা।’

এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে শিশুদের হিমোগ্লোবিন ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন করণদিঘি ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা আজম, গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী সহ সমাজকর্মীরা।

আবাসে দুর্নীতি রুখতে প্রচার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর খবরের জেরে আবাস প্রকল্প নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিল হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লক প্রশাসন। এলাকাজুড়ে শুরু হল মাইকিং। বিডিও তাপসকুমার পালের নির্দেশে সোমবার টোটো করে মাইকিং প্রচার করা হয়। প্রচারে বলা হয়, আবাস যোজনার ঘরের জন্য কেউ যাতে কোথাও টাকা না দেয়। কোনওভাবেই দুর্নীতির ফাঁদে পা যেন না দেয়। আর কোথাও দুর্নীতি হলেই প্রশাসনকে অভিযোগ জানাতে বলা হয়।

উল্লেখ্য, মালিওর-২ পঞ্চায়েতের সোনাকুল এলাকায় আবাসের তালিকায় র‍্যাশন ডিলারের নাম সহ একাধিক বেনিয়ম এবং দুর্নীতির চিত্র সামনে উঠে আসে। অভিযোগ ওঠে কাটমানি চাওয়ার। স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার নামও আসে। তারপরেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।

বিডিও তাপস পাল জানান, ‘আবাস প্লাস নিয়ে সচেতন করতে এই মাইকিং শুরু হয়েছে।’

শীত পড়তেই গঙ্গার চরে অতিথি পাখিদের ভিড়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২ ডিসেম্বর : শীতের হালকা আমেজ। গায়ে সোয়েটার তোলার দরকার এখনও হচ্ছে না। ভোরবেলার দিকে হালকা কুয়াশা। কুয়াশা চাইতে বলা ভালো, দৃশ্যমানতা কিছুটা কম। গঙ্গার মূল শাখা ধরে নৌকা এগিয়ে চলেছে চরের দিকে।

চরের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগে মাঝি সায়েদ শেখ বলে উঠলেন, ‘দেখুন তো... শুকনো ডালের উপর কি বসে আছে?’ চোখে দূরবিন লাগাতেই বোঝা গেল ওগুলো আর কিছুই নয়, তিন তিনটে উলি-নেক স্টর্ক। এই পাখিগুলি অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

বাংলা নাম সাদা গলা সারস। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতের কিছু অঞ্চলে সাদা গলা সারসের দেখা পেলেও সংখ্যায় খুব কম। আর গত কয়েক বছর ধরে শীতকালে মালদার পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গার চরে এসে যায় এই প্রজাতির সারস। কোনও বছর তিনটা, কোনও বছর চার-পাঁচটার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এবার শুকনো ডালে বসে থাকতে দেখা গেল একসঙ্গে তিনটি।

অর্থাৎ বলা যেতে পারে, জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও পঞ্চানন্দপুরে আসতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখিরা। পাখিপ্রেমী কৃষ্ণগোপাল দাসের কথায়, ‘এক চর থেকে অন্য চরের দিকে নৌকা এগোতেই লক্ষ করা গেল গাংচিল, পানচিল, ছোট পানকৌড়িদের ঝাঁক। আবার দেখা মিলেছে ভূতিহাঁসেরও। রবিবার আমরা সারাদিন ঘুরে ১৭ রকমের পাখির সন্ধান পেয়েছি।'

ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সুহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ‘ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন একটি চরে দেখা মিলেছে নীলগলা ফিদ্দার। এই পাখির আরও কিছু নাম রয়েছে, যেমন গুপিগেরা বা গুপিকণ্ঠ।’

রবিবার মালদা শহর থেকে দলবেঁধে পঞ্চানন্দপুরে পাখি দেখতে এবং ছবি তুলতে গিয়েছিলেন কয়েকজন বন্যপ্রাণপ্রেমী। এমনই একজন তাপস কুণ্ডু জানান, ‘মালদায় এখনও তেমন শীত পড়েনি। তবুও পঞ্চানন্দপুরে অর্থাৎ ফরাক্কা আইবিএ তে পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করেছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। তবে পাখি সংরক্ষণ এবং পাখিদের জন্য আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে চরে নানা ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহার করে দেদার চাষ চলছে। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরের উদ্যোগে চাষিদের সচেতন করলে আগামীতে পঞ্চানন্দপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে এক আদর্শ পর্যটনকেন্দ্র।’

পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গার চরে পরিযায়ী পাখি। সোমবার মোথাবাড়িতে। - সংবাদচিত্র

ট্রেনের চাকায় প্রৌঢ়র পা কাটা পড়ল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর : স্ত্রী, দুই সন্তান ও বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে সংসার সন্তোষ সাহার। প্রতিদিন মালদা-কাটিহার লাইনে লোকাল ট্রেনে হকারি করেন ভালুকা বাজারের ৫৫ বছরের এই বাসিন্দা। পায়ে সামান্য খুঁত থাকায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনে হকারি করতেন সন্তোষ সাহা। সোমবার ভাগ্যদেবতা বিরূপ ছিলেন।

মালগাড়ির নীচ দিয়ে তিনি লাইন পার হচ্ছিলেন। আচমকা মালগাড়িটি চলতে শুরু করলে সন্তোষ সাহা হকচকিয়ে যান। ট্রেনের চাকায় তাঁর বাম পা কাটা পড়ে। সেই সময় স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে চিরকালের জন্য বিশেষভাবে সক্ষম হয়ে পড়ায় পরিবার রীতিমতো চিন্তায়। আগামীদিনে সংসার কীভাবে চলবে, তা তারা ভেবেই পাচ্ছে না।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত দিনমজুর

মালদা, ২ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল দিনমজুরের। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেলপুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম জাকেরুল শেখ (৪৮)। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের যদুপুর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ১০ দিন আগে বেনারসে ফেরির কাজ করতে গিয়েছিলেন জাকেরুল। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। রবিবার সকালে হরিদ্বার থেকে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরেন তিনি। আনুমানিক রাত দুটো নাগাদ রেলপুলিশের কাছে খবর আসে, রথবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তির দেহ পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি রেলপুলিশের কর্মীরা দেহটিকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে পাঠান। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জাকেরুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে রেলপুলিশের অনুমান, রথবাড়ি এলাকায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেলপুলিশ।

সচেতনতা কর্মশালা

মালদা, ২ ডিসেম্বর : কর্মক্ষেত্রে অবমাননা বা নির্যাতনের মতো ঘটনার সম্মুখীন হলে কী করণীয়, এক্ষেত্রে কী কী আইন রয়েছে তা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে সোমবার মালদা মেডিকেলে আয়োজিত হল এক কর্মশালা। মেডিকেল ও নার্সিং কলেজের পড়ুয়াদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ও আধিকারিকরা।

পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘কর্মক্ষেত্রে অবমাননা ও নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে আজ একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনার জন্য মালদা মেডিকেলের একটি কমিটি রয়েছে। সেই কমিটির কাছে কীভাবে আবেদন করা যাবে, এক্ষেত্রে কী কী আইন রয়েছে তা এই আলোচনার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে।’

সিরাপ পাচার বন্ধ করতে থানা দাবি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিন্দোল পঞ্চায়েতে ঘন কুয়াশার সুযোগে এবার শুরু হয়েছে মাদক পাচার। সীমান্ত দিয়ে দেদার নির্বিবাদে পাচার হচ্ছে নেশার সিরাপ। এলাকায় একটি থানা তৈরির জোরালো দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, শীত পড়তেই পাচারকারীদের ঘুম ভাঙে। কাঁটাতার কেটে বা নদীপথে বাংলাদেশে পাচার হত গোরু। এবার পাচার হচ্ছে নানা ধরনের মাদকদ্রব্য। গ্রামের বাসিন্দা রাবেয়া খাতুন বলেন, ‘মাঝে মাঝেই নেশার সিরাপ পাচারের ঘটনা ঘটছে। পাচারকারীরা জমির উপর দিয়ে গোরু নিয়ে যাওয়ায় ফসলও নষ্ট হচ্ছে। এলাকায় প্রায়ই চুরি ছিনতাই হচ্ছে। আমরা অতিষ্ঠ।’

স্থানীয়দের দাবি এখানে একটি থানা না হলেই নয়। বিন্দোল পঞ্চায়েত এলাকা রায়গঞ্জ থানার অধীনে। থানা থেকে এলাকার দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার। এখানে কোনও ঘটনা ঘটলে রায়গঞ্জ থেকে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে যায়। পাশেই ভাটোল পঞ্চায়েত। সেখানে পুলিশের একটি ক্যাম্প রয়েছে। তবে তার দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার।

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশসূত্রে খবর, ভাটোল ক্যাম্পে পাঁচজন পুলিশ আধিকারিক, মহিলা কনস্টেবল, পুরুষ কনস্টেবল এবং সিভিক রয়েছে। এলাকায় টহলদারির জন্য তাদেরকে দু’টি গাড়ি দেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় কোনও ঘটনা ঘটলে ভাটোল ক্যাম্প থেকেই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

এই প্রসঙ্গে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টের ইনস্পেকটর জেনারেল সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, ‘চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রুখতে জওয়ানরা তৎপর। হাইমাস্ট লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি জওয়ানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।’

বড় রাস্তায় উঠতে পালটাতে হয় পোশাক

গৌতম দাস

গাজোলে রাস্তার বিকল্প বাঁশের মাচা

গাজোল, ২ ডিসেম্বর : ছোট নদী কিংবা খালবিলের উপরে নির্মিত বাঁশের সাঁকো ২০২৪-এসেও গ্রাম বাংলায় পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু সালাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাদেবপুর বুথের জোড়পুকুর গ্রাম এক ধাপ এগিয়ে রাস্তার উপরেই বাঁশের মাচার অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়ে দিল সকলকে।

চলাচলের একমাত্র রাস্তার হাল এতটাই খারাপ যে, কাঁচা মাটির রাস্তার উপর বসাতে হয়েছে বাঁশের মাচা। আর তার উপর দিয়েই চলাচল করতে হয় প্রায় ৩০০ বাসিন্দাকে। রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র ভরসা খাটিয়া। মাঠ থেকে ফসল নিয়ে আসতে হয় মাথায় করে। এমনকি রাস্তার জন্য আটকে যাচ্ছে গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিয়ে। যদিও খুব দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

বেহাল রাস্তা পারাপারে ভরসা এই বাঁশের সাঁকো। - পঙ্কজ ঘোষ

গ্রামের বাসিন্দা রাহুল সরকারের ক্ষোভ, ‘রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। স্বাধীনতার পর ৭ দশক কেটে গেলেও আমাদের গ্রামে রাস্তা হয়নি। আমাদের পাশের গ্রাম পঞ্চায়েত চাকনগরে প্রচুর রাস্তা হচ্ছে। কিন্তু সালাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতে হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। তাঁর কাছে আমাদের আবেদন আমাদের দিকে একটু নজর দিন। ঢালাই রাস্তার জন্য বিডিওর কাছে লিখিত আবেদন করেছি।’

আরেক বাসিন্দা ভজন বিশ্বাসের অভিযোগ, ‘ভোটের সময় সবাই প্রতিশ্রুতি দেয়, ভোট মিটলে রাস্তা হবে। ভোট আসে, ভোট যায় কিন্তু রাস্তার কাজ হয় না। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে বড় রাস্তায় উঠতে গেলে জামাকাপড় পালটাতে হয়। মহিলাদের অবস্থা হয় খুবই খারাপ। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না। সালাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বাদ দিয়ে আমাদের গ্রামকে যুক্ত করা হোক চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে।’

> “রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের পাশের গ্রাম পঞ্চায়েত চাকনগরে প্রচুর রাস্তা হচ্ছে। কিন্তু সালাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতে হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। তাঁর কাছে আমাদের আবেদন আমাদের দিকে একটু নজর দিন।
>
> **রাহুল সরকার, বাসিন্দা**

এমতাবস্থায় বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাসের আশ্বাস, ‘পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে গাজোলে প্রচুর রাস্তার কাজ হচ্ছে। নতুন করে আরও বেশ কিছু রাস্তার তালিকা আমরা পাঠিয়েছি। সম্ভবত ওই তালিকার মধ্যে এই রাস্তাটিও রয়েছে। দ্রুত যাতে ওই রাস্তার সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের বক্তব্য, ‘গাজোলের বিধায়ক, সাংসদ বিজেপির। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতটিও বিজেপির দখলে রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের দিকে তাঁদের কোনও নজর নেই। তাঁরা শুধু সদস্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। উন্নয়নের জন্য তাঁদের এগিয়ে আসা দরকার।’

যোগ শিবিরের উদ্বোধন

কালিয়াগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : মহিলা যোগ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল কালিয়াগঞ্জে। যোগ ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকতে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এই যোগ ব্যায়াম কেন্দ্রের সূচনা করা হয়। রবিবার রাতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে ‘আরগ্যম’ যোগ শিবিরের সূচনা করেন কুনোর ভারত সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময়ানন্দ মহারাজ।

যাত্রায় সামাজিক অপরাধের প্রসঙ্গ

পুরাতন মালদা, ২ ডিসেম্বর : লোভ, লালসা, আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে অপরাধমূলক কাজ করা, এসব যেন দৈনন্দিন সমাজের বড় ব্যাধি। নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য একশ্রেণির মানুষ জড়িয়ে পড়ছে দুর্নীতিতে। মানুষের মধ্যে থাকা এই অশুভ শক্তি বিনাশের বার্তা উঠে এল যাত্রাপালায়।

রবিবার রাতে পুরাতন মালদার ৫ নম্বর ওয়ার্ড শর্বরী এলাকার মুক্তমঞ্চে একটি বাস্তববাদী সামাজিক যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হল। স্থানীয় শিল্পীগোষ্ঠী ওই যাত্রাপালাটি মঞ্চস্থ করেছে। যাত্রাপালার মূল নামকরণ করা হয়েছে ‘সুন্দরীর ফাঁদে শয়তান কাঁদে’। প্রায় দেড় মাস ধরে চলা প্রস্তুতি পর্ব শেষে ওই যাত্রা অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। যাত্রাপালা দেখতে ভিড় জমান শহরের বাসিন্দারা। উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদার পুর চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ শুকুল, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার বশিষ্ঠ ত্রিবেদী সহ নাট্যপ্রেমীরা। ওই যাত্রাপালায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বার্তাও দেওয়া হয়েছে। যাত্রাশিল্পী সঞ্চিতা দাস বলেন, ‘আগামী ৭ ডিসেম্বর সরকারি উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ উৎসব উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় হাইস্কুলে যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হবে। সেই উপলক্ষ্যে আমরা ওই যাত্রাটি মঞ্চস্থ করেছি। ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। আমরা ওই যাত্রাপালা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।’

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী(স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/- যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113491)

•

শিলিগুড়িতে হোলসেল মেডিসিন দোকানে অর্ডার ও পেমেন্ট কালেকশনের এবং ওষুধ ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির স্থানীয় ছেলে চাই। যোগ্যতা - H.S. পাশ, অনূর্ধ্ব 35 বঃ। 7866052930/ 9434376715. (C/113490)

•

রেস্টুরেন্টে বাংলা রান্না, রুটি করতে জানা লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন- 12000/-, ঠিকানা - শিলিগুড়ি। 9749570276. (C/113490)

•

Avalon Hospital requires the following TPA Billing Executive / Manager, Front office Executive GNM ICU/NICU nurse ICU Technologist. Ph : 7001418243. (C/113490)

•

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি (মোহিতনগর, ফাটাপুকুর,) শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/- + (PF, ESI)। 8653710700. (C/113488)

•

Required Salesman for Philips Lighting Showroom. Adie Centre, Behind 9-10 Hotel & Gurudwara Siliguri, M : 98320-67075. (C/113476)

•

Wanted 1 A.T. in Maternity Leave Vacancy (UR) with M.A. (English), B.Ed. Walk-in-Interview on 11/12/24 at 11.30 a.m. with documents to the Secretary, Badaitari Uziria High Madrasah (H.S.), P.O-Chhoto Salkumar, Dist-APD. (C/113705)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার নবদ্বীপ হিমঘর (বেরুবাড়ি, জলঃ) আলুর বন্ড হারিয়ে গেছে। বন্ড নং 1508, 4114, 4150, 4176, 4257, 4266, 4551, 4574, 4590, 4610, 197। কোনো ব্যক্তি পেলে যোগাযোগ করুন। সাহিত হোসেন, 6295019809. (C/113609)

তারিখ পরিবর্তন

জলপাইগুড়ি শ্রদ্ধা'র আয়োজিত লটারি খেলা ০৩/১২/২০২৪ তারিখের পরিবর্তে ২১/১২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। (C/113610)

হন্ডা টু হুইলারস-এর জন্য আমরা নিয়োগ শুরু করেছি

আলিপুরদুয়ার - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর বিকেল ৪.০০ থেকে বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত, (বুধবার)
নেটওয়ার্ক ম্যানেজার
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
সেলস এগজিকিউটিভ
বীরপাড়া - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০ পর্যন্ত, (বুধবার)
সেলস এগজিকিউটিভ
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
খুচরো যন্ত্রাংশের পরিচালক
রিসেপশনিস্ট
ক্যাশিয়ার/বিলিং এগজিকিউটিভ
মেকানিকস
সি আর
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
শ্রী সোমিত - ৭০০১৫৪৫০২৭

নিখোঁজ নাবালিকা : স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ১১ বছরের এক নাবালিকা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া পঞ্চায়েতে। সোমবার সন্ধ্যা রাতে রায়গঞ্জ থানায় নাবালিকার মা অভিযোগ দায়ের করেন। নিখোঁজ নাবালিকা স্থানীয় হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। নাবালিকার মা সীমা সরকার (সিং) বলেন, 'সকালে মেয়ে স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি।'

Affidavit

I, Swapan Rakshit, S/o Late Mohini Mohan Rakshit residing at Vivekananda Puram Ward No.- 10, Racecourse Para, Jalpaiguri, Pin-735101 shall henceforth be known as Swapan Kumar Rakshit as declared before the Notary Public, Siliguri Sub-Divisional Court vide affidavit no.02/24 dated 02.12.2024. Swapan Rakshit and Swapan Kumar Rakshit both are same and identical person.

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum Notice has been published for e-Tender No:- 16/2024-25/SSK, MDW/HRP/DD dated 14/11/2024,.different types of Civil Construction Works. Last date of submission of application for e-Tende- is 03/12/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur: Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

রোদ্দুর-ময়নার নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনকে কাজে লাগিয়ে রাজারামের নতুন ষড়যন্ত্র। **পুবের ময়না** সোম থেকে শনি বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল,
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মহাজন, দুপুর ২.৫০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৫.২০ বর কনে, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ পুত্রবধূ, রাত ১১.৫৫ শেষ থেকে শুরু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.২০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধ্যা ৭.৩০ অরুন্ধতী, রাত ১০.২০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধ্যা ৭.৩০ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.০০ ফিদা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী আমার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ২২শে শ্রাবণ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

ফিদা রাত ১০ কালার্স বাংলা সিনেমা

পরদেশ দুপুর ২.১৫ জি বলিউড

পুত্রবধূ রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

বিগ ক্যাট টেলস দুপুর ১২.৫৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

টাকার লোভ দেখিয়ে নেওয়া হত ফিঙ্গারপ্রিন্ট

একই কায়দায় বিভিন্ন প্রকল্পে জালিয়াতি

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২ ডিসেম্বর : ট্যাব কাণ্ডে উত্তাল উত্তরবঙ্গ। হটস্পট হিসেবে উঠে এসেছে উত্তর দিনাজপুরের নাম। ট্যাব দুর্নীতিতে অ্যাকাউন্টের নম্বর পরিবর্তন করে অন্য সরকারি প্রকল্পের টাকা হাতানোর কাজ চালাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের জেরা করে উঠে আসছে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা কেলেঙ্কারির সঙ্গেও ধৃত পাণ্ডাদের যোগ থাকতে পারার বেশ কিছু তথ্য জেলা পুলিশের হাতে উঠে এসেছে। তবে এনিয়ে জেলা পুলিশের কেউ সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি নন।

মালদা জেলার ট্যাবের টাকা কেলেঙ্কারির ঘটনায় উত্তর দিনাজপুর থেকে এখনও পর্যন্ত দুই পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। জেলা পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ধৃতরা এই চক্রের পুরোনো পাণ্ডা। এই চক্রে জড়িত দুষ্কৃতীরা গ্রাম্য এলাকার নিরক্ষরদের সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে তাঁদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছে। ওই ব্যক্তিদের নামে তোলা হচ্ছে সিম কার্ডও। এরপর সেই সমস্ত তথ্য ব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পের পোর্টালে ঢুকে তথ্য পরিবর্তন করে টাকা হাতানোর চক্র চলছে। এই সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শুধুমাত্র তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্য প্রকল্পের কেলেঙ্কারিতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। আরও চাঞ্চল্যকর বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্পের পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ একাধিক রাজ্যের সরকারি প্রকল্পের যোগ রয়েছে বলেও বেশ কিছু তথ্য জেলা পুলিশের হাতে এসেছে। যদিও এখনও সেই সমস্ত তথ্য পুরোপুরি যাচাই করা হয়নি।

জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এখনও পর্যন্ত মালদা জেলার ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে যাওয়ার ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন দিনহাটার, দু'জন উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা। ধৃতরা এই চক্রের পুরোনো পাণ্ডা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, এটিএম কার্ড সংগ্রহ করা, সিমকার্ড তোলার সমস্ত প্রক্রিয়া তাদের নখদর্পণে। কিছু ক্ষেত্রে আইপি অ্যাড্রেসের মিল পাওয়া গেলেও পোর্টালে ঢুকে তথ্য পরিবর্তন করার বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি ধৃতদের যোগ রয়েছে কি না তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প নয়, একাধিক রাজ্যের সরকারি প্রকল্পের কেলেঙ্কারির সঙ্গে ধৃতদের যোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্ত পুরোপুরি শেষ হওয়ার পরই সমস্ত কিছু নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হবে।'

চাঞ্চল্যকর তথ্য

- ধৃতরা এই চক্রের পুরোনো পাণ্ডা
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, এটিএম কার্ড সংগ্রহ করা, সিমকার্ড তোলার সমস্ত প্রক্রিয়া তাদের নখদর্পণে
- একাধিক রাজ্যের সরকারি প্রকল্পের কেলেঙ্কারির সঙ্গে ধৃতদের যোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

ভাইয়ের পর ট্যাব কাণ্ডে গ্রেপ্তার দাদা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর : ট্যাব কাণ্ডে বড়সড়ো সাফল্য পেলে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। ভাইয়ের পর গ্রেপ্তার এবার দাদা। ধৃতের নাম মহঃ শাহজাহান আলম। পুলিশি তদন্তে উঠে আসছে একাধিক তথ্য।

মূলত মালদা জেলার তিনটি স্কুলে এই ট্যাব দুর্নীতির ঘটনা সামনে এসেছিল। তার মধ্যে অন্যতম হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুল। এখানে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যায়। যা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়। প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরীর ভূমিকায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রশাসনের নির্দেশে তদন্তে নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা। ধীরে ধীরে খুলতে থাকে জট। কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুলের ট্যাব কাণ্ডের যোগসূত্রে কিছুদিন আগে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার একটি গ্রাম থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ মোবারক হোসেন নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর থেকে উদ্ধার হয় একাধিক সিম, পেনড্রাইভ ল্যাপটপ এবং মোবাইল। যেখানে সরকারি পোর্টাল হ্যাক করে দেওয়া হত অন্য অ্যাকাউন্ট নাম্বারে। সেখান থেকেই টাকা উধাও হয়ে যেত। মোবারককে জেরা করে উঠে আসে আরও তথ্য। গ্রেপ্তার করা হয় তার দাদা মোঃ শাহজাহান আলমকে। সোমবার কনুয়ার রানিকামাত থেকে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করলে দশদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার জানান, 'এর আগে একজন গ্রেপ্তার হয়েছিল। এবার তার দাদাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেরায় আরও তথ্য উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।'

স্ত্রী ও ভাইদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : বিবস্ত্র করে স্ত্রীকে লোহার রড দিয়ে মারধর। এরপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে মুখে বালিশ চাপা। স্ত্রীর করা এমন মামলার জেরে জেল খাটতে হয়েছে স্বামীকে। তবে জেল থেকে বেরিয়েই এবারে স্ত্রী ও তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করলেন ওই স্বামী। আনন্দ পাল নামে ওই ব্যক্তির করা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর স্ত্রী ও দুই আত্মীয়র বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। আনন্দ পালের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী ও দাদারা বাড়িতে ঢুকে তাঁকে বেঁধে পেটায় এবং তাঁর বাড়ি থেকে নগদ টাকা সহ নানা সামগ্রী বাহনে চাপিয়ে নিয়ে যায়। উলটে ওরাই আমাকে মামলা দিয়ে জেল খাটিয়েছে। আমি বিচার চাই। অভিযোগ পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া'র সম্মেলন

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সুপার অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের বাৎসরিক ডিলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। সম্মেলনে বিশিষ্ট কৃষিবিদরা উপস্থিত ডিলারদের রাজ্যব্যাপী কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এমডি গোপাল মিশ্র কৃষিকাজে জৈব সারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি চাষিরা কীভাবে লাভবান হবেন তা নিয়েও বক্তব্য রাখেন। বলেন, 'ভবিষ্যতে অর্গ্যানিক সারই কৃষিকাজে অনিবার্য হয়ে উঠবে।'

৩০ রক্তদাতা

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : রক্ত সংকট দূর করতে এগিয়ে এল সৃজন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। রবিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে আয়োজিত শিবিরে মোট ৩০ জন রক্তদান করেন।

শীতের অবসরে খোসমেজাজে...। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ২৮.১১.২০২৪
সিনিয়ার ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। (১) রেলওয়ে প্রশাসন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছে। (২) বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। (১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২এ । ট্রেন ঃ ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৫ টি এসএলআর-এ; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। (২) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২বি । ট্রেন ঃ ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি এসএলআর-এ; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়।
HWH-453/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সি.২৮/এনএফআর/করেস্পন্ডেন্স/২১ তারিখঃ ২৮.১১.২০২৪
সিনিয়ার ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপন লটের জন্য ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিআরটি-মালদা-১২; অকশন শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। মালদা ডিভিশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন; এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; ভাগলপুর। এএ/৭; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৬১-২৩-১; ভাগলপুর। মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসডি-১৯১-২৩-১; ভাগলপুর। এবি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি- এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১; মালদা টাউন। এবি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি -২০৬-২৪-১; মালদা টাউন। মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল) এর জন্য ই-অকশন। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন- ২০৯-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন- ১৬২-২৩-১; জামালপুর। এসি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১; ভাগলপুর। এসি/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১ ভাগলপুর। এসি/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি -এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৮; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২০৩-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৯; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১;ভাগলপুর। এসি/১০; এডিভিটি-এমএলডিটি -বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১; ভাগলপুর। এসি/১১;এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১২; এডিভিটি-এমএলডিটি- এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৪-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/১৩; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএসএন- ১৬৩-২৩-১; জামালপুর। এসি/১৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/১৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১৬; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/১৭; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১;ভাগলপুর। এসি/১৮; এডিভিটি -এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১৯; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১; ভাগলপুর। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-153/2024-25
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উপাচার্যের ওপর ক্ষুব্ধ এবিভিপি

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : একদিকে ক্যাগের রিপোর্ট সামনে আসার অস্বস্তি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীদের আন্দোলন। এই দুইয়ের জেরে নাজেহাল অবস্থা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। আর ঠিক এমন আবহেই রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্য দীপক কুমার রায়ের বিরুদ্ধে সরব হল গেরুয়াপন্থী ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। বর্তমান উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না বলে এবিভিপির অভিযোগ। শুধু তাই নয়। ক্যাগের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর উপাচার্য হিসেবে দীপকবাবুর যা করণীয় ছিল সেসব কিছুই তিনি করেননি বলে দাবি এবিভিপি নেতৃত্বের। আর এবিভিপির বিস্ফোরক এই অভিযোগের পরই শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাগের অডিট রিপোর্টে নানা অনিয়মের প্রসঙ্গ সামনে আসার পর থেকে ব্যাপক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগে এবিভিপির তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করার পর প্রতিষ্ঠানকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পাঁচদিনের সময়সীমা দেওয়া হয়। তখন এবিভিপি নেতৃত্ব জানায়, ক্যাগ রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তারা পাঁচদিন পর অবস্থানে বসবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে এক ঘন্টার অবস্থান বিক্ষোভে বসে এবিভিপি। তখনই উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরব হয় তারা।

এই ব্যাপারে এবিভিপির জেলা সংযোজক দীপ দত্ত বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে একাধিক দুর্নীতি হয়েছে। তার প্রমাণ ক্যাগের সাম্প্রতিক রিপোর্ট। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য তদন্ত কমিটি গঠন করার মতো কোনও কাজই করেননি। ক্যাগ রিপোর্ট ইস্যুতে উপাচার্যের চুপ থাকার কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।'

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'এবিভিপির এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কোনও মন্তব্য করবো না।'

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে অশিক্ষক কর্মীদের আন্দোলনকে উপাচার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না বলেও দাবি এবিভিপির। দীপ জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ কিংবা পড়াশোনা কোনও কিছুরই পরিবেশ নেই। উপাচার্য চাইলেই এই আন্দোলন বন্ধ করতে পারেন কিন্তু তিনি তা করছেন না। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।' আগামী ১০ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংসদ-অভিনেতা দেব আসতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। সেই প্রসঙ্গেও উপাচার্যকে কটাক্ষ করে এবিভিপি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর, কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ইমেল: crpd@sbi.co.in

আবেদন করার জন্য QR স্ক্যান করুন

চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ

চুক্তিভিত্তিক নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2024-25/20

পোস্টের নাম	শূন্যপদ	সর্বোচ্চ বয়স (কাট অফ 01.08.2024)
হেড (প্রোডাক্ট, ইনভেস্টমেন্ট এবং রিসার্চ)	01	50
জোনাল হেড	04	50
রিজিওনাল হেড	10	50
আরএম-টিম লিড	09	42
সিআরটি (প্রোডাক্ট লিড)	01	45

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের পরিধি ইত্যাদি), শূন্যপদের বিশদ বিবরণ, প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ এবং অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি আবেদনের ফি জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/careers-এ লগ ইন করুন। আবেদন করার এবং ফি জমা দেওয়ার আগে যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণ নিশ্চিত করতে বিশদে বিজ্ঞাপন দেখুন। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক (https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)-এ গিয়ে "CONTACT US" —> "Post Your Query"-তে লিখে জানান।

• অনলাইন আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 27.11.2024 থেকে 17.12.2024 পর্যন্ত।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 27.11.2024
মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

■ উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।

■ শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। বৃষ : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : ছেলের পরীক্ষার ভালো ফলে আনন্দ। ব্যবসার জন্যে অতিরিক্ত ধার এখনই করবেন না। কর্কট : আজ কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে লাভবান। মেয়ের চাকরির সংবাদে আনন্দ। সিংহ : সারাদিন আলস্যে কাটবে। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। কন্যা : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ব্যবসায় আজ বাড়তি লাভ হতে পারে। তুলা : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যার সম্মুখীন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : সন্তানের জন্যে হঠাৎ উদ্বেগ। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটবে। ধনু : যে কোনও কাজেই আজ সাফল্য আসবে। পেটের সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। মকর : পরিশ্রমে যাবে আজকে দিনটি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে বাড়তি ঋণ করতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজ সমাধান করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। হারানো দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ১২ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১৭ অঘোন, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩০ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।৩৫। মূলানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।০। শূলযোগ অপরাহ্ণ ৪।১০। কৌলবকরণ দিবা ১২।৩৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ১২।৩১ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধ্যা ৫।০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।২৭ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৮ মধ্যে। যাত্রা - নাই, দিবা ১২।৩৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১২।৩৫ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (৩ ডিসেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫। ২৭ গতে ৬।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

সাঁঝবেলা... সোমবার বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে। মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

হাইকোর্ট মুখ ফেরালেও সুপ্রিম নির্দেশে রেহাই

অবশেষে জামিন ১০৪ বছরের বৃদ্ধের

আজাদ

মানিকচক, ২ ডিসেম্বর : এমনটাও ঘটে। ১৯৮৮ সালে একটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হয়েছিল মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারায়ণপুর কলোনির বাসিন্দা রসিকচন্দ্র মণ্ডলের। সেইসময় থেকে সংশোধনাগারে রয়েছেন তিনি। মধ্যে অবশ্য প্যারোলে ছাড়া পেয়ে কয়েক বছর বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু প্যারোলের মেয়াদ শেষ হতেই পুলিশ তাঁকে ফের সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে। যখন কারাগারে গিয়েছিলেন, তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। বর্তমানে তাঁর বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪ বছরে। যখন তাঁর বয়স ৯৯ বছর, তখন থেকেই বয়সের কারণে তাঁকে কারাগার থেকে বাইরে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পরিবারের লোকজন। সফল হননি। কলকাতা হাইকোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ রসিকবাবুকে অন্তবর্তীকালীন জামিন/প্যারোলে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে।

ঘটনাটি কী ঘটেছিল? সেইসময় পৈতৃক সম্পত্তির ভাগদখল নিয়ে ছোট ভাই সুরেশ মণ্ডলের সঙ্গে বিবাদ চলছিল রসিকবাবুর। ১৯৮৮ সালের ৮ নভেম্বর রাতে সুরেশবাবুকে তাঁর বাড়িতেই গুলি করে কেউ বা কারা খুন করে। নিহত সুরেশবাবুর পরিবারের তরফে রসিকবাবু সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানিকচক থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩৪ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় রসিক মণ্ডল, জিতেন মণ্ডল সহ কয়েকজনকে। শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। রসিক মণ্ডল ও জিতেন মণ্ডলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করা হয়। জেলবন্দি দশা শুরু হয় রসিকবাবুর। ভারতীয় আইন অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে বন্দিদের সংশোধনাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে রসিকবাবুর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। তাঁর জামিনের আবেদন বারবার খারিজ হয়ে গিয়েছে।

অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে রসিকবাবুর বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বৃদ্ধকে সংশোধনাগার থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যস্ততা। বাড়িতে খোঁজখবর নিতে আসছেন এলাকার মানুষজনও। স্ত্রী মিনা মণ্ডলের বয়স ৯০ ছুঁইছুঁই। কানে শুনতে পান না। একাধিকবার প্রশ্ন করার পর জানালেন, 'খুব ভালো লাগছে। আমার স্বামী খুন করেনি। মিথ্যে মামলায় ওকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এত বছর ওকে জেলে পুরে রাখল।' কথা বলতে বলতেই ঘর থেকে রসিকবাবুর একটি ছবি নিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

রসিকবাবুর চার ছেলে ও আট পৌত্র। ইতিমধ্যে বড় ছেলে মারা গিয়েছেন। মেজো ছেলে উত্তম জানালেন, 'একে তো মিথ্যে মামলায় বাবাকে ফাঁসানো হল, তার উপর আইন না মেনে এত বছর তাঁকে জেলে আটকে রাখা হল। অনেক আগেই বাবার মুক্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাবা বাড়ি ফিরছে। আমরা প্রচণ্ড খুশি। শেষ বয়সে বাবার সেবা করতে পারব, এটাই আমাদের কাছে বড় ব্যাপার।

কী ঘটেছিল

- ১৯৮৮ সালে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগদখল নিয়ে ছোট ভাই সুরেশ মণ্ডলের সঙ্গে বিবাদ চলছিল রসিকচন্দ্র মণ্ডলের
- ওই বছর ৮ নভেম্বর রাতে সুরেশবাবু বাড়িতেই গুলিবিদ্ধ হন
- সুরেশবাবুর পরিবারের তরফে রসিকবাবু সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানিকচক থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়
- অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হন রসিকচন্দ্র মণ্ডল, জিতেন মণ্ডল সহ কয়েকজন
- বিচারে রসিক মণ্ডল ও জিতেন মণ্ডলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়

তিনদিন পর দেহ ফিরল পরিযায়ীর

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে তিনদিন পর ভিনরাজ্যে অসুস্থ হয়ে মৃত বৈষ্ণবনগরের শ্রমিক মোক্তার শেখের দেহ ফিরল নাগপুর থেকে। এদিন দেহ গ্রামে ফিরতেই কান্নার রোল পড়ে যায় কুম্ভীরা পঞ্চায়েতের শুকপাড়া হাজি মোড় এলাকায়। টাকার অভাবে তাঁর দেহ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছিল না বলে দাবি স্থানীয়দের। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে চিন্তার মেঘ গোটা পরিবারে।

পরিযায়ী শ্রমিক মোক্তার নাগপুরে ১৫-১৬ দিন আগে কাজ করতে গিয়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে তাঁকে বুধবার সকালে নাগপুরের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর আর্থিক কারণে তাঁকে আনা যাচ্ছিল না।

বৈষ্ণবনগর

পরিযায়ী শ্রমিকের বাবা মতিউর রহমান জানান, 'অভাবের টানে মোক্তার বাড়ি ছেড়ে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করত। এর আগে ঝাড়খণ্ডে কাজ করে ভালো উপার্জন করেছে। এবার নাগপুরে কাজে গিয়েছিল। ছেলে এভাবে চলে যাবে ভাবতে পারছি না।'

বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী জুলি বিবি ও ছয় বছরের এক মেয়ে ও চার বছরের এক ছেলে। স্থানীয় গ্রামবাসী আলিম শেখ জানিয়েছেন, 'দুঃস্থ পরিবারের ছেলে ছিল। পরিবারে সচ্ছলতা আনতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল। পরিবারের একমাত্র রোজগেরের সদস্যের এইভাবে চলে যাওয়া মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসনের সাহায্য করা উচিত।'

সরব হয়েছেন বাম নেতা রেজাউল করিমও। তাঁর দাবি, 'বিজেপি'র রাজত্বে দুঃস্থ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরছে। পাশাপাশি তিন বছর ধরে একশোদিনের কাজ বন্ধ রয়েছে রাজ্যে। পঞ্চায়েতে কেবল লুট চলছে। অবিলম্বে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে রাজ্য সরকারের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।'

মদের আসরে বন্ধুর স্ত্রীকে কটূক্তির জের

বালুরঘাটে বাড়িতেই আক্রান্ত সস্ত্রীক তরুণ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : মদের আসরে এক বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করায় অন্যান্য বন্ধুরা বাড়ি ঢুকে বেধড়ক পেটাল এক তরুণকে। বাঁশ, লাঠি, রড দিয়ে ওই তরুণকে মারা হয়েছে। তাঁর মাথায় পাঁচটি সেলাই পড়েছে। মুখ পর্যন্ত বেঁকে গিয়েছে বলে অভিযোগ। সারা শরীরে গুরুতর আঘাত নিয়ে তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সোমবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে ওই তরুণ ফের বন্ধুদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। তিনি বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না বলে এদিন সরাসরি বালুরঘাট থানায় এসে পুলিশি নিরাপত্তা চান। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই শ্যাম হাঁসদা নামে ওই তরুণ এদিন বালুরঘাট থানায় তিন প্রতিবেশী তথা বন্ধুর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। এই ঘটনার জেরে বালুরঘাট ব্লকের খিদিরপুর খড়াইল এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পুলিশকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, ৩০ নভেম্বর এলাকার কয়েকজন তরুণ একটি আসরে একসঙ্গে মদ খাচ্ছিলেন। ওই সময় শ্যাম হাঁসদার স্ত্রীকে বাকি বন্ধুরা কটাক্ষ করে। এনিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে প্রবল বচসায় জড়িয়ে পড়েন শ্যাম। ওই আসরেই বিষয়টি মিটে গিয়েছে ধরে নিয়ে শ্যাম বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবেশী তিন তরুণ লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তাঁর উপর আচমকা হামলা চালায়। তাঁর স্ত্রী বরকি টুডু স্বামীকে বাঁচাতে গেলে মার খেতে হয় তাঁকেও। মারধরের জেরে শ্যামের মাথা সহ সারা শরীরে গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। দু'দিন চিকিৎসার পর এদিন সুস্থ হয়ে বাড়ি ঢুকতে গেলে ফের প্রতিবেশীদের বাধা ও হুমকির মুখে পড়তে হয় তাঁকে। বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণ।

> মদের আসরে গোলমাল। কিন্তু তার জেরে বাড়িতে ঢুকে আমার স্বামীকে যেভাবে ওরা মেরেছে, আমি তার বিচার চাই।
>
> **বরকি টুডু,** আক্রান্ত তরুণের স্ত্রী

শ্যাম বলেন, 'চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না ওরা।' শ্যামের স্ত্রী বরকি টুডু জানান, 'মদের আসরে গোলমাল। কিন্তু তার জেরে বাড়িতে ঢুকে আমার স্বামীকে যেভাবে ওরা মেরেছে, আমি তার বিচার চাই।' অভিযোগ পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

৪০০ জাল নোট আটক, ধৃত ভিনরাজ্যের পাচারকারী

কালিয়াচক, ২ ডিসেম্বর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার ভোর রাতে এসটিএফ ও কালিয়াচক থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গা এলাকায়। সেখান থেকে বিপুল অঙ্কের জাল নোট সহ ভিনরাজ্যের এক পাচারকারীকে পাকড়াও করে এসটিএফ। ধৃত তরুণের নাম আকাশ স্বরূপ (২৫)। বাবার নাম রাম স্বরূপ। বাড়ি দিল্লির নারেলা ইন্ডাস্ট্রিয়ালের বাউয়ান এলাকায়। পাঁচশো টাকার জাল নোটগুলি সংগ্রহ করে ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ে আকাশ। ধৃতের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। তারপরেই এসটিএফ তাঁকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াচক থানায় নিয়ে যায়। এদিন ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

এসটিএফ সূত্র মারফত কালিয়াচক থানার পুলিশ জানতে পারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে এক জাল নোট কারবারির কাছ থেকে জাল নোট সংগ্রহ করে দিল্লির উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যের এক পাচারকারী। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালায় এসটিএফ। দিল্লির বাসিন্দা ওই তরুণ বালিয়াডাঙ্গা এলাকায় আসতেই তাঁকে ঘিরে ফেলা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। সেই ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ৪০০টি ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়।

জাল নোট ও পাচারকারী। - সংবাদচিত্র

এসটিএফ সূত্রে খবর, জাল নোটগুলি অত্যন্ত মসৃণ এবং অত্যাধুনিক মানের। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে চেনা মুশকিল।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'পুলিশ ও এসটিএফ-এর যৌথ অভিযানে জাল নোট সহ ভিনরাজ্যের এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

ঠাকুরঘরের প্রদীপ থেকে অগ্নিকাণ্ড

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : ঠাকুরঘরের প্রদীপের আগুনে পুড়ে ছাই হল বাড়ির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। পুড়ল জমানো অর্থও। যদিও অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন বাড়ির বৃদ্ধা। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের বন্দর কাঞ্চনপল্লি এলাকায়।

বাড়ির সদস্য গোপাল সাহা বলেন, 'আজ দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আমাদের ঠাকুরঘরে প্রথম আগুন লাগে। সেই আগুন আশেপাশের ঘরগুলিতে ছড়িয়ে যায়। যদিও বৃদ্ধা মাকে ঘর থেকে কোনওরকমে বের করা হয়। তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে তাঁদের জমানো টাকা সহ বেশ কিছু জিনিস পুড়ে গিয়েছে। প্রদীপের আগুন থেকেই এই আগুন লেগেছে।'

এদিকে, আগুন লাগার খবর চাউর হতেই বাসিন্দারা ছুটে আসেন। আসেন দমকলকর্মীরাও। সকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, বড়সড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। এক দমকল আধিকারিক জানান, 'কি কারণে আগুন লাগল তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা গিয়েছে।'

ঋণদান শিবির

বুনিয়াদপুর, ২ ডিসেম্বর : সোমবার সমষ্টি উন্নয়ন করণকর্তার টাঙন সভাঘরে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণদান শিবির। বংশীহারী পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ী এবং বেকার তরুণ-তরুণীরা নিজেদের আর্থিকভাবে সক্ষম করে তুলতে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তারা ঋণ নিতে পারবে। বয়স হতে হবে ৫ থেকে ৫৫ বছর। এর জন্য সুদ দিতে হবে চার শতাংশ। এর সঙ্গে সরকার দেবে ভরতুকি। এই সহায়তা কেন্দ্রে প্রথমে পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার পর প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করতে হবে। দুপুর সাড়ে ১২ পর্যন্ত ঋণ নিতে ইচ্ছুক কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি চোখে পড়েনি। বিডিও বংশীহারী সুব্রত বল বলেন, গ্রামগঞ্জে এখন আমন ধান কাটা এবং মাড়াইয়ের কাজ চলায় অনেকেই সহায়তা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেননি। তবে, বেলার দিকে তারা আসতে শুরু করবে।

দুর্গন্ধযুক্ত পচা জল পেরিয়ে নিত্য চলাচল। সোমবার কালিয়াচকে। - সেনাউল হক

ছয় মাস ধরে রাস্তায় জমে নর্দমার জল

কালিয়াচক, ২ ডিসেম্বর : বর্ষাকাল শেষ। নতুন করে হয়নি বৃষ্টিও। কিন্তু রাস্তায় জমা জল দেখলে মনে হবে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ ৬ মাসের বেশি সময় ধরে নোংরা, দুর্গন্ধময় সেই পচা জলের উপর দিয়েই নিত্যদিন চলাচল করতে হচ্ছে সকলকে। কালিয়াচকের সুজাপুর পঞ্চায়েতের সুজাপুর স্কুলপাড়ার একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই জলমগ্ন। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ওই রাস্তার ধারেই তিন-চার ফুট উঁচু করে একটি ড্রেন করা হয়। আর অপর পাশে রয়েছে পুকুর। ড্রেনের উচ্চতা রাস্তার থেকে উঁচু হওয়ায় জল যাওয়া তো দূরের কথা উলটে ড্রেনের জল নামছে রাস্তায়। রাস্তাটি নীচু হওয়ার ফলে পাশের পুকুরের জলও উঠে আসছে রাস্তায়। এক কথায় সব মিলিয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা এই স্কুলপাড়া রাস্তার। স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে মসিমপুর, বামন গ্রাম, বড়নগর ডাঙা ও স্কুলপাড়ার প্রচুর মানুষের ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত। নিত্যদিনের চলাচলের ওই রাস্তা জলমগ্ন থাকায় নাজেহাল হতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, স্কুলপাড়া ওয়ার্ডেই রয়েছে সুজাপুর প্রধানের বাড়ি। প্রধান মেম্বার থেকে নেতা-নেত্রীরা অনেকেই ওই রাস্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু কেউ ওই রাস্তার সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসছে না। ফলে ভোগান্তি হচ্ছে ছোটখাটো যানবহন চলাচলেও।'

মুসলেউদ্দিন নামে আর এক গ্রামবাসী জানান, 'কিন্তু ছয় মাস ধরে জলে ডুবে আছে রাস্তা। কেউ কিছু করছে না। নোংরা জল ভেঙে যাতায়াত করতে হচ্ছে ফলে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে।' সুজাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আজিজা খাতুনের স্বামী কাসিমুদ্দিন শেখ বলেন, 'রাস্তাটি উঁচু করতে হবে। নাহলে জল বের হবে না। মাটি ভরাটের কাজ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই মুহূর্তে এত বড় কাজ করা যাবে না। তাছাড়া রাস্তার ধারে উঁচু করে ড্রেন করা হয়েছে। ওই ড্রেন কোনও কাজে আসছে না। আমি পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিওকে বিষয়টি জানাব।'

বিজ্ঞান অভীক্ষায় সফল অনেকে

রায়গঞ্জ ও কুশমণ্ডি, ২ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সামনে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকালে পতাকা উত্তোলিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ সিনহা, সূর্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কাঞ্চিরাম রায় এবং রায়গঞ্জ কেন্দ্রের সভাপতি সৌমিত্র মজুমদার।

এদিন বিকেলে সদ্য সমাপ্ত জেলা বিজ্ঞান অভীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়। ফলপ্রকাশ করে ডঃ কৌশিক দত্ত বলেন, 'এবারের অভীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিমাধ্যম মিলিয়ে পরীক্ষার্থী ছিল ১২৪৮৬ জন। মোট ভেনু ছিল ৩৮। এদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের বর্ণালি রায়, ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে কালিয়াগঞ্জ সরলাসুন্দরী হাইস্কুলের অংশুময় ঘোষ, সপ্তম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের অর্ণব ঘোষ, অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে কালিয়াগঞ্জ সরলাসুন্দরী হাইস্কুলের অরণ্ময় ঘোষ, নবম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের আর্যদীপ রায় এবং দশম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের আদৃত সরকার। আগামীদিনে এদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।'

পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল কুশমণ্ডিতে। পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের কুশমণ্ডি শাখার সভাপতি সুরেশ দাস। অতীতের বিজ্ঞানমঞ্চের কাজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক আশিস দাস।

জেলার খেলা

তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ

জয়ের পর ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস ওড়িশা পুরুষ দলের। - বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলা সফট বল অ্যাসোসিয়েশন ও তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৪তম পূর্বাঞ্চল সিনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে তৃতীয় হয় পশ্চিমবঙ্গ। তৃতীয় স্থান অধিকারী বাংলার পুরুষ দলে মালদার চারজন ও মহিলা দলে মালদার দুইজন ছিলেন। উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওড়িশা। রানার্স মণিপুর। ওড়িশা পুরুষদের ফাইনালে ১৬-২ পয়েন্টে মণিপুরকে হারিয়েছে। মহিলাদের ফাইনালে মণিপুরের বিরুদ্ধে ১৪-৩ পয়েন্টে জয় আসে ওড়িশার।

রাজ্যসেরা মামুদা

পতিরাম, ২ ডিসেম্বর : হাওড়ার শিবপুরে রবিবার অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট উইমেন ওপেন ক্লাসিক পিআই পাওয়ার লিফটিংয়ে রাজ্যসেরা হলেন কুমারগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাটের পার্শ্ববর্তী কালনা রাজধারার মামুদা খাতুন। তিনি মহিলাদের ৬৮ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। রাজ্যসেরা হওয়ার সঙ্গে মামুদা সেরা লিফটারেরও পুরস্কার পেয়েছেন। আগামীতে মামুদা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন।

ট্রফি ও পদক নিয়ে মামুদা খাতুন।

ট্র্যাক্টরের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু

পতিরাম, ২ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জ থানার কৃষ্ণগর এলাকায় রবিবার রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বছর সাঁইত্রিশের সুশীল পাল (আকু) নামে এক ট্র্যাক্টরচালকের। গোপালবাটীর সেওয়াই এলাকার বাসিন্দা সুশীল অন্যের ট্র্যাক্টর চালাতেন বলে জানা গিয়েছে। রাত প্রায় ৯টা নাগাদ ট্র্যাক্টরটি পুকুরে পড়ে যায়। তবে ঘটনার কথা কেউ টের পায়নি। সোমবার সকালে পুকুরে উলটে পড়ে থাকা ট্র্যাক্টরটি দেখে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে ট্র্যাক্টরটি এবং সুশীল পালের দেহটি উদ্ধার করে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কর্মঠ মানুষ হিসেবে পরিচিত সুশীল পালের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। গ্রামবাসীদের অনুমান, রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে অসাবধানতাবশত ট্র্যাক্টরটি পুকুরে পড়ে যায়। যার ফলে সুশীল পাল ঘটনাস্থলেই মারা যান।

চুরির চেষ্টায় গ্রেপ্তার দুই

হেমতাবাদ, ২ ডিসেম্বর : হেমতাবাদের সমসপুর রামনাথপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির চেষ্টার অভিযোগে দুইজনকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শামসুল হক (২৩) ও সনাতন বর্মন (২৩)। ধৃতরা দুজনেই কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মহাদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার রাতে হেমতাবাদ ব্লকের রামনাথপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির সময় স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তদের মারধর দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সোমবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

কার্যালয় উদ্বোধন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুরে বাংলা পক্ষের কার্যালয় উদ্বোধন হল। ইসলামপুর পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামে বাংলা পক্ষের এই নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। সোমবার ফিতা কেটে কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর জেলার বাংলা পক্ষের সদস্য তথা পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সৌভিক পট্টনায়ক।

লাভের আশায় ভিনরাজ্যে যাচ্ছে গঙ্গারামপুরের টব

ট্রাকে ফুলের টব তোলা হচ্ছে। সোমবার গঙ্গারামপুরে। - সংবাদচিত্র

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২ ডিসেম্বর : শীত শুরু হতেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে শুরু করেছে মাটির তৈরি ফুলের টব। এতে মুখে হাসি ফুটেছে গঙ্গারামপুরের মৃৎশিল্পীদের। জেলার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মধ্যে অন্যতম মাটির তৈরি জিনিসপত্র। এই মৃৎশিল্প পেশার সঙ্গে গঙ্গারামপুর শহরের বেলবাড়ি, পালপাড়া, মিশনমোড়, বোড়ডাঙ্গি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় কয়েক হাজার মানুষ যুক্ত।

> দীর্ঘদিন ধরে বাপঠাকুরদার পেশায় যুক্ত রয়েছি। শীতে অনেকে বিভিন্ন ফল ও ফুলের বাগান করেন। সেজন্য টব কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি প্রতিদিন ফুলের টব ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ায় একটু লাভ দেখতে পাচ্ছি।
>
> **সনজিৎ পাল, শিল্পী**

একটা সময় তাঁরা মাটির হাঁড়ি, থালা, গ্লাস সহ বিভিন্ন পাত্র ও বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা তৈরি করে সংসার চালাতেন। প্লাস্টিকজাত সামগ্রী বাজার ছেয়ে ফেলায় কমেছে মাটির পাত্রের চাহিদা। এমতাবস্থায় শীতের আমেজ শুরু হতেই গঙ্গারামপুরে মৃৎশিল্পীদের তৈরি ফুলের টব পাড়ি দিচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ওড়িশা সহ বিভিন্ন রাজ্যে।

নাওয়া- খাওয়া ভুলে এখন টব বানাতে ব্যস্ত পালপাড়ার বাসিন্দারা। ছোট, মাঝারি ও বড় একটা টব তৈরি করে মিলছে ৩০ থেকে ৫০ টাকা।

শিল্পী সনজিৎ পাল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বাপঠাকুরদার পেশায় যুক্ত রয়েছি। আমাদের মূল কাজ হচ্ছে মাটির তৈরি ফুলের টব তৈরি করা। এখন আর মাটির বাসন কেউ কিনতে চায় না। কিন্তু শীত শুরু হতেই অনেকে ছাদ বাগানে বিভিন্ন ফল ও ফুলের বাগান তৈরি করতে শুরু করেছেন। সেজন্য অনেকে টব কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে ফুলের টব প্রতিদিন গাড়ি করে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ায় একটু লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছি।'

জমি বিবাদে হামলা

পতিরাম, ২ ডিসেম্বর : পতিরামের মণিপুরে জমি নিয়ে পুরোনো বিবাদের জেরে মা ও ছেলের ওপর হল হামলা। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা অলোক মণ্ডলের ওপর শংকর মণ্ডল, তাঁর স্ত্রী পপি মণ্ডল এবং নেপাল বর্মন হামলা চালান। অলোক মণ্ডলকে মারধরের সময় মা যমুনা মণ্ডল (৫৭) বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। স্থানীয়রা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করেন।

যমুনা মণ্ডল বালুরঘাট মহিলা থানায় লিখিত দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। জমি সংক্রান্ত এই বিরোধ দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। শনিবারের সেটা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছায়। স্থানীয়রা প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত দুই

চাঁচল ও কুমারগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : স্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম পালো মণ্ডল (৫৫)। দুর্ঘটনাটি ঘটে চাঁচল থানার কপিলাহাটে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক বাইকটিকে আটক করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি কুমারগঞ্জ ব্লকের দিওর খরাইলে রবিবার সন্ধ্যায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৬৯ বছর বয়সি প্রফুল্ল বর্মন। পেশায় পান ব্যবসায়ী প্রফুল্লবাবু বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে একটি ট্র্যাক্টর পিছন থেকে তাঁকে ধাক্কা মারে। তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অচলাবস্থা কাটাতে বৈঠক

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা যে কোনও মূল্যে কাটিয়ে ওঠার দাবিতে বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এলেন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা মেটাতে সোমবার রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক ও ডিনদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। যদিও এদিনের বৈঠকে উপাচার্য দীপক কুমার রায় ছিলেন না। বৈঠকে সকলেই যে কোনও মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হন।

শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষাকর্মীরা দাবি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট মেনে শিক্ষাকর্মী তপন নাগকে সাসপেন্ড করা হয়নি। তাই সাসপেনশন তুলতে হবে। পাশাপাশি অনেকে অভিযোগ জানান, অধ্যাপক অচ্যুৎ মোহন রায় চৌধুরীর সাসপেনশনও নিয়মসম্মত নয়। তাই সেই সাসপেনশনও প্রত্যাহার করতে হবে।

বেতন হল না বিশ্ববিদ্যালয়ে

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের লাগাতার আন্দোলনের জেরে সোমবারেও বেতন পেলেন না শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, মঙ্গলবার সকলের বেতন হবে। আজ ফিন্যান্স দপ্তরের কর্মীরা কাজ করেছেন। তাদের কেউ আন্দোলনে যোগ দেননি। রেজিস্ট্রার দূর্লভ সরকার জানান, 'আগামীকাল সকলে বেতন পাবেন।'

তীব্র সংকটে

প্রথম পাতার পর

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বাবুলাল বালা বলেন,প্রায় দুই বছর আগে ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এসএম সারোয়ার মুর্শেদ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি সভাকক্ষে সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলেন। তিনি বর্তমানে জীবন সংশয়ে আছেন। উগ্রপন্থীদের ভয়ে লুকিয়ে আছেন। এছাড়া অধ্যাপক মেশবা কামাল এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য দীপককুমার রায় বলেন, 'অর্থনীতি থেকে শুরু করে ইতিহাস সহ বাংলা ও ইংরেজি কিংবা বাণিজ্য শাখায় উচ্চতর গবেষণা করতে গত কয়েক বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতেন বাংলাদেশের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী। কিন্তু এখন ওপারের অশান্তির জেরে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় আছে। এর ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশের গবেষক ছাত্রছাত্রীরা আসতে পারছেন না।' রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'বাংলাদেশের রিসার্চ ভিসা না পাওয়ায় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণারত বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা এদেশে আসতে পারছেন না। ওপারের রাজনৈতিক অস্থিরতায় অন্তত পক্ষে ৮ জন গবেষক আসতে পারছেন না। ৬ জনের কোর্স ওয়ার্ক মাঝপথে আটকে গেছে। অবিলম্বে এদের রিসার্চ ভিসা না দিলে সমস্যা হবে।'

জমি ছাড়িয়ে রাঙা মাটির পথে ... । সোমবার বালুরঘাটের বোয়ালদার গ্রামে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

আরজি করে বাদ সুদীপ্ত, উত্তরবঙ্গে ফের গৌতম

রোগীকল্যাণ সমিতিতে বদল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মেডিকেল কলেজগুলোর রোগীকল্যাণ সমিতিতে পুনরায় শাসকদলের জনপ্রতিনিধি এবং নেতানেত্রীদের জায়গা দিল রাজ্য সরকার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ঠিকই, তবে মনে করা হচ্ছে জনপ্রতিনিধি বা নেতানেত্রীরাই সমিতি পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করতে চলেছেন। কথা প্রসঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, 'আমি তো নাম কা ওয়াস্তে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। শাসকদলের নেতাদের বাদ দিয়ে আমি বৈঠক পরিচালনা করব, সেটা ভাবাও কঠিন।'

সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের ২৪টি মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে একজন করে জনপ্রতিনিধির নাম জানিয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেলে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মালদা মেডিকেলে ইংরেজবাজারের পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে সদস্য করা হল।

কলকাতার আরজি কর মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেখানে অতীন ঘোষকে সদস্য করা হয়েছে। অরূপ বিশ্বাসকে এসএসকেএম, শান্তনু সেনকে সরিয়ে সুপ্তি পান্ডেকে এনআরএস এবং সাগর দত্ত মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে বেছে নেওয়া হল মদন মিত্রকে।

জনপ্রতিনিধি এবং নেতারা কমিটিতে আসায় ফের মেডিকেল কলেজগুলোতে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে রোগী পরিষেবার সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবনের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার কথায়, 'প্রতিটি মেডিকেল কলেজকে নতুন কমিটিকে নিয়ে দ্রুত রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক ডাকতে বলা হয়েছে।' তবে, এখনও এই কমিটি নিয়ে জটিলতা রয়েছে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশ।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি ঘোষণা করে মেডিকেল কলেজগুলোতে আন্দোলন শুরু করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তার মাঝেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন, কলেজ অধ্যক্ষদের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে নতুন করে সমিতি গঠন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১ অক্টোবর স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেখানে কলেজ অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান, হাসপাতাল সুপারকে (এমএসভিপি) সদস্য সচিব করে আট সদস্যের রোগীকল্যাণ সমিতির কথা বলা হয়। বাকি ছয় সদস্যপদে অধ্যক্ষ মনোনীত দুজন বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, জুনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, একজন নার্স এবং একজন জনপ্রতিনিধিকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। যদিও পুলিশ, পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি, অ্যাডিশনাল সুপার, ডেপুটি সুপার, অ্যাকাউন্ট্যান্টকে না রাখায় প্রশ্ন ওঠে। পাশাপাশি 'একজন জনপ্রতিনিধি' বলা হলেও মেডিকেল কীভাবে সেই জনপ্রতিনিধিকে বেছে নেবে, সেটা স্পষ্ট ছিল না বিজ্ঞপ্তিতে। যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এসব কারণেই রাজ্যের কোনও মেডিকেলে এতদিন রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়নি। ফলে অগাস্ট থেকে সমিতির বৈঠকও হয়নি। যার প্রভাব পড়ে রোগী পরিষেবায়। উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে সেই সমস্যা মিটতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেডিকেলের গেরোয়

- আরজি করের আন্দোলন মঞ্চে রাজ্যের সব মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতি ভেঙে দেন মুখ্যমন্ত্রী
- পরে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আট সদস্যের কমিটি গঠনের কথা
- কোন পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধিদের বাছাই, তা নিয়ে ধন্দ
- চার মাস ধরে সমিতি না থাকায় বৈঠক হয়নি, প্রভাব রোগী পরিষেবায়
- ২৪টি মেডিকেলে সমিতির সদস্যপদে জনপ্রতিনিধিদের নাম জানাল স্বাস্থ্য দপ্তর

শুরুতেই ব্যাপক সাড়া 'শিল্পের সমাধানে' শিবিরে

নিউজ ব্যুরো

২ ডিসেম্বর : সমগ্র রাজ্য সহ গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 'শিল্পের সমাধানে' কর্মসূচি শুরু হয়েছে। মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতেই এই কর্মসূচি বলে জানা গিয়েছে। পুরাতন মালদা ব্লক অফিসে এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন দপ্তর সমন্বয়ে দুয়ারের সরকারের ধাঁচে বিশেষ শিবির শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিবিরে এমএসএমই দপ্তরের সকল প্রকল্প, কৃষি, শিক্ষা সহ একাধিক দপ্তর মিলিয়ে ১২টি স্টল বসানো হয়। এছাড়াও শিবিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়েছেন।

'শিল্পের সমাধানে' কর্মসূচি শুরু হয়েছে হবিবপুর ও বামনগোলাতেও। এদিন হবিবপুরের শিবিরগুলি পরিদর্শন করলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। অতিরিক্ত জেলা শাসককে (শিল্প) সঙ্গে নিয়ে তিনি হবিবপুরে অনুষ্ঠিত শিবিরগুলি খতিয়ে দেখেন। শিবিরগুলির মধ্যে রয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, উদ্যান পালন, কারিগরি শিক্ষা, কৃষি, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, বস্ত্র দপ্তর, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সহ বিভিন্ন স্টল।

এদিন থেকে দুই দফায় কুশমণ্ডি ব্লক অফিসে শুরু হল ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা শিবির। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে ৭ দিন ধরে দুই দফায় মোট ১৪ দিনের এই প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন ব্যবসায় উদ্যোগী তরুণ-তরুণীরা। একথা জানিয়েছেন ব্লক শিল্প আধিকারিক অমিত মজুমদার। বিডিও নয়না দে জানিয়েছেন, বেকার যুবক-যুবতীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার।

কুমারগঞ্জ ব্লকে শিল্প ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সোমবার থেকে শুরু হল ছয়দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি 'শিল্পের সমাধানে-এমএসএমই ক্যাম্পস'। কুমারগঞ্জ ব্লকের বিডিও অফিসের আত্রেয়ী ভবনে এই ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস। এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য স্থানীয়দের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও সুযোগসুবিধার সঙ্গে পরিচিত করা এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন। প্রথম দিনেই ৩৭ জন উপভোক্তা আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। আয়োজকরা আশা করছেন, প্রতিদিন উপভোক্তাদের সংখ্যা বাড়বে এবং এই কর্মসূচি স্থানীয় জনগণের মধ্যে শিল্প, শিক্ষা ও উন্নয়নের প্রতি সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে। প্রশাসনের তরফে এই ধরনের কর্মসূচি এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

মিলায় গদি তর্কে বহুদূর

প্রথম পাতার পর

নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, এজন্য চূড়ান্ত ভোটের হার জানাতে দেরি হয়। হিসেবটাও পালটে যায়। তা বলে এই কয় ঘণ্টায় এত ভোট! তবে কি সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি? কংগ্রেস বলছে, অত ভোটের জন্য যে লম্বা লাইন থাকার কথা, তা ছিল না। সে যাই হোক, তা বলে ফারাক হবে ৭৬ লক্ষের? আরও আশ্চর্যের, একইসঙ্গে ভোট হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের বিধানসভার। সেখানে ভোট হয়েছিল দুই পর্বে। সেখানে এক পর্বে ভোট বেড়েছে ২ এবং পরের পর্বে ১ পার্সেন্ট। সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটায় ভোটের পার্সেন্ট ছিল ৬৪.৮৬। রাত সাড়ে এগারোটায় বেড়ে হয়েছিল ৬৬.৪৮।

এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কোন লজিকে? অঙ্ক সত্যিই বেশ কঠিন। এই প্রথম নয়। এ বছরই হয়েছে লোকসভার ভোট। সেখানেও প্রথম আর শেষ ফলের মধ্যে ফারাক ছিল সাড়ে ৫ লক্ষের। ইভিএমে রেকর্ড হওয়া এবং গোনা কিংবা না-গোনা ভোটের পার্থক্য ওটা। গণতান্ত্রিক অধিকারের নজরদার এডিআর জানাচ্ছে, ৩৬২টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়ার পরেও সাড়ে পাঁচ লাখ ভোট গোনা হয়নি। আবার ১৭৬টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়া ভোটের থেকে ৩৫ হাজার বেশি ভোট গোনা হয়েছে।

বিকেল পাঁচটায় ভোটের প্রাথমিক হিসেব থেকে সাড়ে এগারোটার চূড়ান্ত হিসেব পর্যন্ত সময় সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ঝাড়খণ্ডে বাড়তি ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৯ হাজার। ১.৬২ পার্সেন্ট। সেখানে মহারাষ্ট্রে বাড়তি ভোট ৭.৮৬ পার্সেন্ট! আরেকটা হিসেব কষা যাক। ধরা যাক, মহারাষ্ট্রে বিকেল পাঁচটায় ভোট শেষ হওয়ার সময় একটা বুথে এক হাজার ভোটার দাঁড়িয়েছিলেন। ধরা যাক, সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি সেই বুথে। এও ধরা যাক, এক-একজন ভোটার এক মিনিটে একটা ভোট দিয়েছেন। তা হলে এক হাজার মিনিট দাঁড়ায় ১৬ ঘণ্টার বেশি। অথচ বাড়তি সময় হল সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৬ লাখ বাড়তি ভোট এল কোথা থেকে? কে জানে! মিনিটে একটা ভোট কিন্তু রোবটও দিতে পারবে না।

আমি সেই ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে অষ্টরম্ভা। যাঁরা অঙ্কে সড়োগড়ো তাঁরা মিলিয়ে নেবেন। আমাদের মাননীয়া অর্থমন্ত্রীর স্বামী পারকলা প্রভাকর এমনই হিসেব দিয়েছেন। তিনি নামী অর্থনীতিবিদ। এ সব অঙ্কে তাঁরও ধন্দ কাটেনি। নির্বাচন কমিশন অবশ্য দাবি করেছে, এ সব আশঙ্কা নেহাতই অমূলক। মেলাবেন তারা মেলাবেন। তারা কংগ্রেসকে তর্কযুদ্ধে ডাক দিয়েছে। আর বাকিদের কাছে বিশ্বাসে মিলায় গদি, তর্কে বহুদূর।

তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : শহরের সাত নম্বর ওয়ার্ডে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জে। সোমবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে বাড়ির মালিক অভিযুক্ত বিপুল রায়ের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ওই গৃহবধূকে মেডিকেল টেস্টের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়েছে। ওই গৃহবধূর বাড়ি মুর্শিদাবাদে। কর্মসূত্রে স্বামী ও স্ত্রী রায়গঞ্জে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। অভিযুক্ত বাড়ির মালিক এলাকার প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত।

পেশায় ফল ব্যবসায়ী স্বামীর বক্তব্য, 'আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। দীর্ঘদিন ধরে রায়গঞ্জের মোহনবাটী বাজারে ফলের ব্যবসা করি। সেই সূত্রে রায়গঞ্জ শহরের নেতাজিপল্লি এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকি। আমি কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলাম, সেসময় আমার স্ত্রী একাই ছিল। সেই সুযোগ নিয়ে ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে বাড়ির মালিক। কাজ সেরে বাড়িতে আসার পর সমস্ত বিষয় আমাকে জানায় আমার স্ত্রী। এরপর রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।'

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত বিপুল রায় পলাতক বলে জানা গিয়েছে।'

বইমেলার বৈঠক

কালিয়াগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : আসন্ন ৩০তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা সাফল্যমণ্ডিত করতে বইমেলার সমস্ত সাব কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হল কালিয়াগঞ্জে। সোমবার বিকেলে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বিবেকানন্দ পুরউৎসব ভবনে এই বৈঠক হয়। আগামী ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত কালিয়াগঞ্জ পার্বতীসুন্দরী হাইস্কুলের মাঠে চলবে জেলা বইমেলা।

উদ্বেগে দক্ষিণ দিনাজপুর প্রশাসন

অপরিণত গর্ভধারণ, ক্রমশ বাড়ছে স্কুলছুট

সাজাহান আলি

মোমবাতি হাতে গ্রামের মহিলারা কুমারগঞ্জের বড়ম এলাকায়। সংবাদচিত্র।

কুমারগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগেই স্কুলছাত্রী তথা নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ব্লক সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আজও অব্যাহত। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে নানা কর্মসূচি চললেও এখনও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। নাবালিকা বিয়ে ঠেকাতে গত বছর সরকারি অভিযান চালু করে জেলা প্রশাসন। কিন্তু বাবা-মাকে বোঝানো, কাউন্সেলিং, এমনকি গ্রেপ্তারির হুমকিতেও এই প্রবণতা আটকানো যাচ্ছে না। গ্রাম থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত শিশু সুরক্ষা কমিটি, কন্যাশ্রী চালু রয়েছে। কিন্তু তারপরেও পরিসংখ্যানের নিরিখে নাবালিকা বিয়েতে রাজ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর। এতে বাড়ছে অপরিণত গর্ভধারণ, ছাত্রীদের স্কুলছুটের প্রবণতাও।

কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ব্লক সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ২০২৫ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতা অভিযান চলছে। এবারের অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, মেয়েদের সচেতন করতে গ্রামীণ মেয়েদের এই কর্মসূচির সামনের সারিতে নিয়ে আসা। গ্রামীণ মেয়েদের নেতৃত্বে কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট সহ জেলাজুড়ে জোরকদমে চলছে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান।

রবি ও সোমবার মহিলাদের নিয়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয় কুমারগঞ্জ ব্লকের পাইকপাড়া, বড়ম, জাখিরপুর, বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুর ও তারাগঞ্জে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শক্তি বাহিনী ও মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় এসব কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন চন্দনা সরকার, সাহানাজ বেগম, মণিকা মাহাতো, রুকসানা পারভিন, দিলরুবা খাতুনরা। এসব কর্মসূচিতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জনপ্রতিনিধিরা, স্বাস্থ্য দপ্তরের লোকজন উপস্থিত থাকছেন। পথসভা ও মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান চলছে।

জেলা শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'জেলার ১৫০টি পাইলট ভিলেজে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলার ১৬৩২টি গ্রামকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পর্বের সচেতনতা অভিযান চলবে। ১০ তারিখ আরও বড় কর্মসূচি নেওয়া হবে। দক্ষিণ দিনাজপুরকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন অনেকেই।'

জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক বিপ্লব সেন বলছেন, 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বিষয়ে জেলাজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি খুব ভালোভাবে চলছে। আশা করছি, ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা এই জেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করতে পারব।' একই বক্তব্য জেলা সিডব্লিউসি'র চেয়ারপার্সন মন্দিরা রায়েরও।

নিউজিল্যান্ডে পাড়ি হোমের নাবালিকার

কন্যা পেয়ে খুশি নতুন বাবা-মা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : কে বলে মেয়েরা অবাঞ্ছিত? চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও শুধুমাত্র কন্যাসন্তানেরই টানে এক দম্পতি সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে কোচবিহারে ছুটে এলেন। সরকারি সমস্ত নিয়মবিধি মেনে মঙ্গলবার কোচবিহারের বাবুরহাট এলাকায় মেয়েদের সরকারি হোম শহিদ বন্দনা থেকে এক আবাসিক তথা কন্যাসন্তানকে নিয়ে তাঁরা নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবেন। সোমবার ওই দম্পতি শহিদ বন্দনায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি 'নতুন' কন্যার সঙ্গেও কথা বলেন।

গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট হোমটিতে ব্যাপক খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অর্পিতা পাইন বলেন, 'সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে ওই দম্পতি মঙ্গলবার বাচ্চাটিকে নিয়ে নিউজিল্যান্ডে রওনা হবেন। হোমের আবাসিকরা এমন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলে খুবই ভালো লাগে। আমরা খুবই খুশি।' প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে এই হোম থেকে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ইতালি গিয়েছে। সেবারও বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এমনই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছিল।

হোম সূত্রে খবর, যে আবাসিকের নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সে কোচবিহারের সিস্টার নিবেদিতার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তারা সাত ভাইবোন। কোচবিহারের বাসিন্দা দিন-আনি দিন-খাই পরিবারটির স্বামী-স্ত্রী এক বিশেষ অসুখে ২০২০ সালে মারা যান। এতে সাত ভাইবোন অথই জলে পড়ে। তবে পাঁচ বোনের মধ্যে দুই বোনের দায়িত্ব তাঁদের পরিজনেরা নেন। শহিদ বন্দনা হোমে বাকি তিন বোনের ঠাঁই হয়। দুই ভাই জলপাইগুড়ির কোরক হোমে রয়েছে। শহিদ বন্দনা হোমে থাকা তিন বোনের মধ্যে ছোটটিই নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে।

প্রশাসনিক সমস্ত নিয়ম মেনে তাকে নিতে 'নতুন বাবা-মা' জোসেফ রাজারাম রাও ও নাতাশা রাও ইতিমধ্যে শহিদ বন্দনা হোমে চলে এসেছেন। নিয়ম মেনে অনেকদিন ধরেই প্রতি সপ্তাহে মেয়েটির সঙ্গে অনলাইনে তার নতুন বাবা-মায়ের সাক্ষাৎ করানো হত। সোমবার ওই দম্পতি কোচবিহারে এসে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে খুব খুশি হয়েছেন। ওই নাবালিকাও নতুন বাবা-মাকে পেয়ে খুবই খুশি। ওই দম্পতি নাবালিকার স্কুলেও যাবেন বলে খবর।

চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও কেন একটি মেয়েকে দত্তক নেওয়ার জন্য এত দূর থেকে কোচবিহারে এলেন? জোসেফ-নাতাশার কথায়, 'চার ছেলে থাকলেও আমাদের কোনও মেয়ে ছিল না। কিন্তু একটি মেয়ের জন্য আমাদের খুবই শখ। বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের এই ইচ্ছে পূরণ করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত মেয়ে হিসেবে এই কন্যাসন্তানকে দত্তক নিলাম।' কী কারণে ভারত থেকে কন্যাসন্তান দত্তক নেওয়ার কথাটাই ভাবনায় এল? জোসেফ বললেন, 'চেন্নাইতে আমাদের বাড়ি ছিল। ১৯৭০ সালে বাবা পরিবার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে চলে যান। পারিবারিক সূত্রে ভারতের প্রতি টান থেকে এই সিদ্ধান্ত।'

এদিকে, হোমের আবাসিকদের অনেকেরই মুখে হাসি, চোখে জল। তাদেরই একজনের কথায়, 'এভাবেই সবার ভালো হলে তার থেকে ভালো আর কিছুই হয় না।'

ডাকাতিতে ধৃতের পুলিশ হেপাজত

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আদালতে পেশ করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অবিনাশ কুমার। বাড়ি বিহারের বৈশালী জেলার হাজিপুরে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'একজনকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি হেপাজতে নিয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।'

গত বছর এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্থিত রিলায়েন্স জুয়েলারিতে দিনেদুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পহেলা বৈশাখের ঠিক আগের দিন চৈত্র সংক্রান্তিতে এই ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশসূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মাস কয়েক আগে রানাঘাটে একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার সঙ্গেও অভিযুক্ত জড়িত থাকতে পারে বলে গোয়েন্দা পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান।

শান্তিসেনা চান মমতা

প্রথম পাতার পর

আমি চাইব তাঁদের ওপর যেন কোনও অত্যাচার না হয়।'

এরপর সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লোকেদের ফিরিয়ে দিতে চাইলে আমরা তাঁদের এখানে ব্যবস্থা করে দেব। আমি আধখানা রুটি খেতে পেলে ওদেরও আধখানা রুটি জুটবে। আমি ইসকনের সঙ্গে কথা বলেছি। জাতীয় পতাকার এইভাবে অপমান হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার যেন রাষ্ট্রসংঘের কাছে শান্তিসেনা পাঠানোর জন্য আবেদন করে।' বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি পাঠাতে চলেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে যে মৎস্যজীবীরা আটকে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদ

গঙ্গারামপুর ও গাজোল, ২ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবিতে সোমবার গঙ্গারামপুরে পথে নামল 'জাগ্রত হিন্দু সমাজ'। এদিন গঙ্গারামপুর শপিং প্লাজা থেকে মিছিল শুরু হয়। চৌপথি মোড়, নিউ মার্কেট, লোকনাথ মন্দির হয়ে পুনরায় শপিং প্লাজার সামনে এসে শেষ হয়। পদযাত্রায় পা মেলান গঙ্গারামপুরের তিন শতাধিক মানুষ। পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন 'গঙ্গারামপুর জাগ্রত হিন্দু সমাজ'-য়ের সম্পাদক অর্জুন হালদার, সভাপতি সুজন ঘোষ, সংগঠনের অন্যতম সদস্য তরুণ সরকার, দেবাশিস ভট্টাচার্য, রাজেশ সাহা প্রমুখ । বিকেলে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের সমর্থনে একটি পথসভা হয়। এছাড়া শপিংপ্লাজা এলাকায় পথসভা করা হয়।

পাশাপাশি প্রতিবাদে রবিবার রাস্তায় নামল গাজোলের একটি হিন্দু সংগঠন। প্রতিবাদে শামিল হন প্রচুর সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধের দাবিতে মুখর হন তাঁরা। এদিন বিকেলে বাসস্ট্যান্ডে শুরু হয় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। এরপর গাজোলের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

সংগঠনের তরফে প্রদ্যুৎকুমার সর্দার বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এবং হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার চলছে। গোটা দেশে বহু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে এবং ধৃত সন্ন্যাসীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এদিন আমাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি।'

মঙ্গলবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩ ডিসেম্বর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৪ সংখ্যা

ভোটের হেঁয়ালি

রাজনীতি সর্বদা সরল পথ নয়, মাঝেমধ্যে বাঁকা পথও ধরে। তাই তার সব জট খোলে না। কিছু মুড়ে থাকে গভীর রহস্যে। হালের ভারতীয় রাজনীতি তার নজির। ২০২৩-এর নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং এ বছর হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের ফল হেঁয়ালি তৈরি করেছে। মাত্র পাঁচ মাসে ভোটারদের মন ও চরিত্র বদল প্রায় ব্যাখ্যাতীত।

রাজনীতির সমস্ত ধারণা, সমীক্ষা, ব্যাখ্যা উড়িয়ে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে সাত শতাংশ ভোট বাড়িয়ে জিতেছিল বিজেপি। এবার মহারাষ্ট্রে ১৪ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতল। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এখনও কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল কোনও ভোটে এমন দাপট দেখাতে পারেনি। অথচ গত জুলাইয়ের লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে মোদির ভাবমূর্তি ও জোটের ছবিটা ছিল ফ্যাকাশে।

তখন বিরোধীদের তুলনায় বিজেপির শুধু ২৮টি আসন নয়, কমেছিল এক শতাংশ ভোটও। পাঁচ মাস পর যেন ভোজবাজিতে ২৮৮ আসনের বিধানসভায় বিজেপি জোট চমকপ্রদ সাফল্য পেল। হরিয়ানার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভোটের বেশ মিল। হরিয়ানায় টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় বিজেপি। অথচ ওই রাজ্যেই কৃষি আইন, মহিলা কুস্তিগিরদের উপর যৌন নির্যাতন ঘিরে প্রবল বিজেপি বিরোধী হাওয়া উঠেছিল।

বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে হরিয়ানায় কংগ্রেসের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। বাস্তবে বিজেপি একা জিতল ৪৮ আসন! কীভাবে সম্ভব হল? ২০২১-এ এমন ছবি দেখেছে পশ্চিমবঙ্গও। তাহলে কি নেপথ্যে আছে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল, জাঠ নেতা ভূপিন্দর সিং নির্ভরতা, দলিত নেত্রী কুমারী শৈলজার গোসা? সেই রহস্যও অনাবৃত। বিজেপি যে এমন ফল আশা করেনি, তার প্রমাণ মোদির সভার বহর। দেওয়াল লিখন পড়েই মোদি হরিয়ানায় মাত্র আটটি জনসভা করেন। মহারাষ্ট্রে করলেন ন'টি।

এই প্রথম কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল লোকসভা ভোটে পর্যুদস্ত হলেও মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে চমক দেখাল। এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ধাঁচে 'লাডলি বহেনা' প্রকল্পের ফল? বিজেপির স্ট্রাইক রেট বাড়াতে 'বহেনা'রা যে যথেষ্ট নন, তার প্রমাণ ঝাড়খণ্ডে বিজেপির 'গোগো দিদি যোজনা'র প্রতিশ্রুতি। ওই প্রকল্প হেমন্ত সোরেনের 'মাইয়া সম্মান যোজনা'কে হারাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওই রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে হেমন্ত দিচ্ছেন হাজার টাকা করে। কিন্তু মোদির গ্যারান্টি ছিল ২১০০ টাকা! একটি বেসরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী, 'লাডলি বহেনা'র জন্য বিজেপি জোটের ভোট বেড়েছে চার শতাংশ। তাহলে বাকি ১০ শতাংশ বাড়ল কীভাবে? দেশের কোথায় ১৪৮ আসনে লড়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতেছে? যেখানে পাঁচ মাস আগে ৪৮ লোকসভা আসনের মাত্র ১৭টি আসন জুটেছিল? এই হেঁয়ালির জট ছাড়াবে কে?

চারটি বিষয় স্পষ্ট, লাডলি বহেন যোজনা, আরএসএসের মাঠে নামা, ধর্মীয় মেরুকরণ ও মোদির আকর্ষণ। লোকসভা ভোটে আরএসএস নীরব বলে প্রচার ছিল। প্রশ্ন, তাহলে ঝাড়খণ্ডে তারা কিছু করতে পারল না কেন? হেমন্তর জেলযাত্রায় দুর্নীতির অভিযোগ আমল পেল না। নিষ্প্রভ হল মেরুকরণও।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে এবার তিনটি স্লোগান জনপ্রিয়। প্রথমত, 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' অর্থাৎ হিন্দুরা ভাগ হলে মুসলমানদের মার খেতে হবে। দ্বিতীয়ত, 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়', মানে জোটবদ্ধ থাকলে নিরাপদ। তৃতীয়টি মোদির 'রোটি, বেটি, মাটি বাঁচাও।' সার কথা, বাংলাদেশি মুসলমানরা ঝাড়খণ্ডে ঢুকে আদিবাসীদের রুটিতে ভাগ বসিয়ে মেয়েদের বিয়ে করে জমি দখল করছে। এমন শঙ্কা মহারাষ্ট্রে সুনামি ঘটালেও ঝাড়খণ্ডে মুখ থুবড়ে পড়ল। তাই চার রাজ্যের ভোট রাজনীতি হেঁয়ালি বই অন্য কিছু নয়।

অমৃতধারা

স্মৃতি তোমাকে হয় বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দেয়, নয়তো জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার স্মৃতি, তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক, আত্মার ব্যপ্তিকে সংকুচিত করে। স্মৃতির বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়ে যাও। যে স্মৃতি তোমার আত্মস্বভাবের, অপরিবর্তনীয় আত্মচেতনার, তা তোমার চেতনাকে প্রসারিত করে, উন্নীত করে, তোমাকে মুক্তি দেয়। তুমি আজকে যা হয়েছ, তা তোমার স্মৃতির জন্যই হয়েছ। তুমি যদি মূর্খ হও তার কারণও তোমার স্মৃতি, আবার তুমি যদি জ্ঞানী হও তার কারণও তোমার স্মৃতি। অনন্তকে ভুললেই দুঃখ আর তুচ্ছকে ভুললেই আনন্দ।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

অসমিয়া রামায়ণ এবং কছাড়িদের কথা

অসমিয়া রামায়ণ ইতিহাসে থাকবে, কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে জনজাতি গোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, সেটা প্রশ্ন!

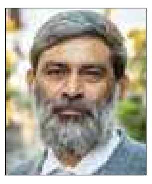

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

দিমাসা-কছাড়ি রাজধানী। ডিমাপুরে।

পৃথিবীর প্রাচীন ও প্রভাবশালী লোকপুরাণ বা মহাকাব্যগুলোর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ৭ম শতকে রচিত সংস্কৃত ভাষার বাল্মীকি-রামায়ণ অন্যতম। যুগের পর যুগ ধরে এত ভাষায় রামায়ণ পূর্ববর্তী মেসোপটেমিয়ান গিলগামেশ কাব্য বা গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড-ওডিসিও অনূদিত হয়েছে কি না সন্দেহ। স্বভাবতই ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ বা বিনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে অনেকেই। ১৪০০ শতাব্দীতে অসমিয়া রামায়ণ নির্মিত হয়েছে এবং সংস্কৃত রামায়ণের এই অনুবাদটি অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন। সাহিত্যের প্রাচীনত্ব বিচার করে ভারত সরকার অসমিয়াকে সম্প্রতি ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদাও দিয়েছে। কিন্তু যেটা পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছে সেটা হল, অসমিয়া-রামায়ণ অনুবাদের পেছনে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা উত্তরবঙ্গের একটি জনজাতিগোষ্ঠীর পূর্বসূরিদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। অসমিয়া রামায়ণ হয়তো ইতিহাসে থাকবে কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে ডার্করুমে থাকা এই জনজাতিগোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, এটা একটা প্রশ্ন!

আমরা জানি ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ তথা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে অসমিয়ার খ্যাতি। সে ঠিক আছে। কিন্তু 'চর্যাপদ', 'অসমিয়া প্রহ্লাদ চরিত'-র পাশাপাশি যেই না অসমিয়া রামায়ণ, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-এর দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে, তখনই এসে যাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনজাতি, তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী, দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদের কথা। ইতিহাস বলছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মাসক্ত এই কছাড়িদের ঐকান্তিক উৎসাহেই অসমিয়া ভাষার অন্যতম আদি নিদর্শন, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নির্মিত হতে পেরেছিল। আর সেই রামায়ণই যে এতদিন পরে অসমিয়াকে ধ্রুপদি তকমা এনে দিল, সেটা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। অনেকেই জানেন এই কছাড়িদেরই জাতিগত বংশধর বা উত্তরসূরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-তরাইয়ের মেচি থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রাচীনতম অধিবাসী, মেচ বা বোড়োরা। বোড়ো-কছাড়ি, দিমাসা-কছাড়ি, হোজাই-কছাড়ি, মদাহি-কছাড়ি, মেচ-কছাড়ি, সোনোয়াল-কছাড়ি, এরকম বিভিন্ন নামে আদি কছাড়িদের বংশধররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনপদে। নার্জিনারি, বসুমাতা, মোছারি, ঈশ্বরারি, ব্রহ্ম, শৈব পদবি ব্যবহারকারী বর্তমান পশ্চিমবাংলার তরাই-ডুয়ার্সের হাজার হাজার জনজাতির মানুষও এই দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদেরই বংশধর। উত্তরবঙ্গে এঁদের মধ্যে গাবুর, মণ্ডল, কার্জি, সুব্বা, ঠাকুর পদবিরও ব্যবহার আছে। বোড়ো হিসেবে পরিচিত হলেও বোড়ো-কছাড়ি এঁদের আদি জাতিনাম। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, অসমিয়া রামায়ণ নির্মাণে তৎকালীন অহোমদের চাইতেও সক্রিয় হয়েছিল কছাড়িরা।

অসমিয়া রামায়ণ ও তাতে কছাড়িদের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, রাজায় রাজায় বিরোধ থাকলেও, দীর্ঘ বৈরিতা, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক লড়াইয়ের দীর্ঘ পরম্পরা থাকলেও, প্রতিপক্ষের শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভাষা-সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে কেউ কেউ ইতিহাসের স্যালুটও আদায় করেছে! কছাড়িরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আধুনিক অসমে অসমিয়া-বোড়ো-কছাড়ি সম্পর্ক অবশ্য ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে! বর্তমান অসম সরকারের অনুপ্রেরণায় দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক 'বোড়োল্যান্ড উৎসবে' বোড়োদের প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তারই সাম্প্রতিকতম নজির। মধ্যযুগীয় ভারতে, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষ হলেও অসমিয়া ভাষার বিকাশে পাশে দাঁড়িয়েছিল অধুনালুপ্ত দিমাসা-কছাড়ি জনজাতি রাজতন্ত্র (১০ম শতাব্দী-১৮৫৪ খ্রিঃ) আর তখনকার রেশমমানবগোষ্ঠী, দিমাসা-কছাড়িরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ধানসিঁড়ি, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যপাট-রাজতন্ত্রও এখন নেই, রাজারাও আর নেই। কিন্তু ইতিহাস আছে। সেসব ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে বিতর্কও আছে। তর্ক থাকুক! কিন্তু এসব ইতিহাস আমাদের অসম, অসমিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক অজানা কাহিনীর সামনে এনে দাঁড় করায়। অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বর তত্ত্ব তালাশ করতে গেলে এই কছাড়িদের কথা, তাঁদের তৃতীয় রাজা, মহামণিফা'র (আনুঃ ১৩৩০-১৩৭০ খ্রিঃ) কথা আসবেই! চতুর্দশ শতাব্দীর এই দিমাসা-কছাড়ি রাজা, মহামণিফা, ডিমাপুরের কছাড়ি রাজধানীতে রাজত্ব করতেন। প্রাপ্ত ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, মোটামুটি একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে কছাড়িদের স্বাধীন রাজত্ব ছিল। কছাড়িদের মতো দীর্ঘকাল ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতে অহোম বা কোচ রাজবংশও রাজত্ব করতে পারেনি। কছাড়ি রাজা মহামণিফার (মতান্তরে মহামাণিক্য) রাজসভার সভাকবি ছিলেন, মাধব কন্দলী। তার অনূদিত রামায়ণটি 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নামে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ৭০০-৮০০ বছর আগের কথা। এসব দিন-তারিখ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্কও আছে। যাই হোক, অসমিয়া ভাষার প্রাচীনতার অন্যতম সাক্ষ্য হিসেবে আরও দু'-একটি সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে কছাড়ি রাজার অনুপ্রেরণায় অনূদিত মাধব কন্দলীর এই 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-কেও ধরা হয়। জানা যায়, ১৮৯৯ খ্রিস্ট্রাব্দে এই রামায়ণ প্রথম ছাপা হয়। মাধব কন্দলীর রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ড দুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে পরে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মাধবদেব ওই দুটি কাণ্ড মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এই অবিসংবাদিত আদিকবি, মাধব কন্দলীকে তাই 'অসমের কালিদাস'ও বলা হয়। জানা যায়, শ্রীমন্ত শংকরদেব তাঁকে 'অপ্রমাদী কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। কছাড়িদের উৎসাহে চতুর্দশ শতকে অসমিয়া রামায়ণের জন্ম হলেও পরের শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৯০ খ্রিঃ) এবং তারপরের শতকের প্রথমার্ধে (১৫২৬ ও ১৫৩৬ খ্রিঃ) কছাড়িদের সঙ্গে অহোমদের বড়সড়ো তিনটি যুদ্ধের কথা জানা যায়। অহোম আক্রমণের ফলে কছাড়িরা তাদের রাজধানী ডিমাপুর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে মাইবঙে সরিয়েও নিয়েছিল। ১৫৪০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাইবঙে ছিল দিমাসা-কছাড়িদের রাজধানী। কছাড়ি রাজ্যের ওপর মহাপরাক্রমশালী কোচ সেনাপতি, চিলা রায়ও আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান অসমের শিলচরের অনতিদূরে খাসপুরে কছাড়িরা তাদের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাসপুরে ছিল দিমাসা-কছাড়ি রাজ্যের শেষ রাজধানী। একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অহোমদের সঙ্গে এমনই বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে, রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সমঝোতার মধ্যে কছাড়িরা অন্তত এক হাজার বছর ধরে তাদের জনজাতীয় রাজ্যপাট চালিয়েছিল। এখন রাজা নেই, রাজ্যপাট নেই, শুধু পরম্পরাগত ভাষা, সংস্কৃতি আর তাদের গর্বের লোকচর্যা নিয়ে বিভিন্ন নামে কছাড়ি জাতিটি আছে। আর থেকে গিয়েছে তাদের অতীতের রাজনৈতিক শত্রুপক্ষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মাননাজ্ঞাপনের গৌরবময় ও নজিরবিহীন ইতিহাস। কছাড়িদের জাতিনাম থেকেই অসমের কাছাড় জেলার নাম। কছাড়ি লোকপুরাণে মহাভারতেরও আশ্চর্যজনক প্রভাব আছে। কছাড়িরা নিজেদের হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের বংশধরও মনে করে। কছাড়ি লোকপুরাণ অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসের সময় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কছাড়ি রাজকুমারী, হিড়িম্বার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করে। ভীম-হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ একসময় কছাড়ি রাজ্যের অধিপতিও হয়। এ কারণে ডিমাপুরকে কছাড়িরা হিড়িম্বাপুরও বলেছে।

ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়।

ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়। এর আগে, ভারতে, দ্রাবিড় ভাষাবংশীয় তামিল ভাষায় রামায়ণ বিনির্মাণ করেছিলেন, আদি তামিল কবি, কাম্পান। কৃত্তিবাস ওঝা, গৌড়ের রাজার উৎসাহে রামপাঁচালি বা বাংলা রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী হয়ে, কছাড়ির মতো একটি জনজাতিগোষ্ঠী ভারতীয় আর্য ভাষা পরিবারের অসমিয়া ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে উৎসাহ দিচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত সম্ভবত বিরল।

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৮৯

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ।

আলোচিত

অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে, ভাবার দরকার নেই। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকে। নাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বিয়ের সংগীতানুষ্ঠানে সলমন ও গোবিন্দার বিখ্যাত ছবি পার্টনারে 'সোনি দে নখরে' গানে নেচে ভাইরাল বাপব্যাটা। দুজনের পরনে কালো কুর্তা-পাজামা, চোখে গগলস। অতিথিরা মঞ্চের চারপাশে বসে। আর তাঁরা দুজনে গানের তালে নাচছেন। মুগ্ধ অতিথিরা।

ভাইরাল/২

কোবরা মাত্রই বিষাক্ত। একজন বাড়িতে কোবরা পুষেছেন। সেই কোবরার সঙ্গে খেলছেন ব্যক্তিটি। সাপের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মাথা চেপে ধরছেন। সাপটি কখনো-কখনো রেগে গিয়ে ফণা তুললেও কামড়াচ্ছে না। মানুষ-সাপের বিরল মিথস্ক্রিয়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

চাই সামাজিক ব্যাধিমুক্ত কৈশোর

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। শিলিগুড়ি শহরে ধর্ষণে অভিযুক্ত এক তেরো বছরের কিশোর! প্রশ্ন হল, কৈশোরে অপরিণত মনে এই অযাচিত কামক্ষুধা জাগল কীভাবে? এই ঘটনা শুধু এখানকার নয়, সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘটেই চলেছে। সৌজন্যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি।

বিশ্বায়নের গতিতে ডুবে থাকা আজকের কর্মব্যস্ত বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি কম নজরদারি, যৌথ পরিবারে ভাঙন, দাদু-ঠাকুমা, জ্যাঠা-কাকাবিহীন অণু পরিবারের শিশু-কিশোরদের একাকিত্বের সঙ্গী ওই মোবাইল ফোন। যাতে শিক্ষা বা বিনোদনের সঙ্গে অবাধ যৌনতা সুচারুভাবে তাদের অপরিণত মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। তাই একটি কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই বিষাক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। বাড়ছে সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণব্যাধি। এই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি অধিক নজর দেওয়া, স্নেহের পাশাপাশি উপযুক্ত শাসন। সেইসঙ্গে স্কুলের উচিত, সৃষ্টিমূলক কাজে শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করা, তাদের একাকিত্ব দূর করা। সর্বোপরি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া। মোবাইল ফোন অপেক্ষা খেলাধুলো এবং বই পড়ার নেশা শিশু-কিশোরদের মধ্যে তৈরি করা। এতেই রক্ষা পাবে কৈশোর। নতুবা প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় দৌড়াতে গিয়ে ঝরে যাবে নিষ্পাপ কৈশোর। বাড়বে সামাজিক ব্যাধি।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, শিলিগুড়ি।

জাতীয় পতাকার মান কি এতই ঠুনকো?

কোনও দেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, নির্দিষ্ট কিছু মানুষের অপমানে তার গরিমা নষ্ট হবে। এমন মানুষের সংখ্যা এদেশেও কম নেই, যাঁরা নিজেদের জাতীয় পতাকাকে শুধুমাত্র কাগজ কিংবা কাপড়ের টুকরো ভাবেন। একইভাবে ওই মূর্খ দেশেও সেইরকম মানুষের সংখ্যা কম নেই।

এদেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, ওরা অবমাননা করলেই এর গরিমা নষ্ট হবে। সেটা বোঝার ক্ষমতা ওদের হোক। যতদিন না হবে, ততদিন অনুন্নত বর্বর জাতি হিসেবেই ওরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পাবে।

রাহুল দাস
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

গ্রামীণ শিক্ষার সাপলুডোয় বিপন্ন পড়ুয়া

সরকারি স্কুলকে কাঁদিয়ে অভিভাবকরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান। পরে হঠাৎ ফিরে আসেন। দু'কুলই যায় পড়ুয়াদের।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

ধরে নিচ্ছি মেয়েটির নাম 'খুশি'। খুশি প্রতীকী নাম। কেননা একসময় সে আপন খেয়ালখুশিতে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে যেত। অন্য অনেকের মতো সে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত না। সব কথার চটপট হাসিখুশি উত্তর। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিতে সবাই যখন কেবল 'অ-আ' স্তরে থাকে, খুশি এক বিরল অধ্যবসায়ের কারণে- দশের ঘর পর্যন্ত নামতা বলতে ও লিখতে পারত। কত ছড়া মুখে খই ফোটার মতো ফুটত।

গ্রামগঞ্জের এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উল্কার মতো মাঝে মাঝে যেন কোনও জগৎ থেকে এসে পড়ে! তাক লাগিয়ে দেয়। তার চেয়েও বড় কথা খুশি বিরল প্রতিভা, কেননা সে 'ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার'। তার বাড়ির কেউ কস্মিনকালেও লেখাপড়াই শেখেনি। নিজে নিজে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে, পাশের বাড়ির কোনও শিক্ষিত পিসির কাছে গিয়ে সবকিছু খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

প্রাক প্রাথমিক থেকে ধাপে ধাপে সে উঁচু ক্লাসে ওঠে। সে তো সেরার সেরা। সে 'উদাহরণ' প্রাইমারি স্কুলটির। ক্লাস থ্রি-তে তার ইংরেজি বই ঝরঝর করে রিডিং পড়ে মানে করে দিতে পারে। অঙ্ক চোখের নিমেষে সমাধান। বাংলা তো মাতৃভাষা! কাজেই নীল আকাশের বুকে সে বাংলাভাষার পতাকা পতপত করে ওড়াবেই।

শিক্ষক-অভিভাবক সভায় খুশি ও তার মতো এগিয়ে থাকা বাচ্চারাই স্কুলের মুখরক্ষার ঢাল। মাস্টারমশাইরা অভিভাবকদের সামনে জোর গলায় বলছেন- 'ছেলেমেয়েকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান, তাহলে আপনার সন্তানও ওদের মতো হবে।'

শিক্ষক মহাশয়দের সমস্ত নীতিবাক্য আপ্তবাক্যকে বৃথা করে দিয়ে, সরকারি স্কুলকে দু'চোখের জলে কাঁদিয়ে তাঁরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান এখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠা 'নন-ব্র্যান্ডেড' প্রাইভেট স্কুল, মিশন ও মাদ্রাসায়। দু'চোখে স্বপ্ন! সরকারি স্কুলের থেকে সন্তান আরও ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের মতো মানুষ হবে। যদিও সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্যতামান সরকার ঠিক করেনি, যদিও সেখানে দুপুরে খেতে দেওয়া হয় না, যদিও মাসে মাসে বেতনের টাকা গুনতে হাটে হাটে বাড়তি দু'বস্তা মজুত শস্য বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, তবু তাঁদের সন্তান যুগের হাওয়ায় পড়তে যাচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে।

শুধু পরীক্ষার দিনগুলোতে ও আয়রন বড়ি খাওয়ানোর দিনে অনিয়মিত উপস্থিতি। শুধু জামাকাপড় পাঠ্যবই জুতো দেওয়ার দিন নিয়মিত উপস্থিতি। এই করে তারা যখন স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসছে, কেউ পারছে, কেউ পারছে না। আর খুশি! বাবা-মা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দিল্লি চলে গেলে তাকেও ভর্তি করে দেওয়া হয় কোনও আবাসিক মাদ্রাসায়। ক্লাস ফাইভের বেঞ্চে হঠাৎ একদিন এসে চুপটি করে বসে। বাবা-মায়ের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত খুশি ত্রিভুজের 'শীর্ষবিন্দু' চেনে না, 'কোণ' মাপছে স্কেল দিয়ে। যা ছিল তার অপার্থিব সম্পদ, চর্চার অভাবে সবই হয়ে গিয়েছে হৃতসম্পদ।

প্রাথমিক শিক্ষার দফারফা করে, পকেটের কথা ভেবে, বাবা-মায়েরা সন্তান নিয়ে আবার ফিরে আসে সরকারি হাইস্কুলে। ভর্তি হয়ে তারা যখন কিছুই জানবে না, পারবে না, হাইস্কুল থেকে বলা হবে প্রাইমারি স্কুলে কিচ্ছু পড়ানো হয় না। নাম থাকলেও গ্রামীণ বাংলা অনুপস্থিত প্রাইমারি স্কুলে- এ খবর নথিভুক্ত হয় না। ফলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চেপে পুকুরের গ্যাস দেওয়া মাছের মতো খাবি খায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। এখনকার, সাম্প্রতিক ৩। পাতলা নরম পশমি কাপড় ৫। ছড়ায় চামচিকড়ির আগের কথা ৬। স্বামীর দিদি বা বোন ৭। একটি গাছের নামে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই ৯। ডাক্তারি শাস্ত্র মতে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান ১২। আগলানো, সতর্ক বা সাবধান হওয়া ১৩। চিরনিদ্রা, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু সোনা ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। ধমক দেওয়া ৫। মুসলিমদের পরব ৭। অবসান, ইতি বা সমাপ্তি ৮। কৃষ্ণের এক নাম ৯। জরৎকারু মুনির পত্নী মঙ্গলকাব্যের দেবী ১০। পর্যুদস্ত বা হিমসিম অবস্থা ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

সমাধান ■ ৪০০২

পাশাপাশি : ১। কুহক ৪। টুয়ানো ৫। মাঘ ৭। দম্ভোক্তি ৮। নোংরামি ৯। হরকরা ১১। শম্বুক ১৩। দস্তা ১৪। সূচক ১৫। টক্কর।

উপর-নীচ : ১। কুসীদ ২। কটুক্তি ৩। দোনোমনো ৬। ঘরামি ৯। হলুদ ১০। রাজসূয় ১১। শকট ১২। কট্টর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছোট তারা ★

কালিয়াগঞ্জের অর্কদীপ দাস (১০) তবলায় জেলা ও স্থানীয়স্তরে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। আগামীতে তবলা বাদক হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় সে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালদা মেডিকেল কলেজ	
এ পজিটিভ	১৬
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১৫
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	৯
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২৪
ও নেগেটিভ	০
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)	
রায়গঞ্জ মেডিকেল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
বালুরঘাট হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	৪
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৩
ও নেগেটিভ	২

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

নতুন এডিএম

মালদা, ২ ডিসেম্বর : জেলায় চারজন অতিরিক্ত জেলা শাসকের পদ রয়েছে। এর আগে অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) ছিলেন জামিল ফাতিমা জেবা। তিনি চলে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) হিসেবে বাড়তি দায়িত্বে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) অনিন্দ্য সরকার। সোমবার মালদায় নয়া অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসেবে যোগদান করলেন শেখ আনসার আহমেদ। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি এদিন জেলা সমাহর্তার অফিসে যোগদান করেছেন। জেলা শাসক এক নির্দেশিকা জারি করে তাঁকে জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসেবে দায়িত্ব দেবেন।

সার্ভে শুরু

বুনিয়াদপুর, ২ ডিসেম্বর : বুনিয়াদপুর পুর এলাকায় মাইক্রো প্ল্যান তৈরির জন্য শুরু হল সার্ভে। সোমবার থেকে কাজ শুরু হয়েছে। চলবে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পুরসভার নোডাল অফিসার অশোককুমার ঠাকুর জানিয়েছেন, 'ভেক্টর বন্ড ডিজিস কর্মীরা পাড়ায় গিয়ে সার্ভে করছেন। ১৪টি ওয়ার্ডে ২৮ জন কর্মী কাজ করতে শুরু করেছেন। শহরের যেসব জায়গায় ড্রেন বন্ধ হয়েছে ও আবর্জনা জমে আছে তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। পরবর্তীতে মাইক্রো প্ল্যান-এর মাধ্যমে দ্রুত সেই কাজগুলি সম্পন্ন হবে।

খুলল তোরণ

বুনিয়াদপুর, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে সোমবার থেকে খোলা হচ্ছে বুনিয়াদপুর ৫১২ নং জাতীয় সড়কের ফুটপাথ দখল করে থাকা বাঁশের তোরণ। কালীপুজোর সময় থেকে এই রাস্তায় বেশ কয়েকটি এলইডি লাইটের বড় তোরণ বসেছিল। পুজো শেষ হলেও খোলা হয়নি তোরণের বাঁশের কাঠামো। দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের সমস্যায় সাধারণ মানুষেরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হতেই সোমবার সকাল থেকে তোরণগুলি খোলার কাজ শুরু হয়।

সাইকেলের চাকা যখন চরকা। মালদায় খাদিমেলায়। সোমবার ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

যানজটে ভোগান্তি ফুলবাড়ি থেকে মনস্কামনা মন্দিরের পথে

১৬ দিন পরেও ওঠেনি মেলা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২ ডিসেম্বর : 'শেষ হয়েও হয় না শেষ'। কার্তিকপুজোর ১৬ দিন পরেও মালদা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মনস্কামনা রোডজুড়ে সাহাবাড়ির পুজো উপলক্ষ্যে মেলা সমহিমায় বিরাজমান। রাস্তার দুই ধার জুড়ে দেদারে চলছে বিভিন্ন মিষ্টি, হরেকমাল, ভ্যাটের খই, লোহা ও পাথরের সামগ্রীর কেনাকাটা। এমনকি নিরঞ্জন হওয়া সপ্তাহের বেশি হতে চলেছে। তবুও শেষ হয়নি মেলার ভিড়।

এমতাবস্থায় অলিখিত এই মেলার ফলে তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট। একদিকে মেলায় আসা জনতার ভিড়, অন্যদিকে নিত্যযাত্রীদের গাড়ি এবং অন্য যানবাহন চলাচলের ফলে যানজটে নাভিশ্বাস উঠছে মনস্কামনা রোডজুড়ে। চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ।

কমবেশি প্রতিটি পার্বণকে ঘিরে বাংলায় মেলার আয়োজন হয়েই থাকে। মালদা শহর তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত দুটি মেলার সুখ্যাতি রয়েছে। কার্তিকপুজো ও রথযাত্রার মেলা।

মনমোহন সাহার পরিবারের কার্তিকপুজোর মেলা খাতায়কলমে ৩ দিন ধরে থাকলেও, আগাগোড়াই এই মেলা চলে এক সপ্তাহ ধরে। তবে বেশ কয়েকবছর ধরে মেলার সময়সীমায় আর নিয়ন্ত্রণ নেই কারোর। পসারিরা তাঁদের দোকানপাট খুলে রাখছেন দীর্ঘসময় ধরে। চলতি বছরে কার্তিকপুজোর মেলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে নভেম্বরের ২৩ তারিখে। পুজোর আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটলেও ১৬ দিন পরেও আজও বিকেল থেকে মনস্কামনা রোডে দেখা মিলবে ভ্যাটের খই, গুড়কাঠি ও আরও নানা সামগ্রীর দোকানের। মেলায় কেনাকাটা করতে আসা মানুষের সংখ্যা সামান্য কমলেও ভিড় থাকছে রাত ৯টা পর্যন্ত। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। যার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে বিএস রোড, এনএস রোড ও মনস্কামনা রোডে।

তবে মেলার দীর্ঘস্থায়িত্ব নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে শহরবাসীর মধ্যে। শঙ্কু সাহা নামে এক ব্যক্তির বক্তব্য, '৭ দিন পর্যন্ত মেলা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ১৬ দিন ধরে মেলা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যা থেকে যেমন মানুষের ভিড় বাড়ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে যানজট। ইচ্ছে থাকলেও দ্রুত এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়না। দুই ধারে দোকান আর রাস্তাজুড়ে থিকথিকে মানুষ আর যানবাহন। মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই।'

আবার কাকলি দাস নামে এক গৃহবধূর এনিয়ে ভিন্ন মত। তিনি জানান, 'মেলার দীর্ঘস্থায়িত্বে আপত্তি কোথায়? শীতের আমেজে মানুষ মেলা উপভোগ করছেন। রকমারি খাবার আর ছোটখাটো কেনাকাটা ভালোই লাগে। যাদের আপত্তি তারা শহরের অন্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেই পারেন।'

ভিন্ন মত

“ শীতের আমেজে মানুষ মেলা উপভোগ করছেন। রকমারি খাবার আর ছোটখাটো কেনাকাটা ভালোই লাগে। যাদের আপত্তি, তারা শহরের অন্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেই পারেন।

কাকলি দাস, গৃহবধূ

“ ৭ দিন পর্যন্ত মেলা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ১৬ দিন ধরে মেলা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যা থেকে যেমন মানুষের ভিড় বাড়ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে যানজট। দুই ধারে দোকান আর রাস্তাজুড়ে যানবাহন।

শঙ্কু সাহা, বাসিন্দা

পরম-প্রিয়া জুটি মালদা উৎসবে

মালদা, ২ ডিসেম্বর : তিনি পেশায় অভিনেতা, তবে রবিবার মালদা উৎসব-২০২৪ এর শেষ দিনে অভিনয় নয়, মাইক হাতে মঞ্চ দখল করলেন টলিউড অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর অভিনয় যেমন নজরকাড়া, তেমনই বেশ চর্চিত পরম-প্রিয়ার জুটিও। সস্ত্রীক পরম মঞ্চে উঠতেই দর্শক আসনে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজস্ব ব্যান্ড নিয়ে গানের সুর তুলতেই ভরে ওঠে দর্শক আসন।

যদিও অভিনেতা প্রথমেই জানান, তিনি পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী নয়, তবু দর্শকদের জন্য খোশমেজাজে গান করেন। ভিড় জমে আট থেকে আশি সব বয়সি দর্শকদের। অভিনেতার বক্তব্য, 'মালদার উৎসব ২০২৪, এক বিশেষ সংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।' প্রথম থেকেই পরমব্রতর জন্য অপেক্ষায় ছিল মালদাবাসী। গানে- অভিনয়ে মঞ্চে এক অন্য মাত্রা যোগ করেন তিনি। মালদা উৎসব নিয়ে এক বিশেষ স্বরণিকা প্রকাশ করেন পরমব্রত।

ছবি ঃ সৌরভ ঘোষ

প্রয়াত 'গাছদাদু'

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : প্রয়াত হলেন রায়গঞ্জের 'গাছদাদু' বলে পরিচিত গোপাল মিত্র। কলকাতার এক নার্সিংহোমে তিনি মারা যান। রবিবার কলকাতাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। শহরের উকিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা গোপালবাবু স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী ছিলেন।

উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় তিনি গাছের চারা রোপণ করতেন। তারজন্য তিনি গাছদাদু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রীতিমতো অনুষ্ঠান করে একসময় বট-পাকুড়ের বিয়েও দিয়েছিলেন। পশুপ্রেমী সংস্থার হয়েও তিনি কাজ করে অনেক পশুর সেবা করেছেন। তিনি সর্বদা মানুষকে গাছ লাগাতে উৎসাহ দান করতেন।

এমন পরিবেশ সচেতন নাগরিকের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রায়গঞ্জবাসী।

নিষিদ্ধ সাইলেন্সর রুখতে এতদিনে কঠোর পুলিশ

বিশ্বজিৎ সরকার

ছবি : প্রতীকী

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : উৎসবের মরশুম শেষ। স্কুলের তালা খুলতে শুরু করেছে। সকাল হতেই পিঠে ব্যাগ নিয়ে স্কুলের দিকে পা বাড়াচ্ছে খুদেরা। সঙ্গে তাদের অভিভাবক। সোমবার সকালে রায়গঞ্জ শহরের রাস্তা পার হওয়ার সময় বিকট শব্দ। সেই শব্দের হাত থেকে বাঁচতে কান হাত দিয়ে ঢাকতে হল পঞ্চম শ্রেণির দুই পড়ুয়াকে। মুখের চেহারা বদলে গেল তাদের সঙ্গে থাকা অভিভাবকদেরও।

এ কোনও শব্দবাজি নয় বা ডিজে বাজিয়ে শোভাযাত্রাও নয়। বিকট শব্দ মোটরবাইকের। বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের অন্যতম নেশা বাইক। শহরের রাস্তায় বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির বাইক দুরন্তগতিতে তারা চালিয়ে যাচ্ছে। পছন্দের মোটরবাইককে তারা সাজাচ্ছেন নিজের মতো করে। রয়েছে সাইলেন্সর। যদিও এর মধ্যেই রয়েছে শব্দ কমিয়ে রাখার ব্যবস্থা। যদি সেই যন্ত্র রয়েছে যন্ত্রের জায়গায়। এই কাস্টম সাইলেন্সর ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভার। ধরা পড়লে মোটা অঙ্কের জরিমানার পাশাপাশি সেই সাইলেন্সর বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে এনিয়ে রায়গঞ্জ শহরের পুলিশ প্রশাসনের সেভাবে উদ্যোগ দেখা যায়নি।

রায়গঞ্জ শহরের বাইক মিস্ত্রি নয়ন দেবনাথ বলেন, 'একটি বিশেষ কোম্পানির বাইকের ক্ষেত্রে এই কাস্টম সাইলেন্সর ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এখন মানুষের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে, ওই বিশেষ কোম্পানির বাইক মানেই বিকট শব্দ। কিন্তু আদতে তা নয়, ওই কোম্পানিও নিয়ম মেনে শব্দদূষণ রোধ করতে সাইলেন্সর ব্যবহার করে। ক্রেতারা ব্যক্তিগতভাবে সেই সাইলেন্সর বদলে ফেলেন। এককেটি সাইলেন্সর বিক্রি হয় চার হাজার থেকে শুরু করে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত। শুধুমাত্র শখের কারণে মোটা টাকা খরচ করে সাইলেন্সর বদলে ফেলছেন ক্রেতারা। এটাই এখন ফ্যাশন। মোটরবাইকেও এখন এই সাইলেন্সর ব্যবহার করা হচ্ছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণের কথায়, এখন এটাই ফ্যাশন। বাইক কিনেই সাইলেন্সর বদল করতে হবে। প্রথমে এই সাইলেন্সর শহরে পাওয়া দুষ্কর ছিল। কিন্তু বাজারে চাহিদা দেখে বিক্রেতারাও এই সাইলেন্সর বিক্রি করতে শুরু করেছেন। শোনা যাচ্ছে, ওই বিশেষ কোম্পানির শোরুমেও কাস্টম সাইলেন্সর রাখা হচ্ছে। যদিও তা আড়ালে থাকছে। কানে কানে দাবি করে, কড়কড়ে নোট ঢাললেই বেরিয়ে আসে সেই শব্দদানব।'

ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার জানান, 'ইতিমধ্যে আমরা মানুষকে সচেতন করতে শুরু করেছি। বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং হচ্ছে।'

রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ। - সংবাদচিত্র

ডাস্টবিন থেকেও নেই রায়গঞ্জে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটের উলটোদিকে সরকারি জায়গায় রয়েছে পুরসভার ডাস্টবিন। চায়ের দোকান, হোটেল রেস্তোরার কর্মীরা ব্যবহার করা পাতা, গ্লাস, খাবারের অবশিষ্টাংশ ফেলছেন পাশের ফাঁকা জায়গায়। ফলে ওই এলাকা দুর্গন্ধময় ও নোংরা আবর্জনায় ভরে উঠছে। ভিড় করছে সারমেয়রা।

এলাকার ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ সাহা বলেন, 'ডাস্টবিন ব্যবহার না করায় আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এলাকা নোংরা হচ্ছে। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া কার্তিক দাস, সুপর্ণা রায়, হিমাংশু দত্ত বলেন, কিছু মানুষের অসচেতনতার জন্য এলাকা নোংরা হচ্ছে। আমাদের জঞ্জাল পেরিয়ে যাওয়া-আসা করতে হচ্ছে। ডাস্টবিন থাকার পরেও তা ব্যবহার করছে না।

এলাকার বাসিন্দা প্রবীর গুহ বলেন, 'আমরা যতদিন না সচেতন হতে পারব এবং দায়িত্ব সঠিকভাবে না পালন করব, ততদিন পর্যন্ত পরিবেশের সামগ্রিক পরিবর্তন হবে না। এলাকার ব্যবসায়ীদের বিষয়টা দেখা উচিত। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই এলাকা জনবহুল। প্রতিদিন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ বিভিন্ন কাজে আসেন।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ওই এলাকার কোঅর্ডিনেটর অর্ণব মণ্ডল। তিনি বলেন, 'ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য বড় আকারের ডাস্টবিন রাখা আছে। সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে না। শীঘ্রই সেখানে বোর্ড লাগানো হবে। ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হবে। এরপর যদি তারা আর্বজনা ফেলে, তবে ফাইন করা হবে।'

গঙ্গারামপুরে শুরু দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের ঢালাই

গঙ্গারামপুর, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে শুরু হল গঙ্গারামপুর স্টেশনের দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের ঢালাই। কাজে গতি পাওয়ায় খুশি গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটি সহ গঙ্গারামপুরের বাসিন্দারা।

২০২৩-এর ২৬ নভেম্বর স্টেশনের একাধিক নির্মাণের শিলান্যাস করেছিলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এর মধ্যে ছিল স্টেশনের দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ। তবে একাধিকবার কাজের ধীরগতির অভিযোগ উঠেছিল। বিগত ছয় মাসে চারবার কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (কাটিহাটি) ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। কাজে ধীরগতির জন্য গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটির কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হন ডিআরএম। সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি তোলে কমিটি।

১৩ নভেম্বর আরও একবার কাজ পরিদর্শনে আসেন ডিআরএম। তাতে কাজের গতি কিছুটা বেড়েছে বলে স্থানীয়দের ধারণা। একাধিক কাজের তদারকির জন্য স্টেশন কনসাল্টেটিভ কমিটি (এসসিসি) গঠন করেছেন স্টেশন সুপার অনিরুদ্ধ শর্মা। তাতে কাজের গতি আরও বেড়েছে বলে মনে করছে উন্নয়ন কমিটি।

এ প্রসঙ্গে গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক তথা স্টেশনের এসসিসি সদস্য অজয় দাস জানান, 'কয়েকদিন আগে স্টেশন সুপার একটি এসসিসি কমিটি গঠন করেছেন। সেই কমিটির একজন সদস্য হিসেবে এবং রেল উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক হিসেবে আমার নৈতিক দায়িত্ব নির্মাণকাজের তদারকি করার। কাজ দ্রুত শেষ করতে আমরা চাপ দিচ্ছি। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের ঢালাই শুরু হয়েছে। আমাদের দাবি, এই স্টেশনকে অমৃত ভারত রেলস্টেশনের আওতায় আনতে হবে এবং গঙ্গারামপুরে একটি রেক পয়েন্ট তৈরি করতে হবে। এই দাবি থেকে আমরা পিছু হটছি না।'

ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সুদহীন ঋণ

শিবিরে ঋণ নিতে উৎসাহী ব্যবসায়ীদের ভিড়।- সংবাদচিত্র

পুরাতন মালদা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা পুরসভার উদ্যোগে শিল্পের সমাধান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ সেই সুযোগ- সুবিধা নিতে উপস্থিত হন পুরসভার ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যবসায়ীরা। পুরসভায় সেই ক্যাম্প চলাকালীন তদারকি করেন পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা সহ অন্যান্যরা।

পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকার ও মালদা জেলা প্রশাসনের তরফে ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যবসায়ীদের জন্য শিল্পের সমাধান কর্মসূচির আয়োজন হয়। আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। আজ প্রথম দিন,তাই বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা সুযোগ-সুবিধা নিতে পুরসভায় উপস্থিত হন। কার্তিকবাবু আরও জানিয়েছেন, আজ নাম নথিভুক্তকরণ চলছে। আগামী দিনে বিনা সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা বলেন, এককালীন ১৫ হাজার টাকা ঋণ পাবেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁদের বিনা সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগসুবিধা করার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার।

অ্যাফিডেভিট

আমি Sekh Kayesa, স্বামী Sekh Ameruddin, গ্রাম-কাহালা, পোঃ উত্তর লক্ষ্মীপুর, থানা-মোথাবাড়ি, মালদা। আমার স্বামীর LIC পলিসিতে (যার নং-454947899) আমার, স্বামীর নাম ও স্বামীর মৃত্যু প্রমাণ পত্রে স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 02/12/24 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Kamrun Nesha থেকে Sekh Kayesa ও স্বামীর নাম Md Amiruddin ও Sk Amiruddin থেকে Lt.Sekh Ameruddin করা হইল। (M-112567)

●

আমি Kartik Barman, পিতা-Deben Barman, গ্রাম-রণহাট্টা, পোঃ-হেমতাবাদ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, আমার আধার ও ভোটার কার্ডে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 25/11/24 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Bajaru Barman থেকে Kartik Barman ও বাবার নাম Devan Barman থেকে Deben Barman করা হইল।
(M-112568)

বালুরঘাটে ঝোঁক বাড়ছে ফুলের বাগান তৈরিতে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : শীতকালীন ফুলের চারাগাছ বিক্রির ধুম বালুরঘাটে। শহরের বিভিন্ন জনবহুল রাস্তার মোড় রকমারি ফুলের চারাগাছে সাজিয়ে তুলছেন বিক্রেতারা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে কেনাবেচা। বাগানপ্রেমী সাধারণ মানুষ হুমড়ি খেয়ে বিভিন্ন রকমের চারাগাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

তবে বালুরঘাট থানা মোড় এলাকায় গত ২৫ বছর ধরে নবদ্বীপ থেকে এসে ফুল ও ফলের চারাগাছ বিলি করে চলেছেন এক ব্যবসায়ী। ক্রমশ বাড়ছে শীত। এখনই বিভিন্ন শীতকালীন ফুলের চারা রোপণের মোক্ষম সময়। এই সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইছেন না ফুলপ্রেমীরা।

চারাগাছের পসার। - মাজিদুর সরদার

কোনও দোকানে রয়েছে অ্যাডেনিয়াম, অর্কিড ফুলের চারার সম্ভার। কোনও দোকানে রয়েছে ব্রাজিলিয়ান লাকি বাম্বু, এজেলিয়া, সেনিরিয়ার মতো প্রজাতির ফুলের চারা। আবার কোনও বিক্রেতার কাছে দেশি পলাশ, কাঞ্চন ফুলের চারাও রয়েছে। বছরে এককালীন ফুলের পাশাপাশি সারা বছর ফুল ফোটার মতো চারাগাছ রয়েছে বিক্রেতাদের কাছে। মূলত শীতকালীন ফুলের চাহিদা বেশি থাকলেও ফলের গাছের চারা কিনতেও ক্রেতারা হাজির হচ্ছেন। তাই চাহিদার কথা মাথায় রেখে পেয়ারা, জলপাই, লেবু সহ একাধিক ফলের চারাগাছ দোকানে মজুত রাখছেন।

থানা মোড় এলাকার এক বিক্রেতা রেজ্জাক শেখ বলেন, 'প্রতি বছর এই সময় নবদ্বীপ থেকে বালুরঘাটে চারাগাছ বিক্রির জন্য আসি। বাবা ২৫ বছর ধরে এখানে আসছেন। সপ্তাহে ৪ দিন এখানে চারাগাছ বিক্রি করি। অনেকেই বিভিন্ন চারাগাছের চাহিদার কথা জানান। পরে আমরা গিয়ে সেটা নিয়ে আসি। আমার দোকানে গাঁদা ফুলের চারা ৫ টাকা থেকে শুরু করে ১০ টাকা দামের মধ্যে থাকে। আবার ১ হাজার টাকা দামের ব্রাজিলিয়ান ফুলের চারাগাছও রয়েছে।'

বাগানপ্রেমী ছবি সরকার চারগাছ কিনতে এসে জানান, 'গত কয়েকবছর ধরে বাড়িতে বিভিন্ন ফুলের চারাগাছ লাগিয়েছি। বাগানের পরিচর্যার মধ্যে ডুবে থাকতে ভালো লাগে। মোবাইলের নেশা থেকে দূরে থাকতে এদিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছি।'

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে পেট্রাপোলে শুভেন্দুর সভা

বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুমকি

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : হাতে না মেরে বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণে ঢাকার ওপর চাপ বাড়াতে এবার সরাসরি পণ্য রপ্তানি আটকে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। পাশাপাশি মেরুকরণের রাজনীতিতে শান দিতে সংখ্যালঘু তোষণের প্রশ্নে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক আসনে বসিয়ে কার্যত তুলোধোনা করলেন শুভেন্দু। সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে সভার আগেই ভারত থেকে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করা নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিন সকাল ৬টা থেকেই কার্যত সীমান্ত দিয়ে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনাকে তুলে ধরে এদিনের সভা থেকে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আজ ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল। এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। '২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি গত ১০ দিন ধরে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে রয়েছে। অথচ তাদের দল বলছে সব আটকে দেব। এই বিষয়ে আমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।' বিধানসভার বাইরে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'এক্তিয়ার ঠিক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। বিরোধী দলনেতার এক্তিয়ার দেখার আগে উনি ওনার দলের হুমায়ুন কবীর, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের এক্তিয়ার দেখুন।' সম্প্রতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর চাপ তৈরি করতে দিল্লির সরকারের কাছে আর্জি জানানোর কথা বলেছিলেন শুভেন্দু। এদিন সেখান থেকে একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে শান্তি সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাবকে কার্যত লুফে নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'জাতিসংঘের মাধ্যমে এই কাজ করতে প্রস্তাব দেওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী তা মানলে সেটা তো ভালোই। আসলে এ হল ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে চড়ে না।' শুভেন্দুর মতে, সবটাই কেন্দ্রের দায়িত্ব নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও কিছু দায়িত্ব আছে। আর সেই প্রশ্নেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃত সদিচ্ছার অভাব আছে। কারণ, ভোট ব্যাংকের স্বার্থেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে সরব নন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। শুভেন্দু বলেন, 'ওপারে ইউনূস যা, এপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই।'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে পেট্রাপোল সীমান্তে বিক্ষোভ মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী।

সংসদে তৃণমূল

সংসদে বাংলাদেশ নিয়ে সরব হতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্পিকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ। স্পিকার আগামীকাল এই ইস্যুটি জিরো আওয়ারে তোলার অনুমতি দেবেন বলে আশা করছি।'

> এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। '২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।
> **শুভেন্দু অধিকারী**

পুতিন আসছেনই

মস্কো, ২ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে আসছেন। শুধু তারিখটা ঠিক হয়নি। তারিখ ঠিক হবে নতুন বছরের গোড়ার দিকে। পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উষাকভ একথা জানিয়ে বলেন, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতেই প্রথম সফরে যাবেন পুতিন।

'ঝাড়ু' হাতে শিক্ষক

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ২০২৫-এ দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে চমক। ইউপিএসসির শিক্ষক তথা মোটিভেশনাল স্পিকার অবধ ওঝা সোমবার কেজরিওয়াল ও মণীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে আমআদমি পার্টিতে যোগ দিলেন। শোনা যাচ্ছে তাঁকে নির্বাচনে দলীয় টিকিট দেওয়া হবে। তিনি জনপ্রিয় শিক্ষক। ইউপিএসসি পরীক্ষার কোচিং করান। আপের আশা, অবধ ওঝার যোগ দলের সাফল্য বাড়াবে। অবধ জানিয়েছেন, রাজনীতিতে এসে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য।

ধসে নিখোঁজ পরিবারের ৭

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর : ঝড় থামলেও 'ফেনজল'-এর প্রভাবে তৈরি নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি উপকূলে। এর মাঝে তিরুআন্নামালাই এলাকায় বিশাল ধস নামে। সেই ধসে মটির নীচে চাপা পড়ে যান একই পরিবারের ৭ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তবে তাদের বেঁচে থাকার আশা খুবই ক্ষীণ। প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। প্রবল বৃষ্টির জেরে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছে ভারতীয় সেনাও।

মহারাষ্ট্রে নাড্ডার দূত

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের কুর্সি জট অব্যাহত। অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকেও জট কাটেনি। নির্বাচন ফলের ১০ দিন পরেও মারাঠাবাসী পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে তা এখনও ধোঁয়াশায়। এরই মাঝে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলেন জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদীয় নেতা নির্বাচন করা হবে।

পুলিশ বোনকে কোপ ভাইয়ের

হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর : এবার সম্মান হত্যার ঘটনা দক্ষিণ ভারতে। বাড়ির অমতে অসবর্ণ বিয়ে মানতে পারেনি পরিবার। তার জেরে বোনকে কুপিয়ে মারল ভাই বলে অভিযোগ। নাগমণি নামে ওই তরুণী পুলিশের কনস্টেবল পদে ছিলেন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায় রাইপোল গ্রামে। পুলিশ নাগমণির ভাই অভিযুক্ত পরমেশকে খুঁজছে। তদন্ত চলছে। মামলা রুজু হয়েছে।

মৃত্যু তরুণ আইপিএসের

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর : চাকরি করা আর হল না কর্ণাটক ক্যাডারের তরুণ আইপিএস অফিসার হর্ষ বর্ধনের। প্রথম পোস্টিংয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। রবিবার কর্ণাটকের হাসানে মারা গেলেন ২৬ বছরের আইপিএস হর্ষবর্ধন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাসান-মাইশুরু হাইওয়ে সীমানার কিত্তনে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান তিনি। চালকের অল্পবিস্তর চোট লাগে।

ছেলেকে ক্ষমা বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২ ডিসেম্বর : শাস্তি হল না। ক্ষমা পেলেন প্রেসিডেন্ট বাবার সৌজন্যে। কর ফাঁকি ও অবৈধভাবে বন্দুক রাখার মামলায় দোষী সাব্যস্ত ছেলে হান্টার বাইডেনকে রবিবার ক্ষমা করে দিলেন বিদায়ি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে বাইডেন বলেছেন, 'আমি আমার ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করার জন্য স্বাক্ষর করেছি। ছেলে বলেই সই করলাম। এটি নিঃশর্ত ক্ষমা।' এই ক্ষমা প্রত্যাহারের ক্ষমতা ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেই।

শপথে রাজ্যপাল থাকলেও নেই পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিধানসভায় রাজ্যপালের শপথ বয়কট বিজেপির। বিধানসভায় উপস্থিত থেকেও এদিন সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে জেতা ৬ তৃণমূল বিধায়কের শপথে যোগ দিল না বিজেপি। যদিও বিজেপির দাবি, তারা বয়কট করেনি, তারা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।

এবারই প্রথম বিধানসভায় শপথ দিতে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নবান্ন-রাজভবনকে ঘিরে বাগযুদ্ধ আর দীর্ঘ তিক্ততার পর রাজ্যপালের এদিনের বিধানসভায় আসাকে ঘিরে আশা-নিরাশার দোলা ছিল রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের আগ্রহ ছিল শপথকে উপলক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকেও। এই আবহে সোমবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিধানসভায় পৌঁছোন রাজ্যপাল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিধানসভার পোটিকোয় আগেই হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় পৌঁছে আম্বেডকারের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজ্যপাল। এরপর অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ, শপথ অনুষ্ঠান সেরে বিধানসভা থেকে প্রস্থান সবটাই ছিল রীতিমাফিক। শপথবাক্য পাঠ করে সব তৃণমূল বিধায়কই এদিন নিয়ম করে জয় বাংলা ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি করেছেন রাজ্যপালের সামনেই। শপথ অনুষ্ঠানের শেষে চেয়ার ছেড়ে নেমে এসে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে হাতজোড় করে নমস্কার সেরে ফেরার রাস্তা ধরেছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর সামনের আসনে বসা ব্রাত্য বসুর কাছে এসেও স্মিত হাসেন তিনি। বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ ছাড়ার সময়েও ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শাসকদলের বিধায়কদের 'জয় বাংলা', 'জয় মমতা' স্লোগান দিতে শোনা গিয়েছে। এদিন বিধানসভায় থেকেও শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। ফলে বিরোধী আসন ছিল শূন্য। সেটাও হয়তো কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল তাঁকে। যদিও মুখে তাঁর কোনও প্রকাশ ছিল না। শেষমেশ বিধানসভার গাড়ি-বারান্দা থেকে গাড়িতে ওঠার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হাতজোড় করলেন। প্রতি নমস্কার জানালেন মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু ওই অবধি কোনও কথা হল না রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর অধ্যক্ষের দেওয়া ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে ঢুকে গেলেন গাড়ির মধ্যে। রাজ্যপালের গাড়ির কনভয় বিধানসভা ছাড়ার আগে পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, এদিনের শপথে আদৌ কি কমল নবান্ন-রাজভবনের দূরত্ব?

> **মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু কথা হল না**

আদানি কাণ্ডে সংসদে এখনও অচলাবস্থা

ঘরে-বাইরে কোণঠাসা কংগ্রেস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : টানা ষষ্ঠ দিন... সোমবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা এবং রাজ্যসভা। গত কয়েকদিন আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংসদ অচল করার অভিযোগ উঠলেও এদিন সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল কাণ্ডের বিচার চেয়ে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

সোমবার লোকসভার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাল ও আদানি ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি তোলপাড় শুরু করে। বিরোধী সাংসদরা প্রশ্নোত্তর পর্বে স্লোগান দিতে শুরু করেন। উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী বিরোধীদের ক্রমাগত স্লোগানের মধ্যেই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দেন। এইসময় সংসদে সমাজবাদী পার্টির সাংসদদের তরফে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান চলতে থাকে। কয়েকজন সাংসদ মোদানি নিয়েও স্লোগান দেন।

হট্টগোলের জেরে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুপুর ১২টা পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি করে দেন। যদিও অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ দেন।

দুপুর ১২টায় লোকসভার কার্যক্রম আবার শুরু হলে সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, এনসিপি-এসপি সদস্যরা ওয়েলে নেমে সম্ভাল নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিরোধী সদস্যদের স্লোগানের মধ্যেই স্পিকার সন্ধ্যা রায় কার্যসূচি অনুযায়ী সদস্যদের সংসদের টেবিলে কাগজপত্র রাখতে বলেন।

তখন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং গৌরব গগৈ বাদে কংগ্রেসের সমস্ত প্রথমসারির সাংসদ উপস্থিত থাকলেও আদানি ইস্যুতে তাঁরা একবারও সোচ্চার হননি। বিরোধীদের বক্তব্য, 'যেভাবে অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস একটিমাত্র ইস্যুকে (আদানি) সামনে রেখে পার্লামেন্টকে অচল করে রেখেছে, তাকে সমর্থন করা যায় না। সাধারণ মানুষের ইস্যুকে সংসদে তুলে ধরাই আমাদের কাজ।' যার থেকে মনে করা হচ্ছে, শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়ে সংসদ ভন্ডুল হওয়ার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করছে বিরোধীশিবির। চলতি অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদ অচল করার বিরুদ্ধে ছিল। এবার ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকরাও অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে কোনও কাজ না হওয়ায় কংগ্রেসকেই দায়ী করছে।

ইন্ডিয়া জোটের ২টি বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পথে হেঁটেই সমাজবাদী পার্টিও ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল। সমাজবাদী পার্টির এক নেতার বক্তব্য, 'আদানি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলেও এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে এই ইস্যুতে সংসদ ভন্ডুল করে দেওয়া ঠিক পথ নয়।'

সংবিধান বিতর্কে ঐকমত্য

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : শাসক-বিরোধী তর্জায় অচল সংসদ। বিরোধীদের দাবি মেনে আদানি ও সম্ভাল ইস্যুতে আলোচনায় রাজি নয় কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে শাসক-বিরোধী ঐকমত্যের ইঙ্গিত মিলল সংবিধান বিতর্ক নিয়ে। সোমবার স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে হওয়া সর্বদলীয় বৈঠকে সংবিধান বিতর্ক নিয়ে আলোচনায় একমত হয়েছে দু-পক্ষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, লোকসভায় ১৩ এবং ১৪ ডিসেম্বর এবং রাজ্যসভায় ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর সংবিধান নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। রিজিজু বলেন, 'সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করা উচিত নয়। আমরা সব বিরোধী দলের নেতাদের কাছে সভার কাজ চালু রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছি। আশা করি আমরা আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব।'

কেন্দ্রকে তোপ মমতার

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রেল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার অসহযোগিতায় রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সংযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বলেন, 'ওদের অবিলম্বে সহযোগিতা করতে বলুন। না হলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিতে হবে।' পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রেলের জন্য ১ লক্ষ ৩৪ হাজার পরিবার, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জন্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একইভাবে ডিভিসির জন্যও প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার জল পাচ্ছেন না।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন কেন্দ্রের সমালোচনা করে বলেন, 'ভোট এলেই বিজেপি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের অসহযোগিতার জন্যই এই জল দেওয়া যাচ্ছে না।'

অয়নের জামিন হাইকোর্টে

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলের জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে শর্তসাপেক্ষে অয়নের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ইডির মামলাতেই জামিনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার এই মামলাতেই জামিন পেয়েছেন সল্টলেকের ব্যবসায়ী অয়ন। তবে এখনই তাঁর জেলমুক্তি হবে না। কারণ, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই মামলায় এখনও তাঁর জামিন হয়নি।

আরও কর্মী নিয়োগ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিভিন্ন দপ্তরে রাজ্যে প্রায় দেড় হাজার কর্মী নিয়োগ হবে। সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক দু-ধরনের কর্মী নেওয়া হবে। এর মধ্যে ৫৮৩ জন চুক্তিভিত্তিক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে নেওয়া হবে। এছাড়াও গোটা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা অনুযায়ী একজন করে আইনজীবী নিয়োগ করা হবে সরকারের তরফে। সবচেয়ে বেশি কর্মী নিয়োগ হবে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরে।

তলব কোর্টের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে হুমকি সংস্কৃতি ও ভাঙচুরের মামলায় কেস ডায়েরি তলব করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ৫ সেপ্টেম্বর ওই মেডিকেল কলেজে ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় দুটি অভিযোগ দায়ের হয়। সোমবার চিকিৎসক মনোজিৎ মুখোপাধ্যায়ের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেয় রাজ্য। তবে ওই ঘটনায় অধ্যক্ষের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

নয়াদিল্লির সীমানায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙলেন কৃষকরা। সোমবার নয়ডায়।

রাজধানীতে ফের কৃষক আন্দোলন

ব্যারিকেড ভেঙে মিছিলে যানজট

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের সংসদ ভবন অভিযানের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লির পথঘাট। যানজটে নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। সংসদ অধিবেশনের সময় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্র।

সোমবার দুপুর ১২টায় সংসদ ভবন অভিযানে নামেন কৃষকরা। মিছিল শুরু হয় নয়ডার মহামায়া উড়ালপুল থেকে। ভারতীয় কৃষক পরিষদ (বিকেপি), কিষান মজদুর মোর্চা (কেএমএম) এবং সংযুক্ত কিষান মোর্চার (এসকেএম) মতো সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষকরা হেঁটে এবং ট্র্যাক্টরে চড়ে দিল্লির দিকে এগিয়ে যান। নয়ডার দলিত প্রেরণা স্থলের কাছে পঞ্জাব থেকে আসা কৃষকদের দেখা যায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে। তবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর অবরোধ তুলে নেন কৃষকরা। যৌথ পুলিশ কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) শিবহরি মীনা জানান, 'কৃষকরা আজ দিল্লি চলো মিছিল শুরু করার পর আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আলোচনার পর কৃষকরা রাস্তা থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।'

বিকেপি নেতা সুখবীর খলিফার দাবি, গৌতম বুদ্ধ নগর, বুলন্দশহর, আলিগড়, আগরা সহ অন্তত ২০টি জেলার কৃষকরা এদিনের মিছিলে অংশ নিয়েছেন। পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। দাবিদাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কৃষক বিক্ষোভ সামাল দিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয় দিল্লি সীমানা সহ একাধিক এলাকায়। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সাগর সিং কলসি বলেন, 'সব সীমানায় আমরা ব্যারিকেড করেছি এবং দাঙ্গা দমনের সরঞ্জাম তৈরি রাখা হয়েছে। মিছিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে ভোগান্তি না হয় তার জন্য একাধিক জায়গায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চলেছে।' যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় কুমার জানান, 'সংসদ অধিবেশনের কারণে রাজধানীতে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ সীমানা যেমন ডিএনডি ও কালিন্দি কুঞ্জে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।'

রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে সুখেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : প্রথম সপ্তাহে গরহাজির ছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যসভায় দেখা গেল তাঁকে। কিন্তু সামনে নয়, পিছনের সারিতে গিয়ে বসলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের একদা চিফ হুইপ সুখেন্দুশেখর রায়। শেষ বেঞ্চে বসার আবেদন জানিয়ে আগেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে চিঠি দিয়েছিলেন সুখেন্দু। সেই অনুযায়ী সোমবার কক্ষের শেষ বেঞ্চে বসেন সুখেন্দুশেখর রায় তিনি। তৃণমূল শিবিরের দাবি, 'আরজি কর কাণ্ডে দলের বিপরীতে গিয়ে দলের মধ্যে কোণঠাসা হওয়ায় তিনি দলের থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন।' যদিও সুখেন্দুর মতে, 'আমি অসুস্থ। অতদূর হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। তাই আসন পরিবর্তন করেছি।' তবে সুখেন্দুশেখরের সঙ্গে একই সারিতে রয়েছেন তৃণমূলের একজন নতুন সাংসদও। সম্প্রতি দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়। এরপর রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে বসা নিয়ে দলত্যাগের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন সুখেন্দু।

সরকার ও বিরোধী সাংসদদের 'মুভি ডে'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল সরকার এবং বিরোধী পক্ষের জন্য কার্যত 'মুভি ডে।' একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদের বালাযোগী স্টেডিয়ামে বিজেপির সাংসদদের নিয়ে বিকেল চারটে থেকে দেখলেন 'সবরমতী রিপোর্ট'। অন্যদিকে সপার রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সংসদরা সন্ধে সাতটা থেকে চাণক্য অডিটোরিয়ামে দেখলেন অভিষেক বচ্চন অভিনীত, 'আই ওয়ান্ট টু টক' সিনেমাটি।

সবরমতী রিপোর্ট সিনেমাটি দেখার সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যও। ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ এবং বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা জিতেন্দ্র সহ একাধিক ব্যক্তি।

সিনেমাটি গোধরা কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সহ বেশ কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইতিমধ্যেই করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছবির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে।

ছবিটি সমর কুমার নামে এক সাংবাদিক গোধরা কাণ্ডের প্রমাণ সংগ্রহ করে দুর্নীতি ও মিথ্যা খবর ছড়ানো সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে উপস্থিত ছিলেন বালাযোগী স্টেডিয়ামে। স্ক্রিনিংয়ের পরে, মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ছবির নির্মাতাদের প্রশংসা করে বলেন, 'সহকর্মী এনডিএ সাংসদের সঙ্গে 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট'-এর স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম। আমি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করি।'

সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা দেখলেন সুজিত সরকারের নির্দেশিত 'আই ওয়ান্ট টু টক' সিনেমাটি। অর্জুন সেন নামে এক অসাধারণ মার্কেটিং বিশেষজ্ঞের গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যিনি জীবনের প্রতি নতুন করে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

টেন্ডার কারচুপিতে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় টেন্ডার কারচুপিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আদালতে দাবি করল সিবিআই। সোমবার তাদের বক্তব্য, আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত সন্দীপ ঘোষ, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা সহ প্রত্যেকে দুর্নীতি চক্রে জড়িত। সরকারি হাসপাতালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য এই চক্র তৈরি করা হয়। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাতেও এদিন শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে আদালতে হাজির করানো হয়। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন এইমসের দুই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও টালা থানার এক কনস্টেবলের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে বিপ্লবের জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই জানায়, এই ব্যক্তি ১৫টি হাসপাতালে চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করত। এর মধ্যে একটি ওড়িশার হাসপাতালও রয়েছে। এখনই তাঁর জামিন হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারে। আরজি কর কাণ্ডের জেরে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে অভীক দে'কে সাসপেন্ড করা হয়।

বৈঠক নিষ্ফলা

আলু ধর্মঘট বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে বৈঠকেও কাটল না সমস্যা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলু রপ্তানি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আশ্বাস না মেলায় সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অনড় ব্যবসায়ীরা। ফলে মঙ্গলবার থেকেই খোলা বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভিনরাজ্যে রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, 'বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য রাজ্যে আলু পাঠিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটবে, আর আমি ইনসুরেন্সের ব্যবস্থা করব, দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে না। এই জিনিস আমি বরদাস্ত করব না।' মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, বাংলাকে বঞ্চিত করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো যাবে না। আগে বাংলা, তারপর বাকিরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলুর দাম বাড়লে আমরা কিনে সুফল বাংলায় সাপ্লাই করি। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের ব্যবসার জন্য বাইরে রপ্তানি করছে। এটা হতে পারে না।' যে সমস্ত আলু ব্যবসায়ী সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠিয়েছেন, পুলিশ সেইসমস্ত আলুর গাড়ি আটক করেছে।

খেলায় আজ

২০১৮ : ব্যালন ডি'অর জিতলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মডরিচ। ২০০৭ সাল থেকে ব্যালন জয়ে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আধিপত্যে ছেদ ফেললেন।

সেরা অফবিট খবর

ব্র্যাডম্যানের টুপি নিলাম

১৯৪৭-'৪৮ সালে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেষ টেস্ট সিরিজের ব্যাগি গ্রিন টুপি নিলামে তুলছে বোনহামস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে টুপিটি নিলামে তোলা হবে। আনুমানিক মূল্য রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকার সমান।

ভাইরাল

১০ বছরের অপেক্ষা

রোহিত শর্মার সমর্থকের দীর্ঘ ১০ বছরের অপেক্ষা শেষ হল রবিবার ক্যানবেরায়। গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাগীদের বাড়িয়ে দেওয়া জার্সি-ব্যাটে সই দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠেন, 'প্লিজ রোহিত ভাই ১০ বছর অপেক্ষা করে আছি।' এই সময় ভারতীয় অধিনায়ককে উদ্দেশ্য করে অনেকে মুম্বইয়ের রাজা বলতে থাকেন।

ইনস্টা সেরা

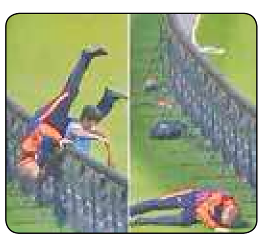

আবু ধাবি টি১০ লিগে দিল্লি বুলসের টিম ডেভিডের শট বাউন্ডারি পার হওয়া আটকাতে দৌড়াচ্ছিলেন স্যাম্প আর্মির ফাফ ডু প্লেসি। একই সময়ে সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বল বয় নীচু হয়েছিলেন বল ধরতে। তাঁদের মধ্যে ধাক্কা লাগার মুহূর্তে বল বয়ের কাঁধের সাহায্যে ডু প্লেসি ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ডের পেছনে গিয়ে পড়েন।

সংখ্যায় চমক

১৫.৫-১০-৫-৪

দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডেন সিলস কৃপণতম বোলিংয়ের নজির গড়লেন। ১৫.৫ ওভার বল করে তিনি ৫ রান দিয়ে তুলে নেন ৪ উইকেট। ১৯৭৮ সাল থেকে টেস্টে ন্যূনতম ১০ ওভার বোলিং করা বোলারদের মধ্যে তিনি কৃপণতম।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. রাম স্লাম কাপ কোন দেশের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জো রুট, ২. অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, দেবজিৎ মণ্ডল, শিবেন্দ্র বীর, অভিজ্ঞান বণিক, নির্মল সরকার।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জল্পনা অব্যাহত

দলে যোগ দিলেন কোচ গম্ভীরও

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা! টিম ইন্ডিয়া এখন মেজাজি। ফুরফুরেও।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত জয়। সেই জয়ের রেশ ধরেই ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ সেরে আজ অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেড ওভালেই শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে স্বস্তি ও অস্বস্তি, দুটোই রয়েছে প্রবলভাবে।

স্বস্তির নাম কোচ গৌতম গম্ভীর। গত ২৬ নভেম্বর আচমকাই পারথ থেকে ব্যক্তিগত কারণে তাঁকে দিল্লি ফিরতে হয়। আজ অ্যাডিলেডে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কোচ গম্ভীর। মঙ্গলবার সকালে অ্যাডিলেড ওভালে দলের অনুশীলনেও তাঁর হাজির থাকার কথা। অস্বস্তির নাম দলের ব্যাটিং অর্ডার। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা গোলাপি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে এখনও বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। গতকাল ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে ৫০ ওভারের অনুশীলন ম্যাচের পরও ধোঁয়াশা কাটেনি। বরং ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বেড়েছে জল্পনার বহর।

পারথ টেস্টের মতোই অনুশীলন ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কেএল রাহুল ওপেন করেছেন। ভারতীয় দল কি অ্যাডিলেডেও ওপেনিং জুটি অপরিবর্তিত রাখবে? যদি তাই হয়, তাহলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? গতকালের অনুশীলন ম্যাচে রোহিত চার নম্বরে নেমেছিলেন। বিরাট কোহলি অনুশীলন ম্যাচে না খেলার কারণে রোহিত চার নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন। তিন নম্বরে নেমেছিলেন শুভমান গিল। দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে জল্পনা তাই ক্রমশ বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, অ্যাডিলেড টেস্টে হিটম্যান মিডল অর্ডারেই ব্যাটিং করবেন। অন্তত অনুশীলন ম্যাচের সুবাদে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। বলা হচ্ছে, দলের স্বার্থে নিজের ব্যাটিং অর্ডারের সঙ্গে আপস করলেন ভারত অধিনায়ক। সত্যিই কি তাই? জবাব নেই। রাতের দিকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, অ্যাডিলেড টেস্টে সম্ভবত ছয় নম্বরে ব্যাটিং করবেন অধিনায়ক রোহিত। হিসেবেই রোহিত-শুভমানরা প্রথম একাদশে ঢুকবেন অ্যাডিলেড টেস্টে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও অ্যাডিলেড টেস্টে প্রথম একাদশের বাইরেই থাকতে হবে বলে খবর। ওয়াশিংটন সুন্দরেই ভরসা রাখতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিরাটের পয়া মাঠ অ্যাডিলেড। বহু স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে তাঁর এই মাঠে। একইসঙ্গে ভারত অধিনায়ক হিসেবে কোহলির বিশাল লজ্জা ও যন্ত্রণার সাক্ষীও এই মাঠ। টিম ইন্ডিয়ার শেষ সফরের সময় এই

অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু শুক্রবার থেকে।

অ্যাডিলেড পৌঁছানোর পর ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিকরা সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ফের সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু গম্ভীরের সহকারি 'নো কমেন্টস' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আগামীকাল অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন রয়েছে। কাল-পরশুর অনুশীলনের মাধ্যমেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেলের বাদ পড়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাঁদের পরিবর্ত অ্যাডিলেডেই ৩৬ অল আউটের লজ্জা ও যন্ত্রণা আজও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। সেই ম্যাচে হারের পর টিম ইন্ডিয়া বাকি সিরিজে দাপট দেখিয়ে ইতিহাস গড়ে সিরিজের দখল নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যন্ত্রণাটা এখনও তাজা। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া পারথ টেস্টে যতই হতাশ করে থাকুক না কেন, গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে প্যাট কামিন্সদের অতীত রেকর্ড দুর্দান্ত।

শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেড যুদ্ধে সেই নজিরও এবার বদলায় কি না, সেটাই দেখার।

অ্যাডিলেডে মার্শ হয়তো শুধু ব্যাটার

গোলাপি বল নিয়ে সতর্ক স্মিথ

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : লাল বলের দ্বৈরথে পারথ-বিপর্যয়।

গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্টে যে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। অ্যাডিলেডে গত দ্বৈরথে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দেওয়া আপাতত অতীত অস্ট্রেলিয়ার কাছে। বর্তমান প্যাট কামিন্সদের অন্দরমহলজুড়ে পারথ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মরিয়া তাগিদ। অ্যাডিলেডে এদিনের অজি প্র্যাকটিসে সেই তাগিদের প্রতিফলন।

ক্যানবেরা থেকে এদিনই অ্যাডিলেডে পা রেখেছে ভারত। আগামীকাল অনুশীলনে নেমেও পড়বে। প্যাট কামিন্সরা অবশ্য দ্রুত ফাঁকফোকর মেরামতি শুরু করে দিয়েছেন। অজি শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর, মিচেল মার্শ মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। প্রথম টেস্টে খেললেও বোলিংয়ের সময় সমস্যায় পড়েছিলেন। আগাম সতর্কতা হিসেবে মার্শের পরিবর্ত হিসেবে তাসমানিয়ার অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে দলের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও এদিন অ্যাডিলেডে পা রেখে মার্শ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। শরীর ঠিক আছে। অ্যাডিলেডে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। তবে অজি শিবির সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই সম্ভবত খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার টি২০ দলের অধিনায়ক। চোটের জন্য সিরিজে আগেই নেই পেস অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। মার্শ যদি বল না করেন, তাহলে পেস ব্রিগেডে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

> গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল।
>
> **স্টিভেন স্মিথ**

জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতি ইতিমধ্যেই চাপ বাড়িয়েছে। যা নিয়ে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। অবশ্য হ্যাজেলউডের সম্ভাব্য বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের গোলাপি টেস্টের রেকর্ড সমীহ করার মতো। দুইটি পিঙ্ক বল টেস্টে ১৩.৭১ গড়ে ঝোলায় ৭ উইকেট। অবশ্য মানুকা ওভালের প্রস্তুতি ম্যাচে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে বোল্যান্ডের (উইকেটহীন) বিরুদ্ধে স্বস্তির ঢেকুর ভারতীয় শিবিরে।

বোল্যান্ড যদিও আত্মবিশ্বাসী হ্যাজেলউডের অভাব দূর করতে। বলেছেন, 'পারথে গোলাপি বলে নেট সেশন করেছিলাম। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে কয়েকটা দিন হাতে রয়েছে। তার মধ্যে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সেরে নিতে পারব।' দিনরাতের টেস্ট, গোলাপি বল-বোলারদের জন্য সহায়ক পরিবেশ। ব্যাটারদের জন্য উলটো পরিস্থিতি। ছন্দ হাতড়ে বেড়ানো স্টিভ স্মিথ তা স্বীকারও করে নিচ্ছেন।

স্মিথের মতে, ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ গোলাপি বল। 'গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল। ক্রিকেট বেসিক বজায় রেখে ব্যাটারদের বাড়তি ফোকাস রাখতে হবে,' বলেছেন স্মিথ। আপাতত দেখার সেই শর্ত পূরণ করে গোলাপি বলের দ্বৈরথে কে বা কারা বাজিমাত করে।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে স্টিভেন স্মিথ। অ্যাডিলেডে সোমবার।

ভরতের পরামর্শে বদলে যান সিরাজ

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর : সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। ফর্মেও ছিলেন না। এমনকি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ থেকে তাঁকে বাদও পড়তে হয়েছিল।

দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নতুন শুরু করেছেন মহম্মদ সিরাজ। ফিরে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া ছন্দ। যার প্রমাণ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে

> মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ তাঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই তাঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।
>
> **মহম্মদ সিরাজ**

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে সিরাজের পাঁচ উইকেট পাওয়া। ক্যানবেরায় অনুশীলন ম্যাচেও একটি উইকেট পেয়েছেন তিনি।

কীভাবে সম্ভব হল সিরাজের এমন পরিবর্তন? অস্ট্রেলিয়ার এক সংবাদমাধ্যমে এই ব্যাপারে মুখ খুলেছেন ভারতীয় পেসার। তাঁর ফর্মে ফেরার নেপথ্য নায়ক হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত অরুণের কথা বলেছেন তিনি। সিরাজ জানিয়েছেন, ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা হওয়ার আগে হায়দরাবাদে তিনি তাঁর প্রিয় ভরত স্যরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর পেয়েছিলেন মূল্যবান পরামর্শ। কী সেই পরামর্শ? সিরাজের কথায়, 'ভরত স্যর দীর্ঘসময় ধরে আমায় চেনেন। আমার বোলিং সম্পর্কেও উনি ওয়াকিবহাল। টেকনিকাল কিছু পরামর্শ দেওয়ার পাশে উনি আমায় বলেছিলেন, মনের আনন্দে বোলিং করতে। আমি ঠিক সেটাই করে চলেছি। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোন লেংথে বোলিং করলে সফল হওয়া সম্ভব, তাও আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভরত স্যর।'

ভরত অরুণ এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান বোলিং কোচ মরনি মরকেল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন জোরে বোলারের থেকেও বিস্তর পরামর্শ পেয়েছেন বলে জানাচ্ছেন সিরাজ। তাঁর কথায়, 'মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ ওঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই ওঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।'

প্রস্তুতির ফাঁকে নভদীপ সাইনির সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ।

বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে প্রত্যাঘাতের হুংকার হেডের

গাভাসকার রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন জোশকে নিয়ে

সিডনি, ২ ডিসেম্বর : একটা হার বদলে দিয়েছে চারপাশের আবহ।

পারথ-বিপর্যয়ে প্রশ্নচিহ্ন টিম অস্ট্রেলিয়ার সাজঘরের একতা নিয়েও। পারথে জোশ হ্যাজেলউডের 'ব্যাটারদের জিজ্ঞাসা করুন' মন্তব্যে বিভাজনের গন্ধ থাকলেও এদিন সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাভিস হেড। পারথে ব্যর্থ অজি ব্যাটিং বিভাগের একমাত্র ব্যতিক্রম হেডের দাবি, দলে কোনওরকম বিভাজন নেই। ব্যাটার ও বোলার, প্রত্যেকের থেকেই সেরাটা প্রত্যাশা করে দল।

বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে হেডের যুক্তি, ব্যাটিং-বোলিং পরস্পরের পরিপূরক। ব্যাটার হিসেবে বোলারদের জন্য মঞ্চটা তৈরি করে দিতে চান। বিশ্বাস, পারলে বাকি দায়িত্বটা ঠিক সামলে নেবে বোলাররা। এর মধ্যে ব্যাটিং গ্রুপ, বোলিং গ্রুপ, এই রকম বিভাজন খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

সুনীল গাভাসকার যদিও জোশ হ্যাজেলউডের হঠাৎ চোট, দ্বিতীয় টেস্টে না থাকার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন। মুখ খুলেই ছাঁটাই হ্যাজেলউড, সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে ক্যাঙারুদের খোঁচা দিতে ছাড়েননি। গাভাসকারের দাবি, 'সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যাজেলউডের ওই মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় টেস্টে নেই ও! হয়তো বাকি সিরিজেই। অবাক করার মতো ব্যাপার। রহস্য, রহস্য। অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটে যা নিয়মিত ঘটত। এখন অস্ট্রেলিয়ায়। আমার কিন্তু দারুণ লাগছে।'

হেড অবশ্য বিতর্ক নয়, দলগত ঐক্যের জোর দিচ্ছেন। হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাই শোনালেন। বিস্ফোরক ব্যাটারের মতে, গত সপ্তাহ (পারথ টেস্ট) মোটেই ভালো কাটেনি। গত ৩-৪ বছরে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি খুব কমই হতে হয়েছে দলকে। তবে একটা টেস্ট হার মানেই সব শেষ নয়। হাতে আরও চারটি টেস্ট রয়েছে। সাম্প্রতিক-অতীতে শুরুতে পিছিয়ে থেকে সিরিজ জেতার নজির রয়েছে। লক্ষ্য, দলগতভাবে সেরাটা দেওয়া। পারলে সিরিজের অঙ্ক ফের বদলে যাবে।

লম্বা ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মার্নাস লাবুশেনের পাশেও দাঁড়ালেন হেড। সতীর্থকে নিয়ে বলেছেন, 'মার্নাস কয়েকদিন ধরে কয়েকটা জিনিস নিয়ে পরিশ্রম করছে। নেটে সারাক্ষণ পড়ে রয়েছে। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে হাতে আরও কয়েকটা দিন রয়েছে। নিশ্চিত, ও পরিশ্রম চালিয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে দলে ব্যাটিং দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সামলেছে। বাকি সিরিজে রানের বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবে মার্নাস।'

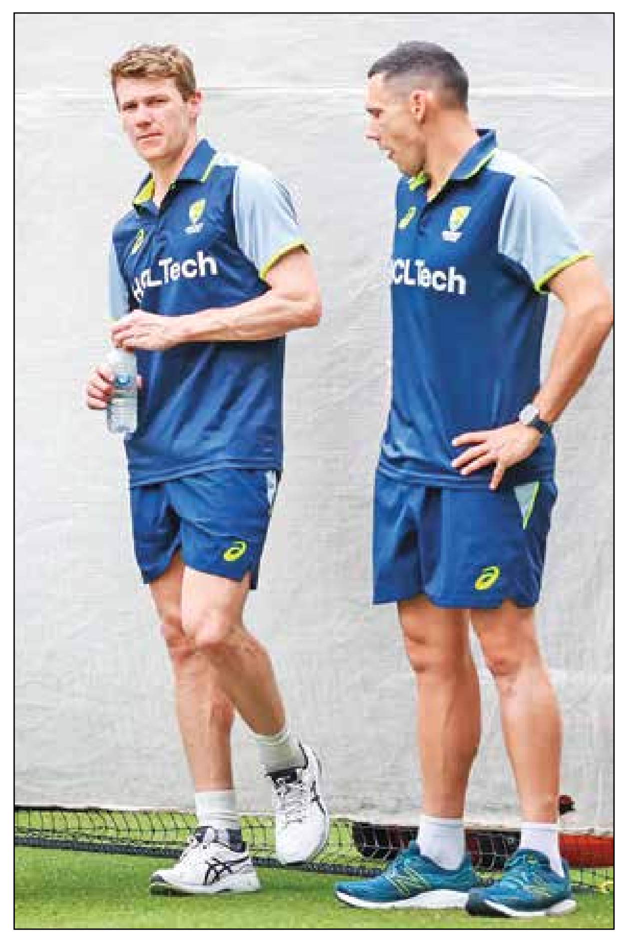

অজি স্কোয়াডের নতুন সদস্য ব্রেন্ডান ডগেটের সঙ্গে স্কট বোল্যান্ড।

বিহার ম্যাচে বড় জয়ের খোঁজে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলার নকআউট পর্ব এখনও নিশ্চিত নয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পরের পর্বের টিকিট নিশ্চিত করার জন্য টিম বাংলার লক্ষ্য এখন একটাই, বাকি থাকা দুই ম্যাচে জেতা। আরও স্পষ্ট করে বললে, বড় ব্যবধানে জেতা। সেই লক্ষ্য নিয়েই আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বিহারের বিরুদ্ধে নামছেন সুদীপ ঘরামিরা। সকাল নয়টায় শুরু খেলা। ফলে সকালের দিকে পিচে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকবে বলেই মনে করছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। এই আর্দ্রতা কাজে লাগানোর জন্য প্রত্যাশিতভাবেই মহম্মদ সামির উপর নির্ভর করছে বাংলা দল। সঙ্গে প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তনের ভাবনাও রয়েছে। বিহার ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি রাজস্থান যেন ম্যাচ হারে, এমন প্রার্থনাও চলছে বাংলা শিবিরে। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'টি২০ ম্যাচে আগাম পূর্বাভাস করা খুব কঠিন। তবে আমাদের জন্য অঙ্কটা পরিষ্কার, বাকি থাকা দুই ম্যাচেই জিততে হবে। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিহারকে বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে রানরেট আরও ভালো করতে চাইছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'মধ্যপ্রদেশ ম্যাচটা জিততে পারলে ভালো হত। কিন্তু কিছু করার নেই এখন। আমাদের সামনে তাকাতে হবে। আর বাকি দুই ম্যাচেই বড় ব্যবধানে জিততে হবে।' এদিকে, সামির ফিটনেস নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক চলায় বিরক্ত বাংলা শিবির। দলের অন্দরমহল থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে, সামি ফিট। যদিও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির তরফে সামির ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সামির ওজন কমেছেও। কিন্তু তাঁকে আরও ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

ঋষভের অধিনায়কত্ব নিশ্চিত নয়, ইঙ্গিত গোয়েঙ্কার

লখনউ, ২ ডিসেম্বর : ২৭ কোটির অবাক দরে দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে লখনউ সুপার জায়েন্টস সংসারে পা রেখেছেন। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসাবেও ধরা হচ্ছে তাঁকে। যদিও লোকেশ রাহুলের ফেলে যাওয়া নেতৃত্বের জুতোয় ঋষভ পন্থই পা গলাবেন, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এমনই ইঙ্গিত খোদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

নেতৃত্বের প্রশ্ন সরিয়ে রেখে গোয়েঙ্কার গলায় চারজনকে নিয়ে 'লিডারশিপ' গ্রুপের গল্প। ঋষভ ছাড়া যে গ্রুপে রয়েছেন নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শ ও আইডেন মার্করাম। পুরানকে ২১ কোটি টাকায় এবার ধরে রেখেছিল লখনউ। নিলামে মার্শ ও মার্করামকে নেয়। শেষপর্যন্ত কার কাঁধে নেতৃত্বের দায়িত্ব যাবে, রহস্য বজায় রেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'আমাদের দলে চারজন লিডার-ঋষভ, পুরান, মার্করাম ও মার্শ। অত্যন্ত শক্তিশালী লিডারশিপ গ্রুপ। ঋষভের জয়ের খিদে অসম্ভব। বাকিরাও সাফল্যের জন্য মরিয়া। সবমিলিয়ে দারুণ একটা দল তৈরি করেছি আমরা। কোনও টিমই দশে দশ পাবে না। তবে নিজেদের দল নিয়ে আমরা খুশি।'

> ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ট্রফি হাতে ঋষভ পন্থ।

চারজনের লিডারশিপ গ্রুপে জোর

লখনউ কর্ণধারের দাবি, যে ভাবনা নিয়ে নিলামে হাজির হয়েছিলেন, তা কার্যত পূর্ণ হয়েছে। মূল নজর ছিল মিডল অর্ডার শক্তিশালী করা। চোখ ছিল ম্যাচ ফিনিশারে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দাবি, ৩ থেকে ৮ নম্বর, লখনউ মিডল অর্ডার যে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম। একইভাবে দেশীয় পেস অ্যাটাকের লক্ষ্যও পূরণ। ব্যাটিং-বোলিং, সব বিভাগেই ভারসাম্য রয়েছে।

নেতৃত্ব মুকুট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও ঋষভ-বন্দনায় কার্পণ্য নেই গোয়েঙ্কার। বলেছেন, 'ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে। সবে সাতাশ বছর বয়স ঋষভের। আশা করি পরবর্তী ১০-১২ বছর লখনউয়ের সঙ্গে থাকবে ও।'

আমনের শতরানে জয়ী ভারত

শারজা, ২ ডিসেম্বর : অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে জাপানকে ২১১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারাল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান তোলে। অধিনায়ক মহম্মদ আমন ১২২ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়াও অর্ধশতরান করেন আয়ুষ মাত্রে (৫৪) ও কেপি কার্তিকেয় (৫৭)। জবাবে জাপান ৮ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন ওপেনার হুগো কেলি। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন ভারতের চেতন শর্মা, হার্দিক রাজ ও কার্তিকেয়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অলিভিয়া ও মনামী** : আজ তোমাদের জন্মদিন, জীবন হোক রঙিন। **সুভাষপল্লি দাস পরিবারের (তরুণ ভিলা)** পক্ষ থেকে জানাই আদর ও ভালোবাসা।

চেন্নাইয়ানকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ওয়েন কোয়েলের দলের মুখোমুখি হবে তারা। এদিন অনুশীলনে প্রথমে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও পরে সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করালেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে চেন্নাই ম্যাচে ফিরছেন নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং। তবে অনুশীলন দেখে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, পিভি বিষ্ণুকে নাও বসাতে পারেন ব্রুজোঁ। গত শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-চেন্নাইয়ান ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এদিন অনুশীলনের আগে প্রতিপক্ষ চেন্নাই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'চেন্নাই খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের কোচ ওয়েন কোয়েলের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া চেন্নাই ফিজিক্যালি বেশ স্ট্রং টিম। সেটপিসেও বেশ ভালো। তাই ওদের গুরুত্ব দিতেই হবে।' এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন না করেই ক্লাব ছাড়েন দলের দুই তারকা সাউল ক্রেসপো ও মাদিহ তালাল। পরে এই বিষয়ে কোচ বলেছেন, 'আমি দলের সকল ফুটবলারকে তরতাজা রাখতে চাই। তাই এদিন ওদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।'

দুবাইয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি হয়তো ভারত-পাকিস্তান

দুবাই, ২ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আদৌ পাকিস্তানে হবে কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তারমাঝেই নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে হয়তো হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ।

এদিকে, আইসিসি-র শীর্ষপদে বসেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন জয় শা। বৃহস্পতিবার ইমার্জেন্সি বোর্ড মিটিং ডেকেছেন নবাগত আইসিসি চেয়ারম্যান। সূত্রের খবর, ওইদিনই

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত সূচি সম্ভবত ঘোষণা করা হবে। জয় শা শীর্ষপদে বসার আগে জট ছাড়াতে দুইদিনের বৈঠকও ডাকে আইসিসি। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি। হাইব্রিড মডেলে রাজি হলেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যে শর্ত দিয়েছে, তা পূরণ করা কঠিন। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ের দিকেই চোখ ক্রিকেট বিশ্বের। ৫ ডিসেম্বর ঝুলি থেকে কী বিড়াল বের হয়, সেটাই দেখার।

এমবাপের প্রশংসায় আন্সেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২ ডিসেম্বর : গোল পেলেন ফরাসি মহাতারকা কিলিয়ান এমবাপে। সেইসঙ্গে লা লিগায় জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার তারা গেটাফেকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ম্যাচের ৩০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন মিডিও জুডে বেলিংহাম। ৮ মিনিট পরেই বেলিংহামের ক্রস থেকে জোরালো শটে গোল করেন ফরাসি তারকা এমবাপে। এদিন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার না থাকায় পছন্দের পজিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ফলে নিজের স্বাভাবিক ছন্দে দেখা গেল তাঁকে। ম্যাচের পর কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'আমরা গোটা ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম। প্রত্যাশামতোই জয় পেয়েছি।' এমবাপের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'এমবাপে খুব ভালো খেলেছে। গোলও করেছে। ওর কাছ থেকে এই ধরনের খেলা আমরা প্রত্যাশা করি।'

এই জয়ে রিয়াল ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থেকে বার্সেলোনার ওপর চাপ বাড়িয়ে দিল। বার্সার সংগ্রহ ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট।

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল

চলছে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ চলছে বিশ্বজুড়ে।

> বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।

ওপার বাংলার উত্তেজনার আঁচ পড়েছে এপার বাংলাতেও। প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই ক্লাবের অধিকাংশ সমর্থকের পূর্বপুরুষের শিকড় পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে। এখনও ওপার বাংলায় তাঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। ফলে পদ্মাপারে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণে চিন্তিত লাল-হলুদ শিবির। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।' প্রয়োজন পড়লে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও চিঠি লিখবে লাল-হলুদ শিবির। যদি আইনি কোনও জটিলতা না থাকে, তাহলে প্রয়োজন পড়লে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকেও চিঠি দেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

ইস্পাতনগরীতে বিধ্বস্ত ফ্রাঙ্কারা

জামশেদপুর এফসি-র জাভিয়ের সিভেরিওদের কাছে এভাবেই ধরাশায়ী হলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। সোমবার জামশেদপুরে।

জামশেদপুর এফসি-৩
(সানান, সিভেরিও, স্টিফেন এজে)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(ইরশাদ)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রেফারি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজাতেই ক্যামেরায় ভেসে উঠল কার্লোস ফ্রাঙ্কার হতাশায় ভরা মুখ। রক্ষণের ভুলে আরও একবার হারের স্বাদ পেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এটি আইএসএলে তাদের ষষ্ঠ হার। আইএসএলে ৯টি ম্যাচ হয়ে গেল, কিন্তু সাদা-কালো রক্ষণের গলদ এখনও সারল না।

এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে কিন্তু শুরুটা মন্দ করেনি মহমেডান। কার্ড সমস্যায় দুই বিদেশি অ্যালেক্সিস গোমেজ-মিরজালোল কাশিমভকে কিছুটা রক্ষণাত্মক খোলসে নিজেদের মুড়ে রেখেছিল মহমেডান। তবে ৩৩ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় তারা। মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার গৌরব বোরা। তাঁর পরিবর্তে মাঠে আসেন আফ্রিকান ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। প্রথমার্ধে জামশেদপুর এফসি বারদুয়েক গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু বেশ আক্রমণাত্মক লাগছিল মহমেডানকে। ব্রাজিলিয়ান তারকা ফ্রাঙ্কার সৌজন্যে বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু সিজার মানঝোকি বড়লোকের বাউন্ডুলে ছেলের মতো গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন। ৫৪ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে গোল তুলে নেয় জামশেদপুর। বল নিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে দ্বিতীয় পোস্টের কোণ দিয়ে বিশ্বমানের গোল করলেন সানান মহম্মদ। তাঁর এই গোল মনে করিয়ে দিল এল ক্লাসিকোয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সেই বিশ্বমানের গোলের কথা। এই গোলটি কোমর ভেঙে দেয় মহমেডান রক্ষণভাগের।

আসলে দলটির আত্মবিশ্বাস একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যার ফলে আরও দুইটি গোল হজম করে মহমেডান। ৬১ মিনিটে কর্নার থেকে বল ধরতে গিয়ে ফস্কান গোলরক্ষক ভাস্কর রায়। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গোল করে যান সিভেরিও টোরো। ৭৯ মিনিটে কর্নার থেকে তৃতীয় গোল করে পোঁতেন স্টিফেন এজে। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে আঙ্গুসানার ফ্রি-কিক থেকে মহম্মদ ইরশাদ একটি গোলশোধ করেন। সংযোজিত সময়ে আরও একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মহমেডান তারকা ফ্রাঙ্কা।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : ভাস্কর, আদিঙ্গা, ফ্লোরেন্ট, গৌরব (আদজেই), জুইডিকা, ইরশাদ, অমরজিৎ (আঙ্গুসানা), মাকান (বিকাশ), রেমসাঙ্গা, ফ্রাঙ্কা ও মানঝোকি।

হয়তো ছাঁটাই প্রাপ্য : পেপ

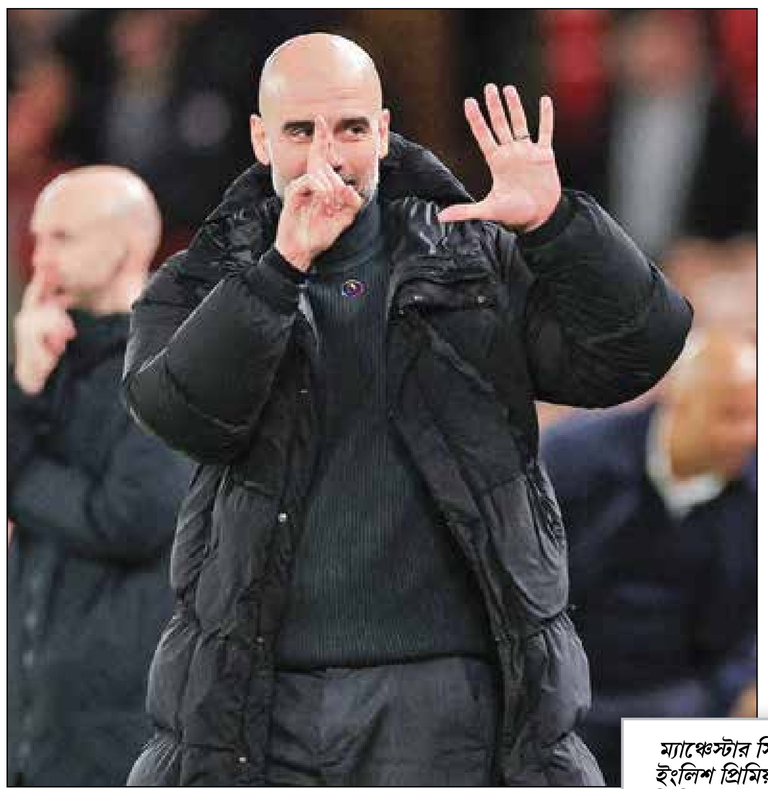

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ছয়টি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জিতিয়েছেন পেপ গুয়ার্দিওলা। রবিবার লিভারপুল সমর্থকদের টিটকিরির জবাবে আঙুল দিয়ে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।

> অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।
>
> **পেপ গুয়ার্দিওলা**

লিভারপুল, ২ ডিসেম্বর : দলে চোট-আঘাতের সমস্যা থাকলে ম্যাচ বার করতে সব কোচেরই সমস্যা হয়। পেপ গুয়ার্দিওলার মতো ধুরন্ধর কোচও বিষয়টি ভালোই বুঝতে পারছেন। রবিবার চলতি মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ হার হজম করল গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ২০০৮ সালের পর প্রথমবার সিটিজেনরা এই লজ্জার রেকর্ড গড়েছেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জয়হীন থাকা লিভারপুল ২-০ গোলে জয়ে গোটা সিটির শিবিরেই বড়সড়ো আঘাত এনেছে। শুধু তাই নয়, ম্যাচের শেষদিকে লিভারপুলের সমর্থকরা গুয়ার্দিওলার উদ্দেশ্যে আওয়াজ তোলেন, 'কাল (সোমবার) সকালেই এই লোকটা ছাঁটাই হবে।' যার পালটা হিসেবে আঙুলের মাধ্যমে সিটিকে ছয়টি ইপিএল খেতাব জেতানোর পরিসংখ্যান

বাস্তবে পা রাখছেন অ্যামোরিম

আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। গতবারের ইপিএল চ্যাম্পিয়নরা এবার পয়েন্ট টেবিলে পাঁচে নেমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সিটিকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। গুয়ার্দিওলা দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখানোর সঙ্গে মেনেও নিয়েছেন, হয়তো ছাঁটাই হওয়াই তাঁর প্রাপ্য।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত ম্যাচে ফেনুর্দের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও আটকে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নখের আঁচড়ে নাক থেকে রক্ত বার করেছিলেন গুয়ার্দিওলা। যে ক্ষতচিহ্ন এখনও পেপের নাকে দেখা গিয়েছে। রবিবার রাতে অবশ্য দুরন্ত ছন্দে তুলে ধরেন গুয়ার্দিওলা।

এ তো গেল মাঠের আকচা-আকচি। কিন্তু ক্রমশ কঠিন হতে থাকা পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সিটি কোচের। সাংবাদিক সম্মলনে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'হয়তো ছাঁটাই হওয়াই আমার প্রাপ্য। বর্তমান পরিস্থিতি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। হয়তো আমার চাকরি এখনও আছে কারণ ম্যান সিটিকে আমি ছয়টি ইপিএল জিতিয়েছি। এছাড়াও ক্লাবকে একাধিক খেতাব দিয়েছি।'

লিভারপুল সমর্থকদের থেকে বিদ্রুপ অবশ্য একেবারেই আশা করেননি গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।'

এদিকে, এভার্টনের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জিতেও বাস্তবে পা রাখছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। বলেছেন, 'ম্যাচের ফল ভালো। কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয়। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। অনেক উন্নতির অবকাশ রয়েছে। লম্বা পথ চলতে হবে আমাদের। আমাদের ফোকাস শুধু ম্যাচের ফলাফলে নয়। বরং সেই ফল কীভাবে আসছে সেদিকেও নজর রয়েছে আমাদের। আমি ফলাফলের থেকেও দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সে বিশ্বাসী।' অ্যামোরিমের ৩-৪-২-১ ফর্মেশনে ধীরে ধীরে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা মানিয়ে নিতে শুরু করেছেন। তিন ডিফেন্ডারে খেললে অ্যাডভান্সড পজিশনে থাকা দুই উইঙ্গারকে রক্ষণ ও আক্রমণভাগের মধ্যে যোগসূত্র হতে হয়। রবিবার ডানদিকে ২২ বছরের আমাদ ডিয়ালো এই ভূমিকায় অনবদ্য ছিলেন। ডিয়ালোর প্রশংসা করে অ্যামোরিম বলেছেন, 'অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। পকেটসাইজ ডায়নামো। রুড ভ্যান নিস্তেলরুইয়ের অধীনে তিনটি ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছিল আমাদ। যা ওর উন্নতিতে সাহায্য করেছে। এখনও আমাদের সাহায্য করছে।'

অ্যামোরিমের হাতে পড়ে ডিয়ালোর মতো তরুণরা আরও রং ছড়াতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

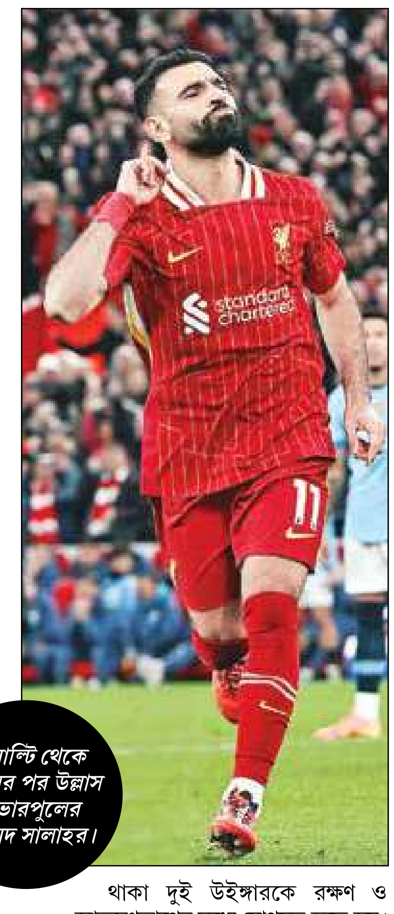

পেনাল্টি থেকে গোলের পর উল্লাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর।

স্পেন নয়, শুধুই মোহনবাগান ভাবনায়

গোল্ডেন বয় ইয়ামালে আগ্রহী নন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মনঃসংযোগ বা একাত্মতা, কী বলে একে ব্যাখ্যা করা যায়? তবে বোঝা গেল, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এই রকমই। এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ, তাই মনবীর সিংদের খবর রাখলেও ভুলেও ভাবেন না লামিনে ইয়ামালদের কথা।

একদিন আগেই ইতালীয় সংবাদপত্র তুত্তোস্পোর্টের বিচারে ২০২৪ মরশুমের গোল্ডেন বয় পুরস্কার পেয়েছেন স্পেনের অন্যতম সেরা উঠতি প্রতিভা। অথচ মোলিনা তখন ব্যস্ত নিজের দল এবং প্রতিপক্ষকে নিয়ে ছক কষতে। ইয়ামাল গোল্ডেন বয় পেয়েছেন। একই মরশুমে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোপা ট্রফির পর এরকম একটা সম্মান। আপনার কেমন লাগছে? প্রশ্ন করতে একদা রিয়েল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টরের অবাক হয়ে পালটা প্রশ্ন, 'কে পেয়েছে বললেন? ইয়ামাল? গোল্ডেন বয়? আচ্ছা?' আপনি শোনেননি? ফের অবাক করলেন মোলিনা, 'সত্যিই জানি না। আমি তো এখন এখানে। স্পেনের কথা কিচ্ছু জানি না। আমার দল ছাড়া আর কিছুই জানি না ফুটবলের ব্যাপারে। আমার দরকার নেই তো এসব জানার। আমাকে মনবীর-লিস্টন কোলাসো-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের সম্পর্কে প্রশ্ন করুন, বলে দিতে পারব।' কিছু কী শিখলাম সারা বিশ্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথার চুল ছেঁড়া আমরা, বাঙালিরা? কে জানে!

কিন্তু তিনি ছিলেন একটা দেশের ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টর। আর এমন একটা সময় যখন জাভি হার্নান্ডেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, জেরার্ড পিকেদের মতো একঝাঁক সেরা তারকা বিদায় নেওয়ায় স্প্যানিশ ফুটবল তখন বেশ বেকায়দায়। ২০১৮ এবং '২২ ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতার্জন করলেও ফলাফলে হতাশ স্প্যানিশরা। সেখান থেকেই ২০২৪ সালে ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন। ওই সময়ে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, জানতে চাইলে মোলিনার জবাব, 'অনেককিছু করতে হয়েছে আমাদের সেই সময়ে। যার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এখন। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রথম যে কাজটা করেছিলাম সেটা হল প্রতিটি কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে বসি। সেখান থেকেই সমস্যার মূল শিকড়টা বেরিয়ে আসে। আমি মূলত সব পর্যায়ের জাতীয় দলের কোচ এবং ক্লাবগুলির সিনিয়ার দলের কোচদের নিয়েই কাজ করতাম। কোথায় ভুল হচ্ছে, কীভাবে আরও ফুটবলার তুলে আনা যাবে। কোন ধরনের ফুটবলার আমাদের ফুটবল-দর্শনের সঙ্গে খাপ খাবে, সেটার সঙ্গে অ্যাকাডেমিগুলোকে কীভাবে মানিয়ে নেওয়াতে হবে, কোন ধরনের ফুটবলার লাগবে, সেই পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলতে হলে- এসবই থাকত কাজের পরিধির মধ্যে। আসলে যে কোনও জিনিস ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে এবং আলোচনা করতে থাকলে ভালো জায়গায় পৌঁছানোর সুত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বলতে পারেন, আমার কাজটা ছিল ওটাই।'

ফিরে যাই আবার ইয়ামালের প্রসঙ্গে। তাঁকে কবে দেখেছিলেন জানতে চাইলে মোলিনা বলেছেন, 'লামিনে ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দলে খেলছিল। কিন্তু খুব দ্রুত উন্নতি করে পেশাদার ফুটবলে চলে আসে। তার আগে ওর প্রতিভা কীভাবে প্রকাশ পেল, সেটা নিয়ে আমি খুব ভালো বলতে পারব না। তবে শিবিরে প্রথম দেখেই আমাদের সবার মনে হয়েছিল, এই ছেলেটিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে স্প্যানিশ ফুটবলকে ও সাহায্য করতে পারবে।'

এখানেও বোধহয় মোলিনা আলাদা। অন্য যে কেউ হলে ইয়ামালকে এই প্রসঙ্গে অন্তত দেশের সম্পদ বলে চিহ্নিত করে দিতেন। তিনি সেই রাস্তাতেই হাঁটলেন না। বরং এই নতুন প্রজন্ম আসার পর স্প্যানিশ ফুটবলকে যে একটু ভাবনাচিন্তায় পরিবর্তন করতে হয়েছে, সেই কথা জানিয়ে বলেছেন, 'আমরা স্প্যানিশরা বল পজেশন নিয়ে পাসিং ফুটবল খেলতে পছন্দ করি। সেই ধরন অনুযায়ী খেলার যোগ্য প্রতিভাবান ফুটবলারও আছে আমাদের। কিন্তু আমরা যেটা সেসময় করেছি সেটা হল নিজেদের সহজাত স্টাইলের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় ছোটখাটো পরিবর্তন আনা খেলার ধরনের মধ্যে। ফুটবলের বিবর্তন তো এভাবেই হয়! আমি কোচদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এসব কাজই সেই সময় করতাম।' বাগানে তাঁর চিন্তাধারায় ট্রফি আসবে কিনা সেটা সময়ই বলবে কিন্তু স্প্যানিশ ফুটবলে যে সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে, সেটা দেখছে সারা বিশ্বই।

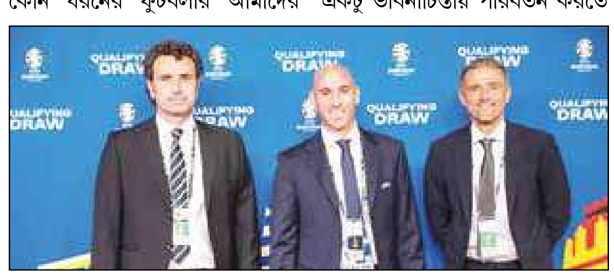

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুইস রুবিয়ালেস ও স্পেনের প্রাক্তন কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে হোসে ফ্রান্সিসকো মোরিনো।

গিনির এনজেরেকোরে জুনটা নেতা মামাদি দৌমবৌয়াকে সংবর্ধনায় আয়োজিত ফুটবল ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়। যা স্টেডিয়ামের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় থানা। অন্তত ১০০ জন মারা গিয়েছেন বলে অনুমান। হাসপাতালের মর্গ ভরে উঠেছে মৃতদেহে।

শ্রাচীর সঙ্গে গাঁটছড়া ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে শ্রাচী স্পোর্টসকে সরকারিভাবে আই লিগের স্বত্বাধিকারী ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। টেলিভিশন সম্প্রচার নিয়ে তাদের দিক থেকে সদর্থক উত্তরের পরই এদিনই তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা সরকারিভাবে জানানো হয়। আই লিগ ছাড়াও আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন, সন্তোষ ট্রফি, মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবল অর্থাৎ রাজমাতা জীজাবাঈ ট্রফিরও স্বত্ব দেওয়া হচ্ছে কলকাতার এই কোম্পানিকে। আই লিগ তাদের নিজস্ব অ্যাপ এসএসইএনে দেখানো ছাড়াও সনি স্পোর্টসে দেখানোর ব্যাপারে কথা দেওয়ার পরই এই স্বত্ব দেওয়া হল শ্রাচীকে। এদিকে, রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলার সময়ে আলো নিভে যাওয়া প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ জানাল, ওখানকার জেনারেটর খারাপ থাকায় আলো নিভেছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের কোনও ত্রুটি এক্ষেত্রে ছিল না।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় মধুসূদন চক্রবর্তী

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে চিরদিন
আমাদের সবার মাঝে, মণি কোঠায়
প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে-
স্বর্ণা চক্রবর্তী (স্ত্রী)
মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী (কন্যা)
মিতশ্রী তালুকদার (কন্যা)
আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা নিধি হর্ষিল শাহ - কে 05.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71H 86801 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি মনমুগ্ধকর প্রকল্প আছে যার মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে কোটিপতি তৈরি করে। ডিয়ার লটারির সম্পর্কে জানার এটাই সঠিক সময় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারি। এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তোমাকে মিস করব, ঈশানকে বার্তা হার্দিকের

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো, আমরা তোমাকে মিস করব।

ঈশান কিষানের উদ্দেশে এমনই আবেগঘন বার্তা দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ২০২৫ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে দেখা যাবে ঈশানকে। ইতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সাত বছরের লম্বা সম্পর্কে। ঈশানও যা নিয়ে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি, সমর্থকদের প্রতি বার্তা দিয়েছিলেন। এবার পালটা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়কের থেকে।

এক ভিডিওবার্তায় হার্দিক বলেছেন, 'রিটেনশন তালিকায় ওকে রাখা যায়নি। তখনই বুঝতে পারছিলাম, নিলামে ঈশানকে ফেরানো কঠিন হবে। কারণ, আমরা জানি ও কী ধরনের খেলোয়াড়, কতটা দক্ষ। মুম্বইয়ের সাজঘরে প্রাণ ছিল। সবাইকে মাতিয়ে রাখত। আমরা ওকে মিস করব। ঈশান কিষান, তুমি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো ছিলে। আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসি।'

বিরাটকে অধিনায়ক দেখছেন অশ্বীন

এদিকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলিকে দেখছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কয়েকদিন আগে এবি ডিভিলিয়ার্স যে সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন এদিন বলেছেন, 'কোহলিই অধিনায়ক হচ্ছে। আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। কারণ, ওদের দলে বিরাট ছাড়া অধিনায়ক নেই। যদি না নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়।' নিলামে আরসিবি-র স্ট্র্যাটেজি, সাফল্যের কথাও অশ্বীনের গলায়। ভারতীয় দলের তারকা অফস্পিনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত নিলাম আরসিবির। ওদের ভারসাম্যটা দুর্দান্ত। শুরুর দিকে মোটা অঙ্ক নিয়ে অনেকে ঝাঁপিয়েছে। আরসিবি সেখানে ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ে ঠিকঠাক খেলোয়াড়দের তুলে নিয়েছে। এক-দুইজনের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতেই পারত। কিন্তু একটা দলে ১২-১৪ জন গুরুত্বপূর্ণ। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ওদের নিলাম স্ট্র্যাটেজিতে।'

আরসিবি-র ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাট অবশ্য জানিয়েছেন, বিরাট দলের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অধিনায়কত্ব নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সবদিক খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করা হবে।